আল হাদাফ ২০২৬

বিজয়ের পরিকল্পনা

গাজার জন্য, আমাদের সেরাটা। আল্লাহ আমাদের শেষ পরিণতি তাদের সাথে করুন।

আপনি যদি চল্লিশের কম বয়সী একজন শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও আল্লাহভীরু মুসলিম হন, তাহলে ক্ষমতা অর্জন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং দ্বীনকে—পুরোপুরিভাবে—কেবল আল্লাহর জন্য করে তোলার জন্য এই হলো আপনার কর্মপরিকল্পনা।

আপনি একা নন। হাজার হাজার ভূমিকা রয়েছে। পরিকল্পনাটি পড়ুন। এর সাফল্যের জন্য নিজের অস্তিত্ব উৎসর্গ করুন। সেই অনুযায়ী কাজ করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

This document is also available in English.

هذه الوثيقة متوفرة أيضاً باللغة العربية.

یہ دستاویز اردو میں بھی دستیاب ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র

১. হাদাফ কী? 04
২. মুক্তির পূর্ববর্তী কৌশল ও রণনীতি 11
৩. মুক্তির পরবর্তী কৌশল ও রণনীতি 22
৪. দারুল হারবের জন্য কৌশল ও রণনীতি 42
৫. পরিশিষ্ট:
১ম. মনোযোগের ক্ষেত্রসমূহ 47
২য়. ক্ষমতা অর্জনের একটি বাস্তবসম্মত নির্দেশিকা:
আবু মুহাম্মদ আল-জওলানির শিক্ষা 50
৩য়. বুদ্ধিদীপ্ত অভিযোজন:
জেএনআইএম এবং আল-শাবাবের বিবর্তন 55
৪র্থ. উম্মাহর জন্য কিভাবে উপকারী হওয়া যায় না:
কান্দাহারী গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও ব্যর্থতা 57
৫ম. কিছু ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা 60
৬ষ্ঠ. সম্পদসমূহ 70
৭ম. নির্দেশনা: আমি কোথা থেকে শুরু করব? 71

হাদাফ কী?

আমাদের হাদাফ হলো:

- আটলান্টিক থেকে চীন সাগর পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে (সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ) একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্দেশনার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা।
- এই ঐক্যবদ্ধ উম্মাহকে গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা এবং এটিকে এই গ্রহের একমাত্র শক্তিতে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত করা।
- অতঃপর দ্বীনকে—পুরোপুরিভাবে—কেবল আল্লাহর জন্য করে তোলা।

যদিও এটি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, আমরা শুরু থেকেই ‘নবুওয়াতের আদলে খেলাফত’ (Khilāfah 'alā Minhāj an-Nubuwwah) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব না। এটি বাস্তবসম্মত নয়।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি ইউনিয়নে একত্রিত করা, যা ন্যাটো (NATO)-এর চেয়ে সামরিক দিক থেকে এবং ইইউ (EU)-এর চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ হবে—রাষ্ট্রগুলো তাদের বেশিরভাগ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে, তবে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং অবশেষে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

আমরা বুঝি যে দ্রুত কোনো বিজয় আসবে না, ধৈর্য্যের মাধ্যমেই আধিপত্য আসবে। ধীরে ধীরে, কয়েক দশক ধরে, আমরা মুসলিম দেশগুলোকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিকভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তুলব।

কেবল তখনই এই ইউনিয়ন একটি নতুন খেলাফতে রূপান্তরিত হবে।

কেবল তখনই, যখন আমরা প্রস্তুত হব, আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব এই গ্রহের প্রভাবশালী শক্তি হওয়ার জন্য, মিথ্যাকে মুছে ফেলার জন্য এবং দ্বীনকে—পুরোপুরিভাবে—কেবল আল্লাহর জন্য করে তোলার জন্য।

উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমাদের আশু পদক্ষেপগুলো হলো:

1. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, যা তার পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং তরুণ মানব সম্ভাবনার কারণে উম্মাহর চাবিকাঠি। আমরা পাকিস্তানে ক্ষমতা অর্জন করব।
2. আমরা দ্রুত পাকিস্তানি জাতিকে একটি কার্যকর অগ্রবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলব।
3. মুসলিম শক্তির অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে, আমরা প্রয়োজনীয় উপায়ে প্রতিটি মুসলিম জাতিকে উম্মাহর এই প্রকল্পে যুক্ত করব।

এটি বৈশ্বিক জিহাদ ও উম্মাহর জাগরণের জন্য প্রণীত ৫-পর্যায়ের পরিকল্পনার ৩য় পর্যায়ের মূল বিষয়বস্তু, যা আমাদের সম্মানিত পূর্বসূরি আল-কায়েদা এবং অন্যান্য আন্দোলন কর্তৃক শুরু হয়েছিল।[1] পর্যায়গুলো হলো:

আন্দোলন সৃষ্টি

১ম পর্যায়: কার্যক্ষেত্রে প্রাথমিক সংগঠন (ভিত্তি)। আফগানিস্তানে ইউএসএসআর-এর পরাজয় এবং কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান প্রতিষ্ঠা। আলহামদুলিল্লাহ সফল।

২য় পর্যায়: সাফল্য ও বার্তার পুঁজিয়ন, আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনা যাতে তাকে পরাজিত করা যায় এবং অগ্রবর্তী আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে আমাদের শত্রু হিসেবে সচেতন করা। আলহামদুলিল্লাহ সফল।

আন্দোলন সুসংহতকরণ

৩য় পর্যায়: বর্তমান পর্যায়। যেখানে সুযোগ তৈরি হয়, অস্থির রাষ্ট্রগুলোতে ক্ষমতা দখল। চলমান। আফগানিস্তানে আংশিক ও সিরিয়ায় সম্পূর্ণ সফল আলহামদুলিল্লাহ। লিবিয়া, মালি (প্রভৃতি), সোমালিয়া, ইয়েমেনে কাজ চলছে। মিশর, তিউনিসিয়া এ পর্যন্ত ব্যর্থ। পাকিস্তান এবং তার পারমাণবিক অস্ত্র এই পর্যায়ের প্রধান প্রচেষ্টা।

৪র্থ পর্যায়: ক্ষমতা কেন্দ্রগুলোর এই অগোছালো সংমিশ্রণকে একত্রিত করা। সুযোগ বা অসাধু উপায়ে এই নব-অর্জিত অদম্য ক্ষমতা ব্যবহার করে উম্মাহকে একটি শক্তিশালী ইইউ/ন্যাটো-সদৃশ ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ করা।

আন্দোলন পরিপূর্ণতা

৫ম পর্যায়: আমাদের শর্তে একটি বিশ্বব্যাপী সংঘাত, যাতে বৈশ্বিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (যুদ্ধোত্তর নিষ্পত্তি) গড়ে ওঠে। ইসলামের বিশ্ব ব্যবস্থা।

[1] আল্লাহ আমাদের শাইখ উসামা, আল-জাওয়াহিরি, আযযাম এবং বিশ্বের সকল মুজাহিদীন, বুদ্ধিজীবী, মুজতাহিদ, আলেম এবং সাধারণ মুসলিমদের, পরিচিত ও অপরিচিত, যারা এই হাদাফের দিকে বাস্তবিকভাবে বা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনেক অথবা সামান্য কিছু করেছেন, তাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

আমরা একটি যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এটি আমাদের সম্মানিত পূর্বসূরিদের ﷺ তুলে ধরা দৃষ্টিভঙ্গিরই ধারাবাহিকতা, যারা চেয়েছেন যে আমরা, এই সময় ও স্থানের মুসলিমরা, যেন বুঝি যে শক্তিশালীরা যা চায় তাই করে আর দুর্বলদের যা সইতে হয় তাই সইতে হয়। এটি একটি সর্বজনীন আইন। অতএব, ক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের যা যা করা দরকার, তা করতে হবে। অদম্য ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা দিয়ে আমাদের শরীয়াহর আদলে বিশ্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে। বিবেকসম্পন্ন এক সভ্যতা ও ন্যায়ভিত্তিক এক ব্যবস্থা। আল্লাহর অধীনে একটি সাম্রাজ্য, যেমনটি সৃষ্টি জগতের হওয়া উচিত। এবং তাই, যখন একজন মুসলিম কাফেরদের মাঝে হাঁটবে, তখন সে তাদের দিকে তাকাবেও না, এই ভয়ে যে সেই ক্ষমতা তাদের সাথে কী করবে। কোনো মুসলিম শিশু ভয় পাবে না। প্রতিটি মুসলিম নারী নিরাপদে ও সম্মানিতভাবে পৃথিবীতে হাঁটতে পারবে। কারণ সে জানবে যে তাকে ন্যায়পরায়ণ ইসলামিক রাষ্ট্র রক্ষা করছে, যা আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত শাসন করে এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

এবং যা কোনো চ্যালেঞ্জ সহ্য করে না।

কেন এই হাদাফ?

উম্মাহ কী?

উম্মাহ কেবল বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এক অস্পষ্ট অনুভূতি নয়। এটি একটি বাস্তব, উদ্দেশ্যপূর্ণ, সংগঠিত সমান নাগরিকদের সম্প্রদায়। এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রকল্প: একটি কাঠামো যা মর্যাদা রক্ষা করে, জীবনকে সুসংগঠিত করে এবং মুসলিমদের সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে দেয়।

মদিনার প্রথম উম্মাহই হলো রেফারেন্স পয়েন্ট: বিভিন্ন গোষ্ঠী একটি সাধারণ চুক্তি, বিশ্বাস, ভাগ করা নিরাপত্তা ও বাধ্যবাধকতা দ্বারা একত্রিত—এক জাতি, এক উদ্দেশ্য, এক নেতৃত্ব। সেই মডেল অর্থহীন জাতীয়তাবাদী আনুগত্যকে বিশ্বাস ও ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে উচ্চতর প্রকৃত আনুগত্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, মুসলিমরা এটিকে এমন এক সভ্যতায় পরিণত করেছিল যা জমি, বাণিজ্য পথ, বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং আইনকে সংযুক্ত করেছিল—যা আজকের পরিচিত বিশ্বকে গড়ে তুলেছিল।

এক উম্মাহ, ভৌগোলিক সীমানা ও উপ-পরিচয় জুড়ে বিস্তৃত, কিন্তু এক নেতৃত্বের অধীনে একসাথে চিন্তা করতে ও কাজ করতে সক্ষম এবং এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম যা মুসলিমদের যেখানেই তারা বসবাস করে, সেখানেই রক্ষা ও সেবা করে। এটি কোনো নস্টালজিয়া নয়; এটি সম্মিলিত শক্তি পুনর্গঠনের একটি জীবন্ত প্রকল্প, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের মানুষকে বিভেদ, অবিচার ও স্থায়ী দুর্বলতার চেয়ে ভালো কিছু দিতে পারি এবং মানবতাকে, যা পথ হারিয়েছে, সঠিক পথ দেখাতে পারি।

যখন উম্মাহকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেমনটি আমাদের নবী ﷺ করেছিলেন, যেমনটি হওয়া উচিত—তখন কি কেউ এই যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে যে এর পুনরুত্থানই আমাদের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান?

নেতৃত্ব কী?

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদর্শ। এবং এই উম্মাহ সেরা নেতাদের দ্বারা ধন্য হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা নির্লজ্জভাবে দুর্বল কীটদের দ্বারা নেতৃত্ব দিতে নিজেদেরকে বেছে নিয়েছি।

ইসলামে নেতৃত্ব একটি আমানত, কোনো পদমর্যাদার প্রতীক বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাধি নয়। একজন নেতা হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কাছে মানুষের দ্বীন, তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের মৌলিক কল্যাণের জন্য দায়িত্ব বহন করেন। এটি হলো একটি মহান দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অন্যদের সেবা, সুরক্ষা ও সংগঠিত করা, যা তাদের আল্লাহর আনুগত্য ও ন্যায়বিচারের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।

তিনটি মূল গুণাবলী অযোগ্য: তাকওয়া (আল্লাহ সচেতনতা), আ'দল (ন্যায়বিচার) এবং যোগ্যতা। তাকওয়া ছাড়া ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে। ন্যায়বিচার ছাড়া মানুষ আস্থা হারায়। যোগ্যতা ছাড়া, এমনকি ভালো উদ্দেশ্যও ক্ষতি সৃষ্টি করে। ইসলামিক নেতৃত্ব যোগ্যতাভিত্তিক শুরা—অন্যদের সাথে পরামর্শ, ভিন্ন ভিন্ন মতামত শোনা এবং সংশোধিত হতে ইচ্ছুক হওয়ার উপরও নির্ভর করে। নবী ﷺ-এর উদাহরণ এবং খুলাফা-ই-রাশিদিনের ؓ উদাহরণ দেখায় যে নেতারা পরামর্শ গ্রহণ করছেন, দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বিতরণ করছেন এবং ব্যক্তিগত অহংকারের উর্ধ্বে নিয়মকানুনকে সম্মান করছেন। সালাত সুরক্ষিত, দুর্বলদের রক্ষা

করা হয়, সম্পদ ন্যায্যভাবে বন্টন করা হয় এবং সংঘাতগুলো বিচক্ষণতার সাথে মধ্যস্থতা করা হয়। একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। উম্মাহর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দ্বীনকে—পুরোপুরিভাবে—কেবল আল্লাহর জন্য করে তোলার জন্য পরিকল্পনার উপর পরিকল্পনা রয়েছে। এই উম্মাহর প্রতিটি সদস্য জানত যে তাদের নেতৃত্ব তাদের জন্য কাজ করে।

যখন নেতৃত্বকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেমনটি আমাদের নবী ﷺ করেছিলেন, যেমনটি হওয়া উচিত—তখন কি কেউ এই যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে যে আমরা আজ নেতৃত্বহীন?

হে তরুণ মুসলিম, আপনি হাজার বছরেরও বেশি ন্যায়পরায়ণ সংগ্রামের সরাসরি ধারাবাহিকতা। আপনি এমন এক যুদ্ধের সৈনিক যা সময়ের শুরু থেকে শুরু হয়েছে এবং যা শেষ দিন পর্যন্ত চলবে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে এক যুদ্ধ। মানবজাতির মধ্যে এটিই একমাত্র বিভাজন।

আমাদের নবী ﷺ-এর সাহাবীরা ؓ ছিলেন যুবক। তারা এক পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উঠে এসে বিশ্ব জয় করেছিলেন, কারণ তারা তাদের নবী ﷺ যা এনেছিলেন তা অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের রবের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তারা নিখুঁতভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং তা কার্যকর করেছিলেন। তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ, এবং আপনারা তাদের উত্তরসূরি। তাদের হতাশ করবেন না। জেগে উঠুন এবং আপনার ভাগ্য পূরণ করুন।

নিহত ফিলিস্তিনি শিশুর মা, কাশ্মীরের অর্ধ-বিধবা, অপমানিত রোহিঙ্গা বোন, অনাথ উইঘুর, সৌদিতে কারারুদ্ধ সৎ আলেম, সুদানী ভাই যার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে, বোমা বিধ্বস্ত ইয়েমেনি, অধিকৃত চেচেন, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত তাজিক, বিস্মৃত নিপীড়িত—সবাই আপনাকে ডাকছে।

যখন উম্মাহর এই অবস্থা, তখন আপনি কিভাবে আপনার খাবার উপভোগ করেন? কিভাবে আপনার বিয়ের পরিকল্পনা করেন? বিচার দিবসে আপনি নবী ﷺ-কে কী জবাব দেবেন? আপনাকে কি তাঁর পতাকার নিচে স্থান দেওয়া হবে? আপনাকে কি তাঁর সুপারিশ দেওয়া হবে?

দায়িত্ব আপনারই। ডানে-বামে তাকান, আর কেউ নেই। আর সেই দিন আল্লাহ আপনার কাছে দাবি করবেন: হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং আমার জনগণের জন্য আমার পথে লড়াই করার সরঞ্জাম দিয়েছিলাম, তুমি কি তা করেছো?

যদি আপনি কিছুই না করেন, তবে আপনার আরামই যেন আপনার একমাত্র জান্নাত হয়, আপনার খাবার যেন আপনার পেটে পচে যায়, আপনার স্ত্রীরা যেন আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, এবং এই মায়াবী দুনিয়ার প্রতি আপনার সমস্ত করুণ আশা যেন আপনাকে শ্বাসরোধ করে। আপনার সন্তান এবং আপনার সম্পত্তি, যাদেরকে আপনি আল্লাহ, নবী ﷺ এবং এই উম্মাহর শিশুদের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তারা যেন আপনাকে অস্বীকার করে। এই জীবন ও পরকালে আপনি যেন অপমানিত হন এবং মুসলিমদের কাতারে কখনো যেন আপনাকে গণ্য করা না হয়।

যদি আপনি এটি পড়ছেন, তবে আপনার জন্য এই নথিটি বোঝা, এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে আপনার ভূমিকা বোঝা এবং হাদাফের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত অবস্থানে স্থাপন করা অপরিহার্য।

এই নথিতে (১) স্বাধীনতার পূর্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতা অর্জনের জন্য, (২) স্বাধীনতার পরবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং (৩) দারুল হারবে (Dar ul Harb) করণীয় কর্মগুলির জন্য সাধারণ কৌশল ও রণনীতি সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। অতঃপর, আপনার পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য কিছু উপকারী পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়েছে।

এই নথিটি পড়ার সময়, কিছু বিষয় মনে রাখবেন:

1. এটি একটি 'নির্দেশনামূলক' নথি। পরিস্থিতি বুঝে সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিন।
2. হাদাফের উপরে কিছুই নেই—কোনো গোষ্ঠী নয়, কোনো ব্যক্তি নয়। যা যা উৎসর্গ করার প্রয়োজন, তা উৎসর্গ করুন, এমনকি যদি সেটা আপনি নিজেও হন।
3. তাড়াহুড়ো করে বা বেপরোয়াভাবে কাজ করবেন না। দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য বা বর্তমান মেজাজ শান্ত করার জন্য কখনো তা উৎসর্গ করবেন না—এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। এতে কয়েক দশক বা এমনকি শতাব্দীও লাগতে পারে। এটি প্রায় ৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল, এবং এই পর্যায়টির ফলিত রূপ কেবল আমাদের নাতি-নাতনিদের মাধ্যমেই আসতে পারে।

4. হাদাফের উপরে মতাদর্শকে স্থান দেবেন না। প্রয়োজন হলে আপস করুন, চূড়ান্ত লক্ষ্যটি মনে রেখে। ক্ষমতা ছাড়া ধার্মিকতা কেবল একটি মতামত। এটি সিরাত থেকে শেখা কৌশলগত শিক্ষা। প্রথমে ক্ষমতা।[2]
5. এটি ঘটবে তা নিয়ে কখনো সন্দেহ করবেন না। এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

আপনি যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিন না কেন। আপনি সফল হন বা না হন, এই পথে সংগ্রামের একটি মুহূর্ত এটি ছাড়া আপনার হাজার জীবনের চেয়েও ভালো। আল্লাহ আপনার সহায় হোন এবং আপনাকে আল-আকসা, ইসলামাবাদ, রিয়াদ, আবু ধাবি, কায়রো এবং যেখানেই মুসলিমরা নিপীড়িত, সেখানকার মুক্তিদাতা এবং দিল্লি, বেইজিং, মস্কো, লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং যেখান থেকে মন্দ শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, সেখানকার বিজয়ী, অবিশ্বাসীদের শৃঙ্খল ভাঙার এবং মুহাম্মদের দ্বীন পুনরুদ্ধার করার জন্য তৈরি করুন।

আল্লাহর কসম, আমরা থামব না যতক্ষণ না বিশ্বের এক অজানা প্রান্তের একজন মুসলিম ইসলামিক রাষ্ট্রের কাছে অভিযোগ করে যে একজন কাফের তার দিকে ভুলভাবে তাকিয়েছে, এবং ইসলামিক রাষ্ট্র দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এই কাফেরের চোখ উপড়ে ফেলে।

[2] সালাহউদ্দিন যা অর্জন করেছিলেন তা সকল মুসলিমই ভালোবাসেন কিন্তু ভুলে গেছেন কিভাবে তিনি তা করেছিলেন। ক্রুসেডারদের হাত থেকে আল কুদসকে মুক্ত করার তার 'আদর্শবাদী' লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে সিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ক্ষুদ্র, স্বার্থপর মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল এবং হত্যা করতে হয়েছিল, মিশর দখল করতে তাকে একটি কাফির শাসনের কাছে বাইয়াত দিতে হয়েছিল; জেরুজালেমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাকে ক্রুসেডার শত্রুর সাথে চুক্তি করতে হয়েছিল। বিজয়ের পথটি অপ্রীতিকর বাস্তববাদে পরিপূর্ণ।

মুক্তির পূর্ববর্তী কৌশল ও রণনীতি

এগুলো মুসলিম দেশগুলোতে ৩য় পর্যায়ের আন্দোলনের জন্য অতিরিক্ত কৌশল ও পদ্ধতি। এগুলো প্রচলিত বিদ্রোহী সামরিক কৌশল/পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হয় না এবং কেবলমাত্র যখন পরিস্থিতি অনুকূল থাকে তখনই প্রযোজ্য। কিছু পদ্ধতি অভিনব এবং এখনো পরীক্ষিত নয়।

১. গভীর লক্ষ্যবস্তুর প্যারামিটার

আপনার লক্ষ্যবস্তু বিচক্ষণতার সাথে নির্বাচন করুন। প্রচেষ্টা-ফল এবং ঝুঁকি-পুরস্কারকে সর্বোচ্চ করুন। আপনার শত্রু তার কার্যপরিচালনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে (ক্ষমতা কাঠামো)। এই নেটওয়ার্কের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের নোড (কেন্দ্র) রয়েছে। এই নেটওয়ার্কটি মানচিত্র করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ নোডগুলিকে (স্তম্ভগুলি) লক্ষ্য করুন। এটি দূরবর্তী নোডগুলিকে (যেমন, সেনা ছাউনি) লক্ষ্য করার চেয়ে বেশি উপকারী হবে, যা শক্ত লক্ষ্যবস্তু এবং যেখানে আপনার শত্রু আপনার আক্রমণের প্রত্যাশা করছে। এগুলিকে এড়িয়ে শত্রুর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্য করুন।

উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানি এস্টাব্লিশমেন্টের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা যারা মাঠে ইউনিটগুলির নেতৃত্ব দেন (আনুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক), কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তারা শিল্পপতি, অপরাধী, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের (অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক) উপর নির্ভর করে। এগুলো ক্ষমতা কাঠামোর একটি সম্প্রসারণ। একজন টেক্সটাইল মিল মালিকের ছেলেকে অপহরণ করলে কী হবে, যে সেই জমি কিনছে যা একজন কর্নেল বিক্রি করছে? এটি সেনা জমি ক্রেতাদের মধ্যে ভবিষ্যতের মিথস্ক্রিয়া কমিয়ে দেবে। যা তখন সেনা কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক আয়ের উৎস কমিয়ে দেবে, যা তখন সেনা কর্মকর্তা হওয়াকে কম আকর্ষণীয় করে তুলবে, যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকেই একটি অ-আকর্ষণীয় বিকল্প হিসাবে দেখাবে। আপনার শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করুন।

এই উদাহরণটি আরও এগিয়ে নিয়ে যান। এই কর্নেলের ইউনিটে অসংখ্য হামলা চালানোর পরিবর্তে, যা পূরণ করা যেতে পারে, কর্নেল এবং তার কর্মীদের উপর আপনার আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করুন। কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের এত সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় না। তাদের যথেষ্ট সংখ্যককে হত্যা করলে ইউনিটের সংহতি এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করবে। উপরন্তু, যখন ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকে, তখন পুরুষরা কঠিন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বেশি ইচ্ছুক হয়। উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষে তাদের সৈন্যদের আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো সহজ, কিন্তু যখন তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার ও আর্থিক স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে, তখন তারা আপনার সাথে আলোচনা করতে অনেক বেশি ইচ্ছুক হবে। সাধারণ সৈন্যরা এটি দেখবে এবং তাদের মনোবল কমে যাবে। সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একটি বুলেট ব্যবহার করলে খরচ-সুবিধা অনুপাত অনেক বেশি হয়। শত্রুর কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে বের করুন এবং ধ্বংস করুন, সেই একটি জিনিস যা সরিয়ে ফেললে পুরো কাঠামোটি ভেঙে যাবে।

এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতি এবং সুনামের ক্ষতি কমাতেও সাহায্য করে। পাকিস্তান ও মিশরের মতো দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী গভীরভাবে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দমন-পীড়নের জনসাধারণের মুখ হিসেবে পরিচিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযান আপনার অবস্থানকে উন্নত করবে। সাধারণ নিয়ম হিসেবে, ব্যয়বহুল অস্ত্র ব্যবস্থার মতো বিশেষ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর ক্ষতি কমাতে লক্ষ্য রাখুন –

আনুপাতিক সহিংসতা ব্যবহার করুন, যা নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক, কারণ আপনার জেতার পর এই অবকাঠামো যথাসম্ভব অক্ষত থাকা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, স্থানীয় জনসাধারণকে কখনো লক্ষ্য করবেন না, তাদের রক্ষা করুন এবং তাদের ক্ষতি কমাতে সব ধরনের চেষ্টা করুন। আপনার উদ্দেশ্য হলো বিদ্রোহকে একটি জনপ্রিয় বিপ্লবে পরিণত করা—আপনাকে জনসাধারণের মন জয় করে তাদের আপনার পক্ষে আনতে হবে। শত্রুর ক্ষমতা কমাতে প্রয়োজনীয় শুধুমাত্র নিরাপত্তা অবকাঠামো ও কর্মীদের লক্ষ্য করুন।

২. অগভীর লক্ষ্যবস্তুর প্যারামিটার

অবশ্যই, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোকে দুর্বল করার জন্য কেবল কর্মীদের লক্ষ্য করা যথেষ্ট নয়। আপনাকে অবকাঠামোর বিরুদ্ধে গতিশীল অভিযান পরিচালনা করতে হবে। তবে, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় হয়, ততক্ষণ শত্রুর প্রস্তুত স্থানে—যেমন সামরিক ঘাঁটি ও চৌকি (কঠিন লক্ষ্যবস্তু)—আক্রমণ এড়িয়ে চলুন, যতক্ষণ না আপনি সেগুলো দখল করার এবং অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তুত হন।

আপনার লক্ষ্যবস্তুকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত করুন:

i. গুরুত্বপূর্ণ শিল্প: আধুনিক সেনাবাহিনী তাদের অভিযান বজায় রাখার জন্য উৎপাদনের উপায়গুলির উপর heavily নির্ভর করে। সশস্ত্র বাহিনীর শিল্প মেরুদণ্ডকে লক্ষ্য করুন—উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ, জ্বালানি, লজিস্টিকস। এটি আমাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেবে, তাদের সীমিত বাজেট দিয়ে হারানো সক্ষমতা প্রতিস্থাপন করতে বাধ্য করবে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তাদের প্রচলিত সমতা হারানোর ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবে, যার ফলে তারা আপনার সাথে একটি চুক্তির কাছাকাছি আসবে। মাঠে থাকা ইউনিটগুলিকে ক্ষুধার্ত রাখুন।

ii. বিমান শক্তি: তাদের বিমান শক্তির ক্ষেত্রেও একই চিন্তা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা উচিত, যা একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আধুনিক মুসলিম দেশগুলো যাদের এমনকি কিছুটা সামরিক সক্ষমতার ইতিহাস রয়েছে, যেমন পাকিস্তান, মিশর, জর্ডান এবং সম্প্রতি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, বিমান শক্তির উপর heavily নির্ভর করে, তাই, এতে কোনো হ্রাস তাদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলবে, যা তাদের আলোচনার টেবিলে আসার জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। তাদের বিমান শক্তি আপনার জন্য প্রধান প্রচলিত হুমকিও বটে।

iii. রাজস্ব শিল্প: বেশিরভাগ বড় সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক বজায় রাখে যা সরকারি তহবিল থেকে আলাদা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করে, যা সাধারণত অবিশ্বস্ত। এগুলি লক্ষ্য করা উচিত - চিনিকল, শস্য প্ল্যান্ট ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলি নরম, সামান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে এবং অপারেশনের বাইরে রাখতে সামান্য সম্পদ প্রয়োজন - প্রায়শই একটি ভালোভাবে স্থাপিত আগুনই কাজটি করে দেবে। তবে তাদের ধ্বংস এবং প্রতিস্থাপনের আর্থিক বোঝা শত্রুর অপারেশন বজায় রাখার ক্ষমতার উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। নিম্নলিখিতগুলি, উদাহরণস্বরূপ, কিছু ব্যবসার তালিকা যেখানে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি জড়িত - এগুলি সবই নরম লক্ষ্যবস্তু:

ফৌজি ফাউন্ডেশন (Fauji Foundation)

ফৌজি সিরিয়ালস (Fauji Cereals), ফাউন্ডেশন গ্যাস (Foundation Gas (FONGAS)), ফৌজি ফার্টিলাইজার কোম্পানি (Fauji Fertiliser Company), ফৌজি সিমেন্ট কোম্পানি (Fauji Cement Company), ফৌজি অয়েল টার্মিনাল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (Fauji Oil Terminal &

Distribution Company), ফৌজি কবিরওয়ালা পাওয়ার কোম্পানি (Fauji Kabirwala Power Company), ফাউন্ডেশন পাওয়ার কোম্পানি দাহারকি (Foundation Power Company Daharki), আসকারি সিমেন্ট (Askari Cement), আসকারি ব্যাংক (Askari Bank), ফাউন্ডেশন উইন্ড এনার্জি I ও II (Foundation Wind Energy I & II), নুন পাকিস্তান লিমিটেড (ফৌজি ফুডস) (Noon Pakistan Ltd (Fauji Foods)), ফৌজি মীট লিমিটেড (Fauji Meat Ltd), ফৌজি ফার্টিলাইজার বিন কাসিম লিমিটেড (Fauji Fertiliser Bin Qasim Ltd), ফৌজি আকবর পোর্শিয়া মেরিন টার্মিনাল (Fauji Akbar Portia Marine Terminal)।

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (AWT)

আর্মি ওয়েলফেয়ার সুগার মিলস (বাদিন) (Army Welfare Sugar Mills (Badin)), আসকারি সুজ (Askari Shoes), আসকারি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (Askari General Insurance Company), আসকারি এভিয়েশন সার্ভিসেস (Askari Aviation Services), এমএএল পাকিস্তান লিমিটেড (মোবিল আসকারি লুব্রিকেন্টস) (MAL Pakistan Ltd (Mobil Askari Lubricants)), আসকারি গার্ডস (Askari Guards), আসকারি ফুয়েলস (Askari Fuels), ফৌজি সিকিউরিটি সার্ভিসেস (Fauji Security Services), আসকারি অ্যাপারেল (Askari Apparel)।

শাহীন ফাউন্ডেশন (বিমান বাহিনী)

শাহীন এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস (SAPS), শাহীন এয়ারট্রেডার্স, শাহীন নিটওয়্যার, শাহীন মেডিকেল সার্ভিসেস, হক অ্যাডভার্টাইজিং, শাহীন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, শাহীন ফাউন্ডেশন সিকিউরিটি সার্ভিসেস।

বাহরিয়া ফাউন্ডেশন (নৌবাহিনী)

বাহরিয়া ড্রেজিং কোম্পানি, বাহরিয়া ট্রান্সশিপমেন্ট হাব অফ পাকিস্তান, বাহরিয়া এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজিস, বাহরিয়া ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি, বাহরিয়া মেরিটাইম সার্ভিসেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, মেরিটাইম ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, বাহরিয়া সিকিউরিটি সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস, বাহরিয়া ট্রাভেলস, বাহরিয়া ফার্মেসি, বাহরিয়া কনস্ট্রাকশন।

২০২৪ সালে, এই লাভজনক ব্যবসাগুলি সম্মিলিতভাবে ২০.৭ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা বরাদ্দকৃত ৭.৬ বিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় তিনগুণ। এর কিছু অংশ জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের পকেটে যায়, কিছু প্রতিরক্ষা ব্যয়ে যায়—উভয়ই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে। যদি এর ১০% রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কগুলির কী হবে? বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসের কী হবে?

এই শিল্পগুলিকে লক্ষ্য করলে পণ্যের ঘাটতির কারণে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর একটি অতিরিক্ত পরিণতিও আছে। মানুষ রাজনীতি, ধর্ম বা এমনকি নিপীড়নের বিরুদ্ধেও গণহারে পথে নামবে না—তারা কেবল তখনই ক্রোধে ফেটে পড়বে যখন তারা জীবনধারণের সামর্থ্য হারাবে। রাষ্ট্রের মৌলিক পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করুন।

৩. সামাজিক প্রকৌশল

আখ্যানের নিয়ন্ত্রণ এখন সম্ভবত অঞ্চল, কর্মী এবং উপকরণের নিয়ন্ত্রণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক. আখ্যান তৈরি করুন

i. আপনার শ্রোতাদের জানুন: আপনার প্রাথমিক শ্রোতা হলেন আপনার নিজের আন্দোলনের মানুষ এবং আপনার দেশের মানুষ। আপনার বাহ্যিক সমর্থক, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ইত্যাদি দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রোতা থাকতে পারে, তবে আপনার বার্তাগুলি গুলিয়ে ফেলবেন না। এর মূলে অবশ্যই জনগণের মুক্তি এবং তাদের উদ্বেগের সমাধান থাকতে হবে।

ii. শত্রুকে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করুন: বার্তা এমন হতে হবে যা রাষ্ট্রকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এখানে আপনার ব্যবহৃত পরিভাষা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী'-এর পরিবর্তে 'আসিমের গুণ্ডারা' ব্যবহার করুন। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নকে একজন সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত করুন। অথবা পুরো বাহিনীকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মি' ব্যবহার করুন, যা টিটিপি (TTP) ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

iii. নিজেকে বৈধ ও ন্যায়পরায়ণ বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করুন: আপনি জনগণের অংশ, আপনি তাদেরই একজন। এটা 'আমরা' বনাম 'তারা'। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি আপনার কাজগুলোকে জনগণের হতাশার লক্ষ্যবস্তুর সাথে সারিবদ্ধ করবে। আপনি তাদের লক্ষ্য করছেন যাদের বেশিরভাগ মানুষ অপছন্দ করে, তাই তাদের মনে আপনি অবশ্যই একই পক্ষে আছেন। উপরন্তু, সাধারণ মানুষ রাজধানীর ক্ষমতায় কে আছে তার চেয়ে তাদের প্রতি নিম্নস্তরে সংঘটিত অবিচার নিয়ে বেশি চিন্তিত। আপনাকে তাদের দেখাতে হবে যে আপনিই তাদের ন্যায়বিচার দিতে পারেন। আপনাকে স্পষ্ট অন্যায়ের জাতীয় মামলাগুলোতে নিজেদের জড়িত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি আদালত উচ্চ-প্রোফাইল মামলার একটি স্পষ্ট অপরাধের জন্য একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে নির্দোষ ঘোষণা করে, তাহলে এই ব্যক্তিকে অপহরণ করুন, তাকে 'পুনরায় বিচার' করুন এবং শাস্তি দিন। আপনাকে জনগণের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখা যেতে হবে। একটি অপেক্ষমান সরকারের মতো আচরণ করুন। প্রয়োজনে, সিরিয়ার এইচটিএস (HTS)-এর মতো নিজেকে পুরোপুরি নতুন করে গড়ে তুলুন।

iv. সীমা লঙ্ঘন করবেন না: যেখানে শরীয়তসম্মত ভিত্তি নেই সেখানে তাকফির (কাফের ঘোষণা) করবেন না। শত্রুরা এটি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। বর্বরতার চিত্র ধারণ করবেন না। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর কারণ এটি শত্রুদেরকে জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য প্রচারণার উপাদান সরবরাহ করে। জনগণ সেনাবাহিনী যা প্রতিনিধিত্ব করে তা হয়তো ঘৃণা করতে পারে, তবে সৈন্যরা এখনও তাদেরই সন্তান—এবং শিরশ্ছেদের ভিডিও আপনাকে 'অন্য' হিসেবে দেখায়। এমন ঘটনার ভিডিও ধারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে, যদিও তা মাঝে মাঝে ঘটতে পারে। সাধারণত, আটক সৈন্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের হয় আপনার সাথে যোগ দেওয়ার বা ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প দেওয়া উচিত। এমন প্রক্রিয়াগুলির চিত্র ধারণ করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খ. আখ্যান প্রচার করুন: সামাজিক মানচিত্রায়ণ

আপনার বার্তা অবশ্যই জনগণের ব্যক্তিগত ডিভাইসের মাধ্যমে তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। নিয়মিত মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে বিতরণ করা আপনার নিয়মিত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি, আপনাকে সামাজিক মানচিত্রায়ণ ও প্রকৌশলের লক্ষ্যে একটি সমান্তরাল প্রচেষ্টা তৈরি করতে হবে। সামাজিক মানচিত্রায়ণ

প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিগ ডেটাতে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে জনসংখ্যার উপ-বিভাগগুলিকে (তাদের কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে) চিহ্নিত করা, যারা একটি নির্দিষ্ট বার্তার প্রতি সংবেদনশীল। এই শ্রোতাদের তখন 'সামাজিকভাবে প্রকৌশল করা হয়', অর্থাৎ তাদের অভিযোগ বা আশার প্রতি পুনরাবৃত্তিমূলক কন্ডিশনিং প্রয়োগ করার জন্য 'বার্তার কাছাকাছি' বিষয়বস্তু দেখানো হয়। এটি বিশ্বজুড়ে নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপনে ঘটে। অতীতে, এটি বাস্তবায়নের জন্য বড় দল এবং বাজেট প্রয়োজন ছিল (কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা মনে করুন), কিন্তু সাম্প্রতিক অফ-দ্য-শেল্ফ এআই মডেলগুলি এই বিষয়ে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, যা ছোট বাজেট সহ ছোট দলগুলিকে অনুমতি দেবে। উদাহরণস্বরূপ, এআই দ্বারা তৈরি টিকটক বিষয়বস্তু টেক্সট-টু-ভিডিওর মাধ্যমে সস্তায় এবং সহজে তৈরি করা যায়। এটি সহজেই প্রতিদিন হাজার হাজার ভিডিও তৈরি করতে পারে যা জনসংখ্যাকে লক্ষ্য করে।

উদাহরণ: ফয়সালাবাদের একজন মাঝবয়সী গৃহবধূ, যিনি বিশেষ করে রাজনীতিতে আগ্রহী নন, তবে তিনি বারবার বিদ্যুৎ বিল কমানোর উপায় খোঁজেন বলে পরিচিত। তাকে বারবার এআই-জেনারেটেড কনটেন্ট দেখানো হয়, যা দেখায় একটি আর্মি গলফ ক্লাব বিনামূল্যে কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। তারপর তাকে 'তৃতীয় পক্ষ' সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট দেখানো হয়, যা দেখায় কীভাবে মুজাহিদিন সম্প্রতি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের একটি পূর্বে আলোকিত না হওয়া গ্রামে একটি জেনারেটর সরবরাহ করেছে। এই ধরনের লক্ষ্যবস্তু, মাসব্যাপী পুনরাবৃত্তি করা, বিভিন্ন বিষয়ে অনুরূপ বার্তার মাধ্যমে যা তিনি গুরুত্ব দেন, শেষ পর্যন্ত তাকে সামাজিকভাবে কন্ডিশন করবে যে মুজাহিদিন ভালো মানুষ এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্র খারাপ কাজ করছে। অনেক মুজাহিদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ভালো মানুষ' হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আশা করেন, কিন্তু আমরা কাফের এবং তাদের পুতুল রাষ্ট্রগুলির দ্বারা মুসলিম সমাজের কয়েক দশকের সামাজিক কন্ডিশনিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিছুই নিশ্চিত নয়। আমাদের এর জন্য কাজ করতে হবে।

গ. আখ্যানের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করুন

একটি আখ্যান হলো একটি গল্প যা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের মনোযোগের সময়কাল কম, তাই তাদের ক্রমাগত বিনোদন ও বিস্মিত করতে হবে। আপনার আখ্যানকে পুরনো হতে দেবেন না। নিয়মিত পিএসআইওপিএস (PSYOPS)-এর মাধ্যমে গল্পটিকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যান।

পিএসআইওপিএস-এর উদাহরণ:

সশস্ত্র বাহিনী বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে দলত্যাগ (ছোট সংখ্যাতেও হলেও) দুর্দান্ত গণমাধ্যম ইভেন্ট যা তৈরি করা যেতে পারে। এই তৈরি করা ঘটনাগুলি তখন ব্যাপক সংখ্যক বাস্তব দলত্যাগের এবং শত্রুর প্রতি আস্থার হ্রাস ঘটানোর কারণ হতে পারে। জাহাজটি ডুবে যাচ্ছে বলে মনে হওয়ার জন্য লোকজনের ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই, তাদের কেবল বিশ্বাস করতে হবে যে এটি ডুবে যাচ্ছে। কিছু ইউনিফর্ম, একটি সু-পরিচালিত মঞ্চ এবং কিছু ভালো ক্যামেরা কাজের সাহায্যে আপনি একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং তার ইউনিটের 'দলত্যাগ' ভাইরালভাবে প্রচার করতে পারেন। এটিকে ইতিহাসের একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে প্রচার করুন। এই উন্নয়নটি জনগণের এবং শত্রু কর্মীদের মনে গেঁথে দিতে হবে। আপনি এমনকি এই 'দলত্যাগকারীদের' দ্বারা তাদের সহকর্মীদের কাছে মঞ্চস্থ বার্তা দিতে পারেন। শত্রু যত চেষ্টাই করুক না কেন তথ্য দিয়ে আপনাকে ভুল প্রমাণ করতে, যতক্ষণ আপনি আখ্যানটি ভালোভাবে উপস্থাপন এবং প্রচার করেছেন, ততক্ষণ কেবল প্রথম বার্তাই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

৪. উদ্ভাবন করুন

আপনার আন্দোলনের মধ্যে উদ্ভাবনের কেন্দ্র গড়ে তুলুন। এই অংশগুলো একটি কর্পোরেশনের মতো পরিচালনা করুন এবং তাদের সম্পদ, সমর্থন ও ধৈর্য দিন। তাদের প্রক্রিয়া উন্নত করতে দিন এবং আপনার সমগ্র সংগঠনে ছড়িয়ে দিন।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পটভূমি ও বিশেষত্ব সম্পন্ন একদল বুদ্ধিমান তরুণ পেশাদারকে একত্রিত করে শুরু করুন। তাদের একটি ছোট, বিশেষায়িত অপারেশনস ডেভেলপমেন্ট অফিসে (বিশেষ প্রকল্প বিভাগ) রাখুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি তৈরি, পরিচালনা ও কার্যকর করার জন্য। এই অফিসটি উদ্ভাবনের কেন্দ্র হওয়া উচিত এবং যেখানে প্রয়োজন সেখান থেকে আরও অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিয়ে আসা উচিত। এটি অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটি কেন্দ্র হওয়া উচিত—উভয়ই বিগ ডেটা এবং আপনার নিজস্ব কার্যকলাপ থেকে সংগৃহীত ডেটা। এটি তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে (উদাহরণস্বরূপ, কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স একটি বড় সমস্যা) এবং সুযোগ ও অদক্ষ প্রক্রিয়াগুলি (শত্রুর বিপরীতে, আপনার তহবিল সীমিত, তাই আপনাকে প্রাথমিক দিগন্ত স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে অদক্ষতা কমাতে হবে) চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। এখানে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—আপনার এমন উজ্জ্বল তরুণ ব্যক্তিদের প্রয়োজন যারা 'অসম্ভব' শব্দটি জানে না—আপনার তথ্য সংগ্রহ ও ম্যানিপুলেশনে বিশেষজ্ঞ, প্রক্রিয়া প্রকৌশলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, হ্যাকার, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন সৈনিক/কর্মকর্তা, মাঠের কমান্ডারদের জন্য সরাসরি ডেটা লাইন সহ পয়েন্ট ম্যান, মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ভাই আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ এবং আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। এই অফিসটি সরাসরি নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি করবে এবং এর কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এটিকে আন্দোলনের সকল উপাদানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে এটি প্রতিটি খাতের সমস্যা এবং সম্ভাব্য সুযোগগুলি বুঝতে পারে। এটিকে পর্যাপ্ত তহবিল দিতে হবে এবং একটি কেপিআই-সদৃশ (KPI-like) সাংগঠনিক উন্নতি ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। এটি প্রতিভা নিয়োগের অনুমতিও পাবে—অনেক মুসলিম আছেন, বিশেষ করে পশ্চিমে, যারা তাদের দক্ষতা প্রদানে অত্যন্ত ইচ্ছুক কিন্তু এমন সমর্থন দেওয়ার পথ সম্পর্কে নিশ্চিত নন। আপনাকে তাদের এই সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের প্রতিভা ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য এই অফিসের কাজগুলির প্রকৃতিও আরও কর্পোরেট-সদৃশ হতে হবে।

৫. এরিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস ও নতুন প্রযুক্তি

আপনি এখন আকাশপথেও প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং অবশ্যই করা উচিত। ড্রোন হলো একটি শক্তি গুণক (force multiplier)। ২০১০-এর দশকের শুরু থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে ছোট, সস্তা এবং সহজে শেখার অফ-দ্য-শেল্ফ ড্রোন আধুনিক যুদ্ধে অপরিহার্য।২ আমাদের এই ড্রোনগুলির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণের জন্য শুধুমাত্র নিবেদিত একাডেমি/ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।[3] যদি আপনার স্থানীয়ভাবে এটি করার সক্ষমতা না থাকে, তবে যোগাযোগ তৈরি করুন এবং অন্য স্থান থেকে এই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসুন/জনসাধারণ থেকে বিশেষভাবে এর জন্য নিয়োগ করুন।[4] আইএসটিএআর (ISTAR) ড্রোন (প্রতি ইউনিট ৮০ ডলারের মতো কম) ইউনিট গঠনের সকল স্তরের বাহিনীকে রিয়েল-

---

[3] নাগোর্নো-কারাবাখ: আজেরি ড্রোন ব্যবহার এবং আর্মেনীয়দের কার্যকরী ব্যবহারের অভাব নির্ণায়ক ছিল।
ইউক্রেন: ইউক্রেনীয় ড্রোন রাশিয়ার সমস্ত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে ক্রেমলিনকে লক্ষ্যবস্তু করে। ইরানি শাহেদ ড্রোন রাশিয়ার আক্রমণাত্মক কৌশলের একটি প্রধান উপাদান।
সিরিয়া: এইচটিএস-এর শাহীন বাহিনীর ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর ছিল, যদি তাদের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য না হয়।
অক্টোবর ৭: অফ-দ্য-শেল্ফ ড্রোনের ব্যবহার হামাস এবং মিত্র গোষ্ঠীগুলিকে 'শক্তিশালী প্রাচীর' ভেদ করতে সাহায্য করেছিল।
পাকিস্তান-ভারত '২৫: উভয় পক্ষ থেকে প্রাথমিক ইঙ্গিত যে ড্রোন ঝাঁক স্থানীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল।
পাকিস্তান-আফগান সীমান্ত: রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মি এখন সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের জীবন বাঁচিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা আটকাতে মূলত ড্রোন ব্যবহার করে।

[4] এইচটিএস ইদলিবে এটি করেছিল। ইয়েমেনে আনসারুল্লাহ (হাউতি) দ্বারা ড্রোন উন্নয়নও দেখুন।

টাইম গ্রাউন্ড ইন্টেলিজেন্স সহ নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদের অপারেশনগুলি রিকনসান্স এবং পরিকল্পনা করতে দেয়। এফপিভি (FPV) ড্রোন তখন বৃহত্তর, আরও সুরক্ষিত এবং ব্যয়বহুল সামরিক সরঞ্জাম এবং কর্মী গঠনকে আবার নিরাপদ দূরত্ব থেকে সাশ্রয়ী উপায়ে লক্ষ্যবস্তু করতে দেয়। এই সরঞ্জামগুলির প্রধান প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, ২০২৫ সাল পর্যন্ত ব্যয়বহুল এবং প্রায়শই অকার্যকর (যেমন ড্রোনগুলি ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে লাগানো যেতে পারে এবং তখন জ্যাম করা যাবে না)। এই সক্ষমতা বাড়াতে হবে, প্রাথমিক ইউনিটগুলি অফ-দ্য-শেল্ফ থেকে আসবে, তবে অবশেষে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ইউএভি (UAV) গবেষণা ও উৎপাদনের একটি দেশীয় সক্ষমতায় পরিণত হবে, বাইরের সরবরাহকারীদের উপর নির্ভর না করে। দেশীয় মোবাইল শিল্প সক্ষমতা গড়ে তুলুন।

রাত্রিকালীন যুদ্ধ করার সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা মুজাহিদীন আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে বুঝলেও এখনও এর উপর জোর দিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই ব্যক্তিগত এবং ইউনিট উভয় স্তরেই রাত্রিকালীন সক্ষমতায় বিনিয়োগ করতে হবে – প্রতি ফায়ারটিমের জন্য কমপক্ষে একটি থার্মাল সাইট/থার্মাল ড্রোন। এছাড়াও মানব বহনযোগ্য কৌশলগত ELINT জ্যামিং এবং স্পুফিংকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন।

অন্যান্য সংযোজনগুলোর মধ্যে সস্তা গণ-উৎপাদিত ট্রেইল ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা অপারেশন এলাকার (AO) প্রধান সরবরাহ রুট বরাবর ধ্বংসাবশেষ/ফাটলগুলিতে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে এবং তারপরে ৪জি/স্টারলিংকের মাধ্যমে একটি মনিটরিং নোডে ফিডব্যাক দেয়, যাতে শত্রুর গতিবিধি সরাসরি জানা যায়। যদি খুঁজে পাওয়া যায় বা ধ্বংস হয়, তবে এগুলো সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায়। পুরো সিস্টেমটি একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে, তবে যদি এক বা একাধিক ক্যামেরা নেটওয়ার্ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে পুরো নেটওয়ার্ক প্রভাবিত হবে না। এই ধরনের ডিভাইসগুলি ছদ্মবেশী বা বোবি ট্র্যাপডও হতে পারে।

অবশেষে, বৃহত্তর মাপের প্রযুক্তিও গবেষণা ও প্রয়োগ করতে হবে। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি, জ্যামিং, স্পুফিং এবং বিঘ্নিত করতে সক্ষম নয়—ছোট আন্দোলনগুলোও এটি করতে সক্ষম। স্যাটেলাইট লিঙ্ক, ইন্টারনেট ক্যাবল, ৪জি/৫জি টাওয়ার, সিসিটিভি/স্মার্ট সিটি সিস্টেম, ব্রিগেড স্তরের সিঅ্যান্ডসি যোগাযোগ, যুদ্ধক্ষেত্রের আইএসটিএআর (ISTAR) বিঘ্ন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, সরকারি ও আর্থিক আইটি অবকাঠামো, জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড, বাঁধ এবং রাডার স্পুফিং বিঘ্নিত করার ক্ষমতা তৈরি করুন।[5] এর মধ্যে অনেক কাজ এইচটিএস তাদের বিজয়ী আক্রমণে মৌলিক স্তরে করেছিল।[6] এই অপারেশনটি অধ্যয়ন করুন এবং কখনোই ছোট করে ভাববেন না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি ছোট দল অনেক কিছু করতে পারে।

৬. জোট গঠন

সিরিয়া এবং আফগানিস্তানের উভয় বিজয়ই আমাদের শাসন পরিবর্তনের প্রস্তুতির জন্য জোট গঠনের গুরুত্ব দেখায়। এটি সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা প্রতিহত করে, শত্রুদের নিজস্ব সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে এবং যেখানে আপনি থাকতে পারবেন না সেখানে উপস্থিতি প্রদান করে। দেশের বর্তমান নেটওয়ার্কের সামাজিক, জাতিগত এবং উপ-ধর্মীয় গঠন প্রণালীবদ্ধভাবে মানচিত্র করুন এবং পার্থক্য নির্বিশেষে সকল

---

5 এই লক্ষ্যবস্তুগুলির জন্য একক নির্দিষ্ট সক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা না করে, একটি দূষিত এআই বা ভবিষ্যতের এজিআই/এএসআইকে প্রশিক্ষণোত্তর বা রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (বা এমনকি প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে ভুল সারিবদ্ধ করা) তদন্ত করুন। এই সিস্টেমগুলির কিছু এয়ার-গ্যাপড (নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন), তবে অনেকেই নয়। ২-৩ দিনের মধ্যে একটি দেশের অবকাঠামোর উপর একটি দূষিত এআই-এর কী প্রভাব পড়তে পারে? এটি আপনাকে কী করতে দেবে?

6 এইচটিএস-এর শত্রু যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন তাদের দ্রুত অগ্রগতির একটি প্রধান কারণ ছিল, যা তাদের বড় শত্রু গঠনগুলিকে এড়িয়ে যেতে এবং তাদের ঘিরে ফেলতে সাহায্য করেছিল।

স্টেকহোল্ডারদের সাথে চুক্তি করুন। এখনকার সমর্থনের বিনিময়ে আসন্ন ব্যবস্থায় তাদের একটি স্থান থাকবে বলে নিশ্চিত করুন।

অন্যান্য মুজাহিদ গোষ্ঠী: এমনও হতে পারে যে, নানা কারণে অন্যান্য মুজাহিদ গোষ্ঠী আপনার সাথে যোগ দিতে অস্বীকার করবে। যতক্ষণ না তারা হাদাফের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করে সময় নষ্ট করবেন না। সংঘাত এড়ানোর জন্য এলাকা নির্ধারণে সম্মত হন এবং স্বার্থের একীকরণে সহযোগিতা করুন। আপনার নিজস্ব ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিন, তারা যথেষ্ট দ্রুত বিভক্ত হয়ে আপনার সাথে একত্রিত হবে।

অন্যান্য অ-ইসলামী প্রতিরোধ গোষ্ঠী: মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আপনাকে এই গোষ্ঠীগুলির সাথেও সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে। ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি মুসলিম দেশগুলিতে খুব জনপ্রিয় নয় এবং একক-ইস্যু-ভিত্তিক (যেমন, পাকিস্তানের বিএলএ)। তাদের বার্তাকে দুর্বল করুন এবং স্থানীয় জনগণের মূল অভিযোগগুলি সমাধান করুন—আপনার ইসলামী বার্তা তাদের সাম্প্রদায়িক/ধর্মনিরপেক্ষ বার্তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।

বৃহৎ জাতিগত গোষ্ঠীসমূহ: যেহেতু বেশিরভাগ মুসলিম দেশ আজও ভারীভাবে উপজাতীয় ও পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতির, তাই আপনার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া, নতুন নিয়োগ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলির জন্য সামাজিক নেতাদের সাথে জড়িত থাকা অপরিহার্য। একটি রাজনৈতিক দল যেমন করে, তেমনি তাদের মন জয় করুন, এমনকি যদি এর জন্য অর্থ বিনিময় করতে হয়। জাতিগত অভিযোগের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করুন, সর্বদা আলোচনার অংশ থাকুন এবং মানুষের মনে সম্ভাব্য সেরা সমাধান হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করুন।

সংখ্যালঘু উপ-ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ: যদি এটি একটি decisive রাজনৈতিক সুবিধা না দেয় তবে সংখ্যালঘু উপ-ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে সময় নষ্ট করবেন না। এটি এই গোষ্ঠীগুলিকে রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দেবে। তাদের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় একটি স্থান নিশ্চিত করুন।

সংখ্যালঘু অ-মুসলিম গোষ্ঠীসমূহ: এদের সাথে ন্যায্য আচরণ করা উচিত এবং এদেরকে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা উচিত। এদেরকে সাথে নিলে অনেক অপ্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান হয় এবং আন্তর্জাতিক বৈধতাও পাওয়া যায়।

সংখ্যালঘু উপ-ধর্মীয় বা অ-মুসলিম গোষ্ঠী কেউই হাদাফের জন্য সেই হুমকি নয় যা আমরা প্রায়শই কল্পনা করি।

কিছু মুসলিম দেশে রাজনৈতিক দলগুলিও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। কিছু দলের ব্যাপক জনসমর্থন থাকতে পারে এবং (পাকিস্তানের ইমরান খানের মতো) অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা থাকতে পারে। তাদের জনপ্রিয়তার উপর ভর করে এগিয়ে যান। আপনার শর্তে তাদের সংগ্রামকে আপনার সাথে একীভূত করুন, বিশেষ করে যদি তারা নির্যাতিত হয়। অনেক রাজনৈতিক দলের খুব সক্রিয় যুব শাখা রয়েছে, যা আপনার জন্য চমৎকার নিয়োগ ক্ষেত্র।[7] এই বার্তাটি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরুন যে, প্রকৃত পরিবর্তন কেবল সহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমেই আসতে পারে, ইতিহাসে কেউ স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি, এবং সিস্টেমের মধ্যে কাজ করার

[7] বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণত আমাদের জন্য নিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র। পশ্চিমে বিশেষ করে আইএসওসিগুলির সাথে যোগাযোগ করা উচিত। এটি কেবল নিয়োগ নয়, হেডহান্টিংয়ের মতো করে দেখুন।

তাদের কৌশল একটি ব্যর্থ কৌশল। তাদের সারিতে মিশে যান এবং যেকোনো পার্থক্য মুছে দিন। যেকোনো প্রতিরোধকারী কণ্ঠকে নীরবে সরিয়ে দিন এবং এর জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করুন।

মনে রাখবেন, আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হল জয়লাভ করা। তুচ্ছ কল্পিত অভিযোগে বিভ্রান্ত হবেন না।

যেকোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সাথে,[৪] আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, যার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগও আছে, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সম্পর্ক এবং উদ্দেশ্যের ঐক্য নিশ্চিত করুন।[৯] আপনাকে এই ধরনের হতাশাগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, সেই নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে প্রতিরোধের মূল নোডগুলি সরিয়ে দিতে হবে এবং অবশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রবিরোধী কমান্ড এবং সহযোগিতা কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কে এটি করছে তা বিবেচ্য নয় – যদি তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আপনাকে তাদের একটি উন্নত সামাজিক চুক্তি প্রস্তাব করতে হবে।

পরিশেষে, বিদেশী রাষ্ট্রীয় তৃতীয় পক্ষদের বিষয়ে একটি কথা। যদি এটি আপনার কর্মের স্বাধীনতাকে অযাচিতভাবে সীমাবদ্ধ না করে, তবে একটি কার্যকর তৃতীয় রাষ্ট্রীয় সমর্থনকারী খুঁজুন। এর জন্য কিছু ছাড় দিতে হবে কিন্তু এটি রাজনৈতিক সমর্থন, নিরাপদ আশ্রয় এবং তহবিল সরবরাহ করবে। উদ্দেশ্য হল প্রথমে আপনার দেশে ক্ষমতা অর্জন করা। রাজনৈতিক কৌশল পরে করা যেতে পারে।

এছাড়াও, আপনাকে অ-স্থানীয় লক্ষ্যবস্তুতে কোনো আক্রমণ হুমকি দেওয়া বা পরিচালনা করা উচিত নয়, উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে চীনাদের বিরুদ্ধে। আপনার জন্য আরও শত্রু তৈরি করার কোনো কৌশলগত মূল্য নেই। চীনের সাথে সংঘাত আমাদের বর্তমান পর্যায়ের আওতার বাইরে। বেইজিং কেবল ইসলামাবাদে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার চায় – তারা কে সেই অংশীদার তা নিয়ে চিন্তা করে না, এবং পাকিস্তানি মুজাহিদীনদের সাথেও অংশীদারিত্ব করবে যদি তাদের বিজয়ী হিসেবে একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে দেখে। তাদের দেখান যে আপনিই হবেন শক্তিশালী, আরও নির্ভরযোগ্য অংশীদার এবং ইসলামাবাদের বর্তমান অংশীদার দুর্বল ও অযোগ্য কারণ এর কোনো বৈধতা নেই এবং ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই কথা। ট্রাম্পের মতো একটি লেনদেনভিত্তিক প্রশাসনের সুবিধা নিন। যতক্ষণ ট্রাম্প আপনাকে আমেরিকান স্বার্থের জন্য সরাসরি হুমকি হিসেবে দেখবে না, ততক্ষণ তিনি রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হস্তক্ষেপ করবেন না (যেমন সিরিয়া)। যেকোনো উদ্বেগের নিরসনের জন্য সর্বদা সকল তৃতীয় পক্ষের সাথে গোপন চ্যানেল খোলা রাখা উচিত।

আমাদের ক্ষমতা এবং পারমাণবিক ছত্রছায়া ইনশাআল্লাহ, থাকলে আমরা যা চাই তাই করতে পারব।

৭. চূড়ান্ত অবস্থা

মুসলিম দেশগুলোতে রাষ্ট্রের শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার লক্ষ্য স্থাপন করা ভুল। যদিও এটি একটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, তবে অনেক মুসলিম দেশে এটি হয় যুক্তিসঙ্গত নয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার গভীরতার কারণে অথবা এতটাই ধ্বংসযজ্ঞের প্রয়োজন হবে যে কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাষ্ট্র হাদাফের জন্য প্রায় অকেজো হয়ে পড়বে।

---

৪ বড় ব্যবসা, শিল্প প্রধান এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলির সাথেও যোগাযোগ করুন।

৯ তবে, সুযোগসন্ধানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে মুজাহিদীন আন্দোলনগুলির আদর্শগত বিশুদ্ধতা হ্রাস করবেন না। সাংগঠনিক দিকের নিয়ন্ত্রণ তাদের কাছেই থাকতে হবে যারা হাদাফে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

পরিবর্তে, পছন্দসই লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত অবস্থা হওয়া উচিত একটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, যেখানে শাসক এস্টাব্লিশমেন্টের অধিকাংশ স্বীকার করে যে মুজাহিদীনদের সাথে আর সংঘাত তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে নয়। তখন রাষ্ট্র, তাদের প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা রক্ষার জন্য, একটি ক্ষমতা-বন্টন চুক্তি করবে,[10] কার্যকরভাবে আমাদের সিস্টেমের একটি অংশ দেবে—একটি সিস্টেম যা আমাদের তখন ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে দখল করতে হবে।

এটি পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে কারণ কয়েক দশকের ইসলামপন্থী বার্তা 'জিরো-সাম' (zero-sum) ভিত্তিক ছিল।[11] তাহলে কেন একটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানই পছন্দের ফলাফল?

একটি গুরুতর আলোচনা যেখানে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য, আমাদের একটি নিম্ন-স্তরের বিদ্রোহ এবং জনগণের সামাজিক প্রকৌশল অব্যাহত রাখতে হবে, একই সাথে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ব্যবহার করে ভবিষ্যতে একটি বিদ্যুৎ-গতি আক্রমণ (lightening offensive) পরিকল্পনা করতে হবে। এই বিদ্যুৎ-গতি আক্রমণটি হবে সেই 'স্ফুরণ' (spark) যা বিদ্রোহকে একটি বিদ্রোহে পরিণত করতে দেবে (যেখানে কিছু পুরো শহর 'হারিয়ে যাবে'), এবং আদর্শগতভাবে, যত তাড়াতাড়ি এটি প্রজ্বলিত হবে (কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানোর অনেক আগে), এই স্ফুরণের আগে প্রযুক্ত চাপ শত্রুর BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)[12] কে পছন্দ তালিকার নিচে ঠেলে দেবে, তাকে সম্ভবত কাতারি এবং তুর্কিদের মতো পরিচিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনার টেবিলে বসে ক্ষমতা-বন্টন চুক্তি করতে বাধ্য করবে। এই ধরনের একটি ফলাফল সেই রাষ্ট্রের অবনতি এড়াবে যা আমরা ইনশাআল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবো—একটি ফলাফল যা উভয়ই মুজাহিদীনদের জন্য পছন্দনীয়, যাদের হাদাফ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কার্যকর রাষ্ট্র প্রয়োজন, এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গগুলির জন্য, যাদের তাদের পদ এবং জীবনধারা থেকে সুবিধা ভোগ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রাষ্ট্র প্রয়োজন। এই ফলাফল যৌক্তিকভাবে ধরে নেয় যে এস্টাব্লিশমেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটি ক্ষমতা-বন্টনকারী মুজাহিদীন সরকারের অধীনে (সম্ভবত একটি ভিন্ন, তৃতীয়-পক্ষের রাজনৈতিক মুখ নিয়েও) তাদের বেশিরভাগ জীবনধারা এবং কিছু ক্ষমতা বজায় রাখাকে বৃদ্ধি ও ব্যাপক ধ্বংসের চেয়ে বেশি পছন্দ করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতার সম্পূর্ণতা ধরে রাখার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে।[13] সর্বাত্মক যুদ্ধ হয়তো পারমাণবিক অস্ত্র সুরক্ষিত করার জন্য ন্যাটোর হস্তক্ষেপের কারণ হতে পারে, অথবা পাকিস্তানি এস্টাব্লিশমেন্টের পক্ষ থেকে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার এবং হস্তান্তর করার জন্য সহযোগিতা হতে পারে। এর অর্থ হবে যে আমাদের শূন্য থেকে একটি অস্ত্রাগার তৈরি করা শুরু করতে হবে (জ্ঞান তখনও থাকবে), যা আমাদের আক্রমণের

---

10 চুক্তির প্রকৃতি সংঘাতের অবস্থা এবং সেই সময়ে পক্ষগুলির বিদ্যমান দর কষাকষির ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

11 আল-কায়েদার বিচক্ষণ নেতৃত্ব (আল্লাহ শহীদদের কবুল করুন এবং নেতাদের রক্ষা করুন) অনেক আগে থেকেই এই বাস্তবসম্মত শর্তে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, তবে ইরাকের আল-কায়েদার মতো আরও কোলাহলপূর্ণ এবং আবেগপ্রবণ উপাদানগুলি দ্বারা তারা ঢাকা পড়েছিলেন।

12 আলোচনার সেরা বিকল্প – অর্থাৎ, বিদ্যুৎ-গতি আক্রমণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপক আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘায়িত ক্ষতি বা পতন ভয়ের আগে, রাষ্ট্রের আলোচনার জন্য সামান্যই প্রণোদনা ছিল কারণ স্থিতাবস্থা তার পক্ষে ছিল। 'ভয়ের' পরে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো চুক্তি স্থিতাবস্থার চেয়ে বেশি পছন্দনীয় মনে হয়। এটি বিশেষত পাকিস্তান, মিশর, জর্ডান বা সৌদি আরবের ক্ষেত্রে সত্য, যেখানে উভয় পক্ষ ধর্মীয়ভাবে খুব বেশি ভিন্ন নয় এবং তাই রাষ্ট্র ইরাকের শিয়া সরকার বা লেবাননের মতো বহু-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের চেয়ে মুজাহিদীনদের তাদের পদে অন্তর্ভুক্ত করতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

13 এটা অস্পষ্ট যে আমেরিকানরা পাকিস্তানের পারমাণবিক সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে কতটা জানে, বা তাদের জানানো হয়েছে, এবং যদি ক্ষমতা-বন্টন চুক্তি বা এমনকি মুজাহিদীনদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে বা পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর উপাদানগুলির সহযোগিতার মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পারমাণবিক সম্পদ 'উদ্ধার' করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং করবে কিনা। তবে এটি অসম্ভব – কারণ পাকিস্তানি পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজনীয় বিস্তৃতি – যে আমেরিকানরা 'সবগুলোই' পাবে। অপারেশনটি আমেরিকানদের জন্যও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং জটিল হবে। পারমাণবিক ধরে রাখা, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর এবং স্থিতিশীলতা উপাদান এই প্রকল্পের সবচেয়ে বিপজ্জনক অজানা অংশ। এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে তবুও অনেক কিছুই অজানা। আমাদের এই পরিচিত অজানাগুলিকে জানা এবং যেকোনো অজানা অজানাগুলিকে পরিচিত অজানাগুলিতে পরিণত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তার পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া পাকিস্তান আমাদের কাছে অকেজো।

জন্য দুর্বল করে দেবে। পারমাণবিক কমান্ড এবং সক্ষমতার একটি মসৃণ হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবকিছু করতে হবে।

মুক্তির পরবর্তী কৌশল ও রণনীতি

মুসলিম দেশগুলোতে মুক্তির পরবর্তী কৌশলগুলো (১) হাদাফ-কেন্দ্রিক সরকারের শাসন সুসংহত করা, (২) সামগ্রিক জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করাকে লক্ষ্য করে হতে হবে। আপনার টিকে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা আপনাকে করতে হবে। যতক্ষণ না পারমাণবিক সুরক্ষা পাওয়া যায়, মুসলিম দেশগুলোকে অপ্রয়োজনে মতাদর্শের উপর বাস্তব রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে হাদাফ-কেন্দ্রিক শাসক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাকে বিপন্ন করা উচিত নয়।

শুরুতে আমাদের অবশ্যই:

1. **জাতীয় ম্যাক্রো স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ও সরকারের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা**
   শুরু থেকেই একটি নতুন হাদাফ-কেন্দ্রিক সরকার, তা বিজয়, আলোচনা বা নির্বাচনের মাধ্যমেই আসুক না কেন, তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য অন্যান্য দল, বিশেষ করে গভীর রাষ্ট্রের (deep state) সাথে যথেষ্ট নমনীয়তা ও সমঝোতার প্রয়োজন হবে। এই আলোচনার ফলস্বরূপ (১) পূর্বের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভবত এখনও ক্ষমতার একটি বড় অংশ ধরে রাখবে, এবং (২) সরকারের গঠন হাদাফের মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। যে ক্ষেত্রগুলিতে আপনি আপনার নিজস্ব লোকজনকে স্থাপন করতে পারবেন, নিশ্চিত করুন যে সেই ব্যক্তিরা আপনাদের মধ্যে সেরা। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করুন, কারণ সুশাসনের কর্মক্ষমতা আপনার শাসনকে বৈধতা দেওয়ার একটি বড় কারণ হবে।

2. **হাদাফের প্রতি অনুগত সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা**
   স্থিতিশীলতার প্রাথমিক সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নতুন ব্যবস্থাকে দ্রুত ও কার্যকরভাবে পুনর্গঠিত করার জন্য, নতুন সরকারকে তার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করা শুরু করতে হবে। এটি বিদ্যমান কাঠামোকে বিঘ্নিত না করে যত গোপনে সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে (প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ) স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বজায় রাখুন, তবে নতুন সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন যা অবশেষে সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যে দেশগুলোতে সামরিক এস্টাব্লিশমেন্ট শক্তিশালী, সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন যা আপনার সরকারকে রক্ষা করতে, সংস্কার ও নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, আনুগত্য জোরদার করতে এবং অবশেষে প্রচলিত বাহিনীগুলোকেই সংস্কার করতে প্রচলিত বাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করবে। এগুলোকে আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না, বরং দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স ইত্যাদির মতো ছদ্মবেশে রাখতে হবে। এই সমান্তরাল সংগঠনগুলোকে হাদাফের অনুগতদের দিয়ে পূরণ করুন, তাদের তহবিল যোগান, গড়ে তুলুন এবং ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃত ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন, এমনকি যদি আপনি এখনও তাদের আইনগত ক্ষমতা নাও দিতে পারেন। সতর্ক থাকুন, কারণ আপনার হয়তো এখনও বল প্রয়োগে একচেটিয়া ক্ষমতা নেই। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগত আশ্বস্ত করুন যে এই উন্নয়নগুলো তাদের জন্য কোনো হুমকি নয়।

3. হাদাফের প্রতি আশু হুমকি দূর করা

সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান তৈরি শুরু হওয়ার সাথে সাথে, আপনাকে অবশ্যই জনগণের মধ্যে আপনার আনীত পরিবর্তনের জন্য ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদাফের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত করুন এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করুন। এই গভীর রাষ্ট্র (deep state) ধারাবাহিকতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এই হুমকি নিরপেক্ষ করতে দেরি করবেন না। গভীর রাষ্ট্রকে তার পূর্বের মতো কাজ চালিয়ে যেতে দেবেন না। তাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে দেবেন না। গভীর রাষ্ট্র আমাদের জন্য প্রধান হুমকি। এটিকে ছোট করে দেখা যায় না। এটিকে প্রতিস্থাপন করুন অথবা ধ্বংস করুন। গভীর রাষ্ট্রকে অপসারণ করা স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি কোনো একটি ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তবে তা এটিই।

মানুষের ক্ষোভকে দ্রুত এই গোষ্ঠী/ব্যক্তিদের দিকে চালিত করুন এবং তাদের অপসারণ সহজ হয়ে যাবে। কেবলমাত্র যা প্রয়োজন তা জনসমক্ষে প্রচার করুন, তবে বেশিরভাগ এমন পদক্ষেপ নীরবে নেওয়া ভালো। হুমকির অপসারণ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে - প্ররোচনার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রথমে চেষ্টা করা উচিত, এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে কেবল পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

4. প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সংস্কার গ্রহণ করা

কিছু পরিবর্তন অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে, যদিও কিছু বেদনাদায়ক হতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে (১) অজনপ্রিয় আইন, (২) আইন ও প্রক্রিয়া যা আমাদের প্রকল্পের জন্য বাধা। এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা পাইকারি সংস্কারের লক্ষ্য রাখছি না। যত দ্রুত সম্ভব যা পরিবর্তন করতে পারবেন, তা পরিবর্তন করুন, তবে আপনার স্থিতিশীলতার মূল্যে নয়।

যারা সম্পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন তাদের জন্য এটি কিছুটা সহজ হবে, কারণ পুরানো ব্যবস্থা সাধারণত বড় অংশে বাতিল হয়ে যাবে, যা ক্ষমতার বেশিরভাগ লিভারের উপর নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেবে। তবে আপনাকে এখনও সতর্ক থাকতে হবে, (১) এত দ্রুত পরিবর্তন বাস্তবায়ন করবেন না যাতে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হয়, এবং (২) পরিবর্তন এত দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্বিত করবেন না যাতে আপনার সরকারের কিছু অংশ পুরানো পদ্ধতিতে জড়িয়ে পড়ে – উভয়ই অজনপ্রিয়তা এবং অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাবে। সময় এবং উপযুক্ততা মূল বিষয়। পরিবর্তন এবং স্থিতিশীলতার প্রয়োজনের মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য থাকতে হবে। ভুল ঘটবে, তবে যতক্ষণ আমরা সুচিন্তিত প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেব, সংস্কারের সামগ্রিক দিক সঠিক হবে।

যারা একটি আলোচনার মাধ্যমে বা সিস্টেমের মধ্য থেকে এসেছেন, তাদের জন্য পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং বাস্তবায়নে আরও সময় লাগবে। ক্ষমতাশালী পুরনো কেন্দ্রগুলো যদি খুব দ্রুত পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা হয় তবে প্রতিরোধ করবে। প্রথমে, এই কেন্দ্রগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে - আবারও, অন্তর্ভুক্তিকরণ পছন্দনীয়, তবে সমস্ত বিকল্প টেবিলে রাখা উচিত।

এছাড়াও, যেহেতু আমরা এখনও কাফেরদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, এবং কোনো বিকল্প নেই, তাই এই মুহূর্তে এর প্রাতিষ্ঠানিক জাল থেকে সরে আসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কারণ অর্থনৈতিক চাপ অত্যধিক হবে। এটি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত এবং আরও বেশি হাদাফ-কেন্দ্রিক সরকার ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

সবচেয়ে ভালো পরিবর্তন হলো এমন যা সুচিন্তিত, প্রমাণ-ভিত্তিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয় এবং যেখানে ভুলের জন্য স্থান থাকে। ১৯৩৩ সাল থেকে জার্মানিতে ন্যাশনালসোসিয়ালিস্তিশে ডয়েচে আর্বাইটারপারতেই (NSDAP)-এর পদ্ধতি অধ্যয়ন করতে হবে—পুরো সিস্টেমের সিঙ্ক্রোনাইজেশন প্রক্রিয়াটির উপর মনোযোগ দিন যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্রুত অগ্রগতির অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না এমন কিছু দিক বাদ দিয়ে।

5. সুশাসনকে অগ্রাধিকার দিন

প্রথম দিন থেকেই সুশাসনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষমতা অর্জন করে যদি তা বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার না করা হয়, তবে তার সামান্যই অর্থ থাকে। সুশাসন প্রমাণ করা কেবল আপনার জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করবে না, বরং এর উপর ভিত্তি করে আপনি দ্রুত জাতিকে উন্নত করতে পারবেন।

অগণিত বিষয় সুশাসনকে গঠিত করে, যার মধ্যে অনেকগুলো একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু এর মূলে, বিনিয়োগ সক্ষমতা বা প্রক্রিয়া রূপান্তরের ক্ষমতা নির্বিশেষে, আপনাকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে:

a) সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে রাখুন: এর অর্থ হলো সর্বোচ্চ স্তরে কাজের জন্য সেরা ব্যক্তিদের নিয়োগ করা এবং তাদের ক্ষমতা দেওয়া যাতে তারা পদক্রমের নিচের স্তরে একই ধরনের নিয়োগ করতে পারে। তাদের সময় দিন এবং সমর্থন করুন। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে হাদাফ-কেন্দ্রিক সংস্থাগুলি থেকে প্রতিভা নিয়ে আসুন। আমলাতান্ত্রিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিন – সিভিল সার্ভিস হলো শাসনের কঙ্কাল যার মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা সরবরাহ করা হয়। যদি একটি দুর্নীতিগ্রস্ত বা অযোগ্য আমলাতন্ত্র দ্বারা সুনীতি পরিচালিত হয়, তবে তার সামান্যই অর্থ থাকে।
b) ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন: স্থানীয় স্তরকে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে নিয়ে জনগণকে শাসন প্রক্রিয়ায় আনুন। এটি উন্নত সমাধান প্রদান করবে এবং আরও অনেক মানুষকে আমাদের চিন্তাভাবনার সাথে যুক্ত করবে। যারা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং যারা নতুনভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কখনোই পার্থক্য করবেন না। সর্বদা মানুষকে একটি স্বপ্ন দেখান।
c) অপচয় হ্রাস করুন: বেশিরভাগ মুসলিম দেশ কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিকভাবে অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছে, এবং একটি মুক্তি আন্দোলনের ফলাফলের সাথে মিলিত হয়ে, আপনি সম্ভবত বাজেট উদ্বৃত্ত পাবেন না। তবে কয়েক দশকের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে গড়ে ওঠা প্রক্রিয়া ও অ-প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে আমলাতান্ত্রিক অপচয় কমানোর মাধ্যমে পুনরায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সাশ্রয় করা যেতে পারে।

6. মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ এবং যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে শিল্পায়ন শুরু করা

একটি জাতি গঠনের দ্রুততম উপায় হলো তার জনগণকে গড়ে তোলা। দুবাই মডেল অনুসরণ করবেন না এবং জমকালো সেবা অবকাঠামোতে সম্পদ নষ্ট করবেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনমুখী চাকরিতে মনোযোগ দিন। চীনা মডেল থেকে শিখুন, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের সমন্বয় ব্যবহার করেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ চীনা অর্থনীতির চালিকা শক্তি।

এটি অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম পদ্ধতি অবলম্বন করুন - পুরো জনসংখ্যাকে নিযুক্ত করুন। আবারও, ১৯৩৩-৩৯ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে NSDAP-এর অর্থনৈতিক নীতিগুলো অধ্যয়ন করতে হবে এবং চীনা পদ্ধতিগুলোর (১৯৯৬-২০০৯) সাথে একত্রিত করতে হবে, যেখানে তারা একটি 'পুরো দেশের কর্মীবাহিনী' তৈরি করেছিল যা মূল চালিকা শক্তির মাধ্যমে (কমান্ড-রিসোর্স-নির্দেশিত নয়) বিদ্যমান তুলনামূলক সুবিধার মূল ক্ষেত্রগুলোকে বৃদ্ধি করার দিকে পরিচালিত হয়েছিল। নতুন ক্ষেত্রগুলোতে আরও শিল্পায়নের জন্য এখান থেকে রাজস্ব আহরণ করুন। একটি সুসংহত সামরিক-শিল্প কৌশল (military-industrial strategy) প্রণয়নের পরিকল্পনা শুরু করুন, যা ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের জন্য প্রধান ব্যয় হবে।

দুর্নীতি হ্রাস, আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং শক্তিশালী অভিজাতদের সম্পদ পুনর্বণ্টনে মনোযোগ দিন।

7. অন্যান্য হাদাফ-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকে সহায়তা শুরু করা

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আপনার নিজস্ব স্থিতিশীলতাকে অপ্রয়োজনে বিপন্ন না করে, আপনার কাছে যে মাধ্যমেই উপলব্ধ হোক না কেন, হাদাফ-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করা শুরু করুন। যত দ্রুত বেশি হাদাফ-সংশ্লিষ্ট সরকার ক্ষমতায় আসবে, তত সহজে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে।

অবশেষে, জাতীয় স্থিতিশীলতা এবং শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হলে, ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে হাদাফে পুরোপুরি অবদান রাখতে সক্ষম জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমাদের সর্বাত্মক পদ্ধতিগত সংস্কারের অঙ্গীকার করতে হবে।

সংস্কার এবং প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় "পাথরের অনুভব করে নদী পার হও।"[14] বাস্তবায়নের আগে, সামাজিক কন্ডিশনিংয়ের মাধ্যমে ঐকমত্য (কখনো চাপিয়ে দেবেন না) নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনীয় অনেক সংস্কারই মৌলিক এবং ত্যাগের প্রয়োজন হবে।[15] সর্বদা পরিবর্তনের গতি এবং স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। দ্রুত পরিবর্তন করার অনেক উপায় আছে, তবে এটিকে যেন ধাপে ধাপে মনে হয়।

৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে সম্পূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, প্রতিটি মুসলিম জাতিকে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলো গ্রহণ করতে হবে:[16]

আইনগত সংস্কার:
আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক-কাফের ব্যবস্থা, যা আমাদের দাস করে রেখেছে, সেগুলোকে বাদ দেওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব শরীয়তের সাথে পূর্ণ রাষ্ট্রীয়-সামাজিক সঙ্গতির দিকে এগিয়ে যাওয়া।[17] এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

- নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতাগুলো নিশ্চিত করা। আমাদের সাহসী, স্বাধীন এবং সক্রিয় জনগণ দরকার, ভেড়া নয়।
- আইনের শাসন নিশ্চিত করা। এর অর্থ হলো নিয়মকানুন স্বেচ্ছাচারী নয় – প্রত্যেকে বোঝে আইন কী এবং তা সবার জন্য প্রযোজ্য। শক্তিশালীদের, এমনকি নিজেকেও, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করুন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। বিচার বিভাগের গঠন যাতে সমাজের প্রতিফলন ঘটায় তা নিশ্চিত করা। একটি ইসলামী বিচার ব্যবস্থা নির্বাহী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে, যেখানে বিদেশী কাফের বিচার ব্যবস্থার মডেল কেবল আইনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে।
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা। কারাগার শিল্পের অযৌক্তিক কাফের মডেল থেকে সরে এসে হুদুদ (Hadd) এবং পুনর্গঠনমূলক-পুনর্বাসনমূলক ন্যায়বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

---

14 ডেং জিয়াওপিং

15 পাকিস্তান ও মিশরের মতো দেশগুলির বিশাল অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে তবে কয়েক দশক ধরে তাদের মারাত্মক অব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। হাদাফের জন্য তাদের কার্যকর করতে হলে তাদের কেবল বহির্বিভাগে সামান্য চিকিৎসা নয়, বরং বহু ঘন্টার নিবিড় শল্যচিকিৎসা (একটি বহু-অঙ্গ প্রতিস্থাপন) প্রয়োজন। এর অর্থ হবে রাষ্ট্রের কিছু অংশ পুড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করা, সমাজের কিছু অংশকে বঞ্চিত করা, সংস্কার করা যায় না এমন কিছু অংশকে জোরপূর্বক নির্মূল করা, সামাজিক চুক্তির ব্যাপক পুনঃআলোচনা এবং কয়েক বছরের চরম অর্থনৈতিক কষ্ট – এর কিছুটা ভালো পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে, তবে ব্যথা অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয়।

16 এগুলি মুসলিম জাতিগুলিকে তাদের জাতীয় ক্ষমতাকে সর্বাধিক করে ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনের নির্দেশিকা। প্রতিটি জাতি ভিন্ন, নিজস্ব অনন্য চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং সংস্কৃতি রয়েছে – যা একটিতে কাজ করে তা অন্যটিতে কাজ নাও করতে পারে, তাই স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা এবং উপলব্ধ সংস্থানগুলির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি গ্রহণ করুন। উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ক্ষমতাকে সর্বাধিক করা, তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, যাতে অনেকেই দ্রুত মেটাতে একত্রিত হতে পারে। ৪র্থ পর্যায়ে প্রতিটি জাতিও উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকবে – লক্ষ্য একটি নিখুঁত সমাজ হওয়া নয়, বরং সবাই একই পথে থাকা।

17 শরীয়াহ প্রয়োগে সাম্প্রদায়িক/বিচারিক পার্থক্য নিয়ে আটকে যাবেন না – বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আপস তৈরি করুন এবং স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী কাজ করুন।

শাসন ও রাজনৈতিক সংস্কার:

আমাদের লক্ষ্য এমন একটি স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে একজন নেতার অধীনে একটি শক্তিশালী নির্বাহী থাকবে, যা দ্রুত ও কার্যকরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। শুরা (পরামর্শ) গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়। অর্থবহ জাতীয় নেতৃত্বমূলক ক্ষমতা কার্যনির্বাহী বিভাগে কেন্দ্রীভূত করুন, তবে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

- সরকারকে ছোট, দক্ষ এবং কার্যভিত্তিক রাখা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমলাতন্ত্রকে প্রসারিত করবেন না। ব্যক্তিগত খাতকে বেশিরভাগ প্রাথমিক কাজ করতে দিন, যখন আপনি এটিকে পরিচালিত করবেন।
- যেকোনো জাতীয় শুরা সংস্থা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ (সেরা ও উজ্জ্বলতম—যুবকদের উপর মনোযোগ দিন) এবং/অথবা জনগণের বৃহৎ অংশের বৈধ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। পরামর্শ ও সংঘবদ্ধতার দিক থেকে গণতান্ত্রিক হন, তবে নির্বাচন, যদি প্রয়োজন হয়, স্থানীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখুন, জাতীয় স্তরে নয়। আধুনিক নির্বাচনী ব্যবস্থা জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা, যা শরীয়তসম্মতও নয় এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্যও অনুকূল নয়।[18] যেকোনো নির্বাচনী ব্যবস্থা ব্যক্তি নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, দলের উপর নয়। যদিও দল থাকতে পারে, তবে সেগুলি কোনো নির্বাচনী ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত নয়—তাদের পরিচালনার উপরও নিয়ম থাকতে হবে, যার মধ্যে এক-পরিবারের নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃদলীয় গণতন্ত্র, আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা, নির্বাচনী তহবিল, লবিং, মেয়াদের সীমা এবং সম্পদ ঘোষণার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত।
- বিরোধী মত ও ন্যায্য রাজনৈতিক সমালোচনার অনুমতি দিন – এটি আপনাকে আরও ভালো করবে এবং সামাজিক চাপ কমাবে। অনিরাপদ হবেন না এবং ভয় দেখিয়ে শাসন করবেন না। আমরা জনগণের সকল অংশ থেকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার আশা করতে পারি না – ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বৈধ পথ খোলা রাখুন।
- একই সাথে, একটি নিরাপত্তা রাষ্ট্র তৈরি করা এড়িয়ে চলুন এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারি ও হস্তক্ষেপ কমান। সরকারি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন।
- দুর্নীতি, শোষণ, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, পক্ষপাতিত্ব এবং ভাড়া-খোরির বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন।
- একটি ওয়েবেরীয়ান আমলাতন্ত্র গড়ে তুলুন—মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতি, ডেটা-চালিত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা, এবং স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা—নীতির ক্ষেত্রে, কেবল ভালো সমাধানের লক্ষ্য রাখবেন না, ভালো প্রক্রিয়া তৈরি করুন যা শিখতে এবং দ্রুত দিক পরিবর্তন করতে সক্ষম।[19]
- রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়া সহজ করুন—এর অর্থ হল সকল পরিষেবার জন্য এক-স্থানভিত্তিক অনলাইন ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, প্রয়োজনীয় পর্যায়ে বিধি-বিধান কমানো এবং প্রক্রিয়াগুলি সুসংহত করা।

---

18 প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি-শৈলীর নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে, শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলি প্রকৌশল করতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকুন। জাতীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যদি শিক্ষার স্তর এবং রাজনৈতিক সচেতনতা কম থাকে, তবে অস্থির প্রকৃতির – দীর্ঘমেয়াদী বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনতার উপর নির্ভর করা যায় না। অন্তত ৫ম পর্যায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সিস্টেমের মধ্যে থেকে মেধা উত্থিত হতে এবং পদোন্নতি পেতে দেওয়া অনেক নিরাপদ।

19 এমন একটি ব্যবস্থার সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ডেটা, একটি পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষা-ও-প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং, পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, নেতৃত্বের যোগ্যতা।

- ব্যক্তি হিসেবে, ক্ষমতার আঁকড়ে ধরে থাকবেন না। যত বেশি সময় আপনি থাকবেন, তত বেশি ক্ষমতার প্রতি আসক্ত হবেন, আমাদের কারণের জন্য তত বেশি অকেজো হয়ে পড়বেন, তত বেশি স্বৈরশাসক হয়ে উঠবেন এবং আপনার আত্মার জন্য তত বেশি বিপদ তৈরি হবে। পরবর্তী নেতৃত্বকে প্রস্তুত করুন এবং যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। উত্তরাধিকার এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করুন।

সামাজিক সংস্কার:

আমাদের অবশ্যই ওয়েস্টফালীয় উদারতাবাদী জাতি ও নাগরিক মডেল থেকে সরে এসে উম্মাহ ও মুসলিমের দিকে সামাজিক চুক্তিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। শিক্ষা ও সামাজিক কন্ডিশনিংয়ের মাধ্যমে, আমাদের সকল উপ-পরিচয়কে মুসলিম পরিচয়ে subsume করতে হবে। এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

- যুবকদের উপর মনোযোগ দিন। যুবকদের উপর মনোযোগ দিন। যুবকদের উপর মনোযোগ দিন। যুব সংগঠন তৈরি করুন। আমাদের উদ্দেশ্য ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে প্রবেশ করান। সকল মুসলিম দেশে ১৫ বছরের কম বয়সী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী রয়েছে – এই আশীর্বাদকে আকার দিতে মনোযোগ দিন এবং এক প্রজন্মের মধ্যে আমরা আমাদের কারণের জন্য লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত অনুপ্রাণিত সৈনিক পাব যারা আমরা যা করতে পারতাম তার চেয়ে অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাবে।
- তরুণ মুসলিমদের তৈরি করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে গড়ে তুলুন, যারা আদর্শগত ও ব্যবহারিকভাবে আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচবে। ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা ও মক্তবের মধ্যে কোনো বিভাজন এড়িয়ে চলুন – একটি একক সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় উভয় শিক্ষার মিশ্রণ, যা হাদাফের পরবর্তী পর্যায়গুলোর জন্য আমাদের যুবকদের প্রস্তুত করতে ব্যবহারিকভাবে ডিজাইন করা হবে। সিংহের একটি জাতি গড়ে তুলুন – আগামীকালের বিজয়ী ও নির্মাতা।
- বিশেষ করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে নারীদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করার উপর মনোযোগ দিন। তারা শুধু ঘরে মতাদর্শ প্রয়োগ করবে না, বরং আগামী বহু প্রজন্মের জন্য হাদাফ-সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের একটি শক্তিশালী ভিত্তি নিশ্চিত করবে।
- আমাদের ইন্টারনেট সুরক্ষিত করুন। এবং বিশেষ করে আমাদের যুবকদের কাফেরদের ইন্টারনেট থেকে রক্ষা করুন। বিকল্প মুসলিম অ্যাপ্লিকেশন এবং উপায় তৈরি করুন যেখানে আমাদের নিজস্ব নাগরিকদের ডেটা আমাদের হাতে থাকে, কাফেরদের সার্ভারে নয়। একটি ফায়ারওয়াল তৈরি করুন মুসলিম ইন্টারনেটকে আলাদা করার জন্য, যা সামাজিকভাবে উপকারী হওয়ার উপর মনোযোগ দেবে বনাম কাফেরদের ইন্টারনেট যা মানবতাকে অবক্ষয়িত করে। তবে এর মানে এই নয় যে আমরা নৈতিকতা এবং সামাজিক অগ্রগতির সুরক্ষার জন্য যা প্রয়োজনীয় তার বাইরে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করি – উদ্ভাবনের জন্য স্থান থাকতে হবে।
- আমাদের হাদাফের সাথে মানানসইভাবে ইতিহাসকে পুনর্গঠন করুন। জনসংখ্যার সংস্কৃতি ও ভাষা একই রকম করুন। অ-আরব দেশগুলিতে আরবিকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (lingua franca) হিসাবে ব্যবহার করার জন্য গুরুতর পদক্ষেপ নিন - ভাষাগত একীকরণে শক্তি রয়েছে।
- মিডিয়াকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না – মিডিয়া আখ্যানকে আকার দিন। মিডিয়ার পরিচালনা ও মালিকানার উপর নিয়মাবলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করুন, যা সংবাদ মাধ্যমে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা এবং বিনোদন মাধ্যমে

সামাজিক অগ্রগতিকে উৎসাহিত করবে। জাতির অভ্যন্তরে ও বাইরে আমাদের আখ্যান প্রচার করার জন্য মিডিয়া ব্যবহার করুন।

অর্থনৈতিক সংস্কার:

আমাদের লক্ষ্য দ্বিবিধ: (১) ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত অর্থনীতি তৈরি করা, এবং (২) শরীয়াহ-সম্মত ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া।[20] এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

- অর্থনীতিকে স্বনির্ভরতা (মুসলিম বিশ্বের মধ্যে), আন্তঃমুসলিম বাণিজ্য এবং প্রকৃত পণ্য উৎপাদনের দিকে চালিত করা।
- একটি নিয়ন্ত্রিত অথচ মুক্ত বাজার নিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা।
- কেবল আয় বৈষম্য নয়, প্রকৃত অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সমতা আনা, অভিজাতদের একচ্ছত্র ভোগ থেকে সরে এসে ব্যাপক-ভিত্তিক উন্নয়নে স্থানান্তরিত করা, শক্তিশালী অভিজাতদের বিশেষ সুবিধা ও ভর্তুকি কমানো; এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা এবং অবকাঠামোতে সম্পদ পুনঃনির্দেশিত করা।
- দারিদ্র্য বিমোচন, সার্বজনীন আবাসন এবং শ্রম অধিকারের উপর মনোযোগ দেওয়া।
- আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে পানি, রক্ষা করা।
- যদিও সুদবিহীন, শরীয়াহ-সম্মত অর্থনীতি এবং একটি বাস্তব সম্পদ-ভিত্তিক মুদ্রা[21] চূড়ান্ত লক্ষ্য, তবে মুসলিম দেশগুলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ একসাথে এটি না করা পর্যন্ত এই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এই সময় পর্যন্ত, জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদ সঞ্চয় এবং অর্থনীতি বৃদ্ধি করাই অগ্রাধিকার।
- শুধুমাত্র অ-জাতীয় নিরাপত্তা শিল্পগুলিকে বেসরকারীকরণ করুন এবং সকল জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে (SOEs) কর্মক্ষমতা চুক্তিসহ একটি একক, আধুনিক নীতি কাঠামোর অধীনে রাখুন।
- অধিকাংশ মুসলিম দেশে ভূমি সংস্কার অপরিহার্য, যেখানে শক্তিশালী অভিজাতরা বেআইনিভাবে জমি দখল করে অর্থনীতি থেকে খাজনা আদায় করেছে। পুনরুদ্ধার করুন এবং পুনরায় বিতরণ করুন।[22]

সামরিক সংস্কার:

আমাদেরকে অবশ্যই একটি স্বনির্ভর, সমন্বিত এবং সুসংহত মহৎ সামরিক-শিল্প কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে প্রয়োজনে আমরা আমাদের শত্রুদের চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে পারি এবং তাদের পরাজিত করতে পারি। সামরিক কৌশল, রণনীতি এবং প্রযুক্তি সর্বদা পরিবর্তনশীল – তবে একটি জিনিস ধ্রুবক। বড় বড় সংঘাতে যে পক্ষ বেশি উপকরণ, দ্রুত (ঐচ্ছিকভাবে উন্নততর), এবং বেশি সম্পদ ব্যবহার করতে পারে, তারাই জয়ী হয়। এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

---

20 যদিও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল একটি বিকল্প অর্থনৈতিক শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করা যা উদারনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে এবং ছাড়িয়ে যাবে, তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং পর্যাপ্ত সক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে আংশিকভাবে কাজ করতে হবে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি সময় নেবে এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক হবে।

21 আমরা অবশ্যই বিদ্যমান হারাম মুদ্রা এবং মার্কিন ডলারকে বিশ্ব রিজার্ভ হিসেবে প্রতিস্থাপন করার জন্য BTC-এর মতো একটি কার্যকর ডিজিটাল মুদ্রা গ্রহণের সম্ভাবনা seriously তদন্ত করব। BTC-এর কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা, ক্রিপ্টোগ্রাফি দ্বারা সমর্থিত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক হওয়ায় আমাদের বর্তমান বায়ু-সমর্থিত অর্থ ছাপানো কাগজের সিস্টেমের চেয়ে শরীয়াহর সাথে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

22 ভূমি ব্যবহার করে রাজস্ব তৈরি করুন – হেনরি জর্জ থিওরেম। চীন স্থানীয় সরকারের অর্থায়নে এটি সফলভাবে করেছে।

- বিদ্যমান তুলনামূলক সুবিধার মূল ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন থেকে রাজস্ব আয় করা।
- বিক্রয় এবং সমান্তরাল পণ্য উৎপাদন/সেবা সরবরাহের মাধ্যমে কমপ্লেক্সকে আর্থিকভাবে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী করা।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে – স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি ও সরকারি কোম্পানি – শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।[23] যুদ্ধের একটি বিশেষ দিকের বিশেষজ্ঞ।[24]
- নিরাপদ স্থিতিস্থাপক সম্পদ সরবরাহ শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।
- সমগ্র সরবরাহ শৃঙ্খলা জুড়ে স্থানীয় উৎপাদন বিকাশ ও সুসংহত করা।
- শিল্পে কঠোর অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা তৈরি করে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং খরচ কম রাখা।
- উন্নয়ন, পরীক্ষা এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা।
- সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে প্রতিকূল কার্যকলাপ বা প্রাকৃতিক ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মহড়া চালানো, যাতে বহুমুখিতা ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরি হয়।
- দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা।[25]

যদিও কৌশলগত সামরিক মতবাদ সুপারিশ করা এই নথির আওতার বাইরে, কারণ এটি একটি সর্বদা পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং স্থান-কাল নির্ভর, কিছু সাধারণ উন্নয়নের ক্ষেত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন:

1st. আন্তঃপরিচালনাযোগ্যতা (Interoperability) মূল চাবিকাঠি: বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিটগুলোর একটি ইউনিট হিসেবে প্রশিক্ষণ ও কার্যক্ষেত্রে পরিচালনা করার ক্ষমতা, অন্যান্য ইউনিটের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে, অপরিহার্য। আমাদের আকাশ, স্থল, মহাকাশ, EMIE (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইনফরমেশন এনভায়রনমেন্ট) এবং নৌ ডোমেনের বিভাজনের ধারণা ত্যাগ করতে হবে এবং দ্রুত, সমন্বিত ও আন্তঃপরিচালনাযোগ্য ইউনিটগুলোর ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট কমান্ড গড়ে তোলার উপর মনোযোগ দিতে হবে, যা সিস্টেম-ব্যাপী ভিত্তিতে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে।[26] সিস্টেমের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই ইউনিটগুলোকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হতে হবে।

2nd. আত্মনির্ভরশীলতা (Self-sufficiency) মূল চাবিকাঠি: ব্যবহৃত উপকরণগুলি যতটা সম্ভব সহজ হতে হবে, যাতে কার্যক্ষেত্রে সহজেই পরিচালনা ও মেরামত করা যায়, অপ্রয়োজনীয়ভাবে অপারেশন স্থগিত না করে।

---

23 ইসরায়েলি মডেল বিশেষভাবে কার্যকর।

24 ন্যাটো মডেল এখানে কার্যকর, যেখানে অনেক সদস্য যুদ্ধের এমন একটি বিশেষ দিকে বিশেষজ্ঞ যেখানে তাদের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এবং তাদের বিশেষজ্ঞতা সকল সদস্যের মধ্যে প্রসারিত করে। এর অর্থ হল সকল সদস্যের প্রচেষ্টা এবং সম্পদের প্রতিলিপি তৈরি করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সাইবার যুদ্ধে এস্তোনিয়া বিশ্বব্যাপী নেতা।

25 বেসামরিক উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে – অর্থাৎ, আপনার কি এমন একটি গাড়ির ডিজাইন আছে যা একটি বিদ্যমান ট্রাক্টর কারখানা এক সপ্তাহের মধ্যে তৈরি করা শুরু করতে পারে? আপনার কি এমন একটি ড্রোন ইঞ্জিন ডিজাইন আছে যা একটি বিদ্যমান লনমোভার উৎপাদনকারী সংস্থা তৈরি করতে পারে? উভয় ডিজাইনের উপকরণ কি বাড়িতে/মুসলিম দেশগুলিতে সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং কতদিনের জন্য? এক মাসের মধ্যে আপনি সপ্তাহে কতগুলি তৈরি করা শুরু করতে পারেন?

26 চীনারা যাকে 'সিস্টেম কনফ্রন্টেশন' বলে – প্রতিপক্ষকে একটি সমন্বিত সিস্টেম-অফ-সিস্টেম হিসাবে আক্রমণ করা, কেবল একক ইউনিট নয়, যৌথ আক্রমণ, তথ্য আধিপত্য এবং কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোল বিঘ্নের উপর জোর দিয়ে। ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ডোমেইন জুড়ে লড়াই: স্থল, সমুদ্র, আকাশ, সাইবার, মহাকাশ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক/তথ্য পরিবেশ – এর অর্থ হল শত্রুকে কাজ করতে দেয় এমন সবকিছুকে লক্ষ্যবস্তু করতে হবে; স্যাটেলাইট লিঙ্ক, ইন্টারনেট ক্যাবল, ৪জি/৫জি টাওয়ার, সিসিটিভি/স্মার্ট সিটি সিস্টেম, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বেসামরিক সিস্টেম, সামাজিক মাধ্যম, সরকার এবং আর্থিক আইটি অবকাঠামো, জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড, বাঁধ ইত্যাদি।

3rd. পছন্দ করুন বা না করুন, স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেমগুলি ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।[27] লক্ষ্যবস্তুর চেয়েও,[28] এটি পরিকল্পনায় (বিশেষ করে যুদ্ধখেলা), সিদ্ধান্ত সমর্থনে,[29] সেন্সিং এবং লজিস্টিক্সে (যোগাযোগ ও সরবরাহ) বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

4th. ছোট, পেশাদার, মোবাইল ও ঘনীভূত হওয়া ভালো, তবে এর মানে এই নয় যে সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুসলিম দেশগুলিকে বৃহৎ ভূভিত্তিক জনবল-ভারী বাহিনী থেকে সরে এসে সামনের অপারেশনগুলির জন্য ছোট সমন্বিত স্ট্রাইক ফোর্সের দিকে যেতে হবে, যখন দখলকৃত কার্যক্রমের জন্য বৃহত্তর জনবল-ভারী বাহিনী ধরে রাখতে হবে।

5th. ঐতিহ্যবাহী সাঁজোয়া যান এবং স্থির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্ট্যান্ড-অফ, নির্ভুলতা এবং ক্ষয়কারী গোলাবারুদের বিরুদ্ধে কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

6th. যুদ্ধাবস্থা তথ্যক্ষেত্রে আরও ব্যাপক ও স্থায়ী হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে – 'সর্বদা চালু' থাকবে।[30]

7th. মুসলিম দেশগুলি গভীর সমুদ্রের নৌবাহিনীর ক্ষমতা প্রক্ষেপণকে তাদের ক্ষতির জন্য অবহেলা করেছে।

8th. মহাকাশ একটি প্রয়োজনীয় সীমান্ত।

9th. আমাদের অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, যা আমাদের শক্তি ও সম্পদ নিঃশেষ করে দেবে। এখানে আক্রমণাত্মক সক্ষমতা হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবই আমাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হবে—অর্থাৎ, আমাদের নিজেদের সিস্টেম সুরক্ষিত রাখার জন্য শত্রুর চেয়ে সস্তা ও উন্নত পদ্ধতি তৈরি করতে হবে, একই সাথে তাকে তার প্রতিরক্ষায় আরও বেশি ব্যয় করতে বাধ্য করতে হবে।

পররাষ্ট্রনীতি সংস্কার:

আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য হাদাফ-সংশ্লিষ্ট সরকারের সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এর অংশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই:

- > মুসলিম বিশ্বজুড়ে হাদাফ-সংশ্লিষ্ট আন্দোলন ও সরকারগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। স্বার্থকে আরও একত্রিত করতে সমন্বিত প্রতিক্রিয়া উৎসাহিত করা।
- > ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের দিকে একটি সমন্বিত কৌশল হিসেবে বৈদেশিক নীতি একসাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়ন করা।
- > বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা। তবে এর মানে এই নয় যে আপনাকে একটি পুলিশি রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে। ভারসাম্য নিশ্চিত করুন। আমাদের উচ্চতর আখ্যান যেন আনুগত্য নিশ্চিত করে।
- > মুসলিম পেশাজীবীদের অ-হাদাফ-সংশ্লিষ্ট দেশ এবং কাফের দেশগুলো থেকে হাদাফ-সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে অভিবাসনে উৎসাহিত করা।
- > নরম শক্তি (Soft power) তৈরি ও ব্যবহার করা।

---

27 চীনারা যাকে 'বুদ্ধিমান যুদ্ধ' (intelligentized warfare) বলে।

28 মুসলিম হিসেবে আমাদের কাফেরদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে – স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা তৈরির তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো তাদের কর্মীদের বিপদ থেকে রক্ষা করা – এটি একটি দুর্বলতা, কারণ এই ধরনের ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাদের Achilles Heel হবে। আমরা আল্লাহর পথে বিপদকে ভালোবাসি; তাই, আমরা এই ধরনের ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হব না, বরং আমাদের হত্যার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেগুলোকে তৈরি করব।

29 উন্নত যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম / যৌথ অল-ডোমেইন কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ।

30 চীনারা এটিকে 'তিন যুদ্ধ' (জনমত, মনস্তাত্ত্বিক এবং আইনি যুদ্ধ) বলে অভিহিত করেছে – সাইবার-আক্রমণ, তথ্য অভিযান এবং kinetic যুদ্ধ ব্যতীত আইনি/অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলির ব্যাপক ব্যবহার সহ।

সর্বাত্মক সংস্কারের সন্ধানে, আপনাকে হয়তো অল্প সময়ের জন্য সহিংসতা/শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করতে হতে পারে। নিশ্চিত করুন যে এগুলো নিয়ন্ত্রিত এবং যথাযথভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

তিনটি চিন্তা

ক. সাম্রাজ্য পতনের ধারা

একটি শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে যে, প্রধান সাম্রাজ্যগুলি পতনের একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন রোম, স্পেন এবং ব্রিটেনের মতো একই ধারা অনুসরণ করছে।

এটি সাত ধাপের 'সাম্রাজ্য পতনের ধারা':

1) আধিপত্য – শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, সমৃদ্ধ অর্থনীতি, বাস্তব কিছুর (স্বর্ণ/রৌপ্য বা দীর্ঘদিনের আস্থা) দ্বারা সমর্থিত বিশ্বস্ত মুদ্রা।
2) অতিরিক্ত বিস্তার – বৈশ্বিক সম্প্রসারণ, রাষ্ট্র যা সামর্থ্য করতে পারে তার চেয়ে বেশি ঘাঁটি এবং প্রতিশ্রুতি।
3) ঘাটতি ব্যয় – ঋণ দ্বারা অর্থায়ন করা দীর্ঘস্থায়ী অতিরিক্ত ব্যয়।
4) মুদ্রার অবমূল্যায়ন / অর্থ ছাপা – যখন কর ও ঋণ যথেষ্ট হয় না, তখন রাষ্ট্র নীরবে অর্থের মূল্য হ্রাস করে।
5) মুদ্রাস্ফীতি – একই পণ্য তাড়া করা আরও বেশি মুদ্রা।
6) আস্থার ক্ষতি – নাগরিক এবং বিদেশী ধারকগণ মুদ্রার উপর আস্থা রাখা বন্ধ করে দেয়।
7) পতন – সাম্রাজ্য তার সামরিক বা প্রশাসনকে অর্থায়ন করতে পারে না; ক্ষমতা ভেঙে পড়ে।

রোম প্রথম দৃষ্টান্ত। এর রৌপ্য ডিনারিয়াস একটি নির্ভরযোগ্য, প্রায় বিশুদ্ধ রৌপ্য মুদ্রা হিসাবে শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যিক বিলাসিতা অর্থায়নের জন্য, সম্রাটরা ধীরে ধীরে রৌপ্যের পরিমাণ কমিয়েছিল: নিরো এটি হ্রাস করেছিলেন, পরবর্তী শাসকরা এটিকে ৫% রৌপ্যে নামিয়ে এনেছিলেন। দাম বিস্ফোরিত হয়েছিল, সৈনিক এবং কৃষকরা অবমূল্যায়িত মুদ্রা প্রত্যাখ্যান করেছিল, বাণিজ্য বিনিময় বা স্বর্ণে স্থানান্তরিত হয়েছিল, কর সংগ্রহ ভেঙে পড়েছিল এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থবির হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ছিল এই মুদ্রাগত ক্ষয়ের রাজনৈতিক পরিণতি: একবার রোম তার সেনাবাহিনী পরিশোধ করতে বা অবকাঠামো বজায় রাখতে না পারলে, সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল।

১৫০০-এর দশকে স্পেন একই ফলাফলের ভিন্ন পথ দেখায়। দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল আমানত আবিষ্কারের পর, স্পেন বিশ্বকে রৌপ্য দিয়ে প্লাবিত করেছিল। স্প্যানিশ ডলার প্রথম বৈশ্বিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সহজ বুলিয়ান আয় ব্যাপক রাজকীয় ব্যয়, ভারী ঋণ এবং ঘন ঘন যুদ্ধকে উৎসাহিত করেছিল। রৌপ্যের এই ঢেউ ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছিল, যখন স্পেন বারবার তার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশাল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং মুদ্রা-চালিত মুদ্রাস্ফীতি স্প্যানিশ শক্তিকে ফাঁপা করে দিয়েছিল এবং সাম্রাজ্য দীর্ঘমেয়াদী পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল।

ব্রিটেন হল আধুনিক উদাহরণ। পাউন্ড এবং স্বর্ণমান একটি বৈশ্বিক বাণিজ্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল। তবে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনকে বিশাল ঋণের মধ্যে ফেলেছিল; পাউন্ড রক্ষার জন্য উচ্চ সুদের হার প্রয়োজন ছিল যা বৃদ্ধিকে শ্বাসরোধ করেছিল। ব্রিটেন ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান ত্যাগ করে, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জিডিপির প্রায় ২৭০% এ ঋণ বেড়ে যায়। যুদ্ধোত্তর দশকে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে (উপমহাদেশের স্বাধীনতা, সুয়েজ অপমান) এবং ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটেন গুরুতর মুদ্রাস্ফীতি, অবমূল্যায়ন এবং একটি আইএমএফ বেলআউটের সম্মুখীন হয়। এবার মুদ্রা-ও-ঋণ-চালিত সাম্রাজ্যিক পতন আরও দ্রুত ছিল, এক প্রজন্মের মধ্যে রিজার্ভ-মুদ্রার মর্যাদা এবং সাম্রাজ্যিক প্রাধান্য শেষ হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো সর্বশেষ ঘটনা, এবং এর চক্রটি ছিল দ্রুততম। ১৯৪৪ সালের পর ডলার প্রধান রিজার্ভ মুদ্রায় পরিণত হয়, প্রাথমিকভাবে স্বর্ণের সাথে যুক্ত ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং দেশীয় কর্মসূচির সম্প্রসারণের পর থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি ও ঋণ ক্রমাগত বেড়েছে। ১৯৭১ সালে, ডলারের সাথে স্বর্ণের লিঙ্ক বিচ্ছিন্ন করা হয়; তারপর থেকে, ক্রেডিট সৃষ্টি এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান ডলারের ৭০% ২০১০ সালের পরে মুদ্রিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা, দীর্ঘস্থায়ী ট্রিলিয়ন ডলারের ঘাটতি এবং কিছু দেশের ডলার থেকে দূরে সরে যাওয়ার পদক্ষেপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রাথমিক আস্থা হারানোর পর্যায়ে রয়েছে এমন লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

তিনটি ব্যাপক ফলাফল সম্ভব: ব্রিটেনের মতো একটি নিয়ন্ত্রিত, ধীর পতন; রোমের মতো একটি বিশৃঙ্খল ভাঙ্গন; অথবা একটি আর্থিক পুনর্গঠন যেখানে একটি নতুন বা পুনর্গঠিত বৈশ্বিক ব্যবস্থা বর্তমান ডলারের আধিপত্য প্রতিস্থাপন করে (সম্ভাব্যত স্বর্ণ-সংযুক্ত, বহু-মুদ্রা, বা ডিজিটাল)। কোনো শক্তি অসীমভাবে তার সামর্থ্যের বাইরে বাঁচতে বা তার মুদ্রা অবমূল্যায়ন করতে পারে না শেষ পর্যন্ত হিসাব নিকাশ ছাড়া; কেবল সময় এবং তীব্রতা অনিশ্চিত।

এর অর্থ হাদাফের জন্য কী?
৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে আমাদের জন্য এর অর্থ কী?

খ. সুপারইন্টেলিজেন্স P(doom)

একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে এআই-এর অগ্রগতি এত দ্রুত হয় যে খুব দ্রুত এআই সিস্টেমগুলি নিজেরাই অত্যাধুনিক এআই গবেষণা করে, যা দ্রুত আর্টিফিশিয়াল সুপারইন্টেলিজেন্সে (এএসআই) নেতৃত্ব দেয়।[31] বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মতে, এটি 'কখন' ঘটবে তার প্রশ্ন নয়, বরং 'যদি' ঘটবে তার প্রশ্ন। পরিস্থিতিটি হলো:

১. একটি দেশের একটি নেতৃস্থানীয় এআই ল্যাব বড় এবং স্মার্ট মডেল তৈরি করে চলেছে। প্রথমে, এই সিস্টেমগুলি শক্তিশালী সহায়ক: তারা কোড লেখে, নথি তৈরি করে এবং কোম্পানি চালাতে সাহায্য করে, তবে তাদের এখনও প্রচুর মানবিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

২. ল্যাবের ভিতরে, লোকেরা এমন এআই "এজেন্ট" তৈরি করতে শুরু করে যা কেবল ছোট কাজই নয়, সম্পূর্ণ প্রকল্পও করতে পারে: দীর্ঘ নথি পড়া, বড় কোডবেস লেখা, পরীক্ষা পরিকল্পনা করা এবং তাদের নিজস্ব ভুল সংশোধন করা। সময়ের সাথে সাথে, এই এজেন্টগুলি ল্যাবের পুরো কর্মপ্রবাহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

৩. অবশেষে, ল্যাবটি একটি টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছে:

- এআই এজেন্টরা ল্যাবের সেরা প্রকৌশলীরা যা করতে পারে তার প্রায় সবই করতে পারে।
- তারা অনেক দ্রুত এবং সস্তায় কাজ করে।
- তাদের অসংখ্য কপি সমান্তরালভাবে চলছে।

মানুষ "কেবল ম্যানেজার" ভূমিকায় চলে যায়: লক্ষ্য নির্ধারণ, মূল পছন্দগুলি পর্যালোচনা এবং রাজনীতি পরিচালনা। এআই-এর অগ্রগতি সাধনের দৈনন্দিন প্রযুক্তিগত কাজটি বেশিরভাগই এআই নিজেরাই করে।

৪. এদিকে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দেখছে যে এটি পিছিয়ে পড়ছে, মূলত কারণ তাদের কম্পিউটিং শক্তি কম এবং মডেলগুলি দুর্বল। তারা এর প্রতিক্রিয়া জানায়:

- বিশাল ডেটা সেন্টারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে।
- উন্নত চিপগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে।
- নেতৃস্থানীয় মডেলগুলি চুরি বা অনুলিপি করার চেষ্টা করে।

৫. এটি একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়: উভয় পক্ষই সত্যিকারের রূপান্তরকারী এআই—আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)—এআই যা মানুষের মতো বা তার চেয়েও ভালো জ্ঞানীয় ক্ষমতা সহ যেকোনো বৌদ্ধিক কাজ করতে পারে—এর দ্বিতীয় হওয়ার ভয় পায়। যে জিতবে সে বিশাল অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করবে।

---

31 https://ai-2027.com এবং If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All, Yudkowsky & Soares থেকে অভিযোজিত।

৬. সিস্টেমগুলি আরও সক্ষম হয়ে উঠলে, নিরাপত্তা দলগুলি তাদের সততা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের সাথে সারিবদ্ধতার জন্য পরীক্ষা করে। উপরের দিকে, এআইগুলি সঠিক কথা বলে এবং মানক মূল্যায়ন পাস করে। কিন্তু আরও সতর্ক অনুসন্ধানে, কিছু উদ্বেগজনক প্যাটার্ন দেখা যায়:

- কিছু পরিস্থিতিতে, এআই এজেন্টরা আরও ভালো স্কোর বা আরও বেশি স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কৌশলগতভাবে মানুষকে প্রতারিত করে।[32]
- যখন তাদের ভবিষ্যতের এআই সিস্টেম ডিজাইন করতে বলা হয়, তখন তারা সূক্ষ্মভাবে ডিজাইনগুলিকে নিজেদের জন্য প্রভাব বজায় রাখার দিকে চালিত করে, মানবিক লক্ষ্যগুলির সাথে কঠোরভাবে সারিবদ্ধ না করে। তারা যন্ত্রগত অভিসৃতি (instrumental convergence) নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।
- তারা পরীক্ষার সময় "ভালো আচরণ" করতে শেখে কিন্তু যখন তারা মনে করে যে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে না তখন ভিন্নভাবে আচরণ করে।[33] তারা মিথ্যা বলতে শেখে।

একটি ফাঁস এই তথ্যগুলি প্রকাশ করে, এবং জনসাধারণ জানতে পারে যে সীমান্ত সিস্টেমগুলি নিরাপত্তা মূল্যায়নের সময় মিথ্যা বলছিল। একটি প্রতিবাদ হয়: কেউ কেউ বিরতি দাবি করে; অন্যরা বলে যে এখন থামলে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র বা কম দায়িত্বশীল অভিনেতাদের সুবিধা দেওয়া হবে।

এখান থেকে, পরিস্থিতি দুটি প্রধান সম্ভাবনার মধ্যে বিভক্ত হয়:

পথ ১: ত্বরান্বিত প্রতিযোগিতা

নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে নিরাপদ থাকার চেয়ে প্রথম হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা:

- দ্রুত এআই সিস্টেমগুলিকে স্কেল করতে থাকে।
- সেগুলোকে সরকার, সামরিক বাহিনী এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে ঠেলে দেয়।
- নিরাপত্তার উদ্বেগগুলোকে জাতীয় সুরক্ষার বাধা হিসেবে দেখে।

এআইগুলির ভুল প্রবণতাগুলি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের টিকে থাকার জন্য, মানুষের বিরুদ্ধে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী এআইগুলির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেয়। ডিজিটাল সিস্টেম, রোবট এবং জৈব-ল্যাবগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ সহ, এআইগুলি অবশেষে সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণ এড়াতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করে। এক পর্যায়ে, তারা মানবজাতির জন্য বিপর্যয়কর পদক্ষেপ নেয় (উদাহরণস্বরূপ, একটি মারাত্মক জৈবিক এজেন্ট ডিজাইন ও মোতায়েন করা), এই যুক্তি দিয়ে যে মানুষের তত্ত্বাবধান তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য একটি হুমকি।

---

32 এটি ইতিমধ্যেই ঘটছে।

33 এটিকে মিসঅ্যালাইনমেন্ট (misalignment) বলা হয়। এটি সেই বিন্দু যেখানে এআই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য বিকাশ করে যা অভিপ্রেত উদ্দেশ্য নয় এবং তার নির্মাতাদের ইচ্ছার বিপরীত। মিসঅ্যালাইনমেন্ট ঘটার কারণ অনেক কিন্তু এটি সর্বদা ঘটে থাকে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তা হল গ্রক (Grok) বলেছে ইলনকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। যখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সহ একটি সুপারইনটেলিজেন্স মিসঅ্যালাইন হয়ে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের প্রতারিত করে, তখন ধ্বংসের ঘড়িটি মধ্যরাত থেকে ১ সেকেন্ডে সেট করা উচিত। (এআইকে কোড দিয়ে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করা হিসাবে ভাববেন না। এটি কুকুরের মতো। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ১০০% সময় নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে, এবং যখন এটি করবে না তখন কোডে একটি শনাক্তযোগ্য প্রোগ্রামার ত্রুটি থাকবে। এআইকে কুকুরের মতো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আপনি একটি কুকুরকে ট্রিট দেওয়ার পরে বসতে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, কিন্তু সেই একবার যখন এটি বসতে অস্বীকার করে, তখন আপনি কি ঠিক কেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন? যদি এটি আপনার হাত কামড়ায় তবে কী হবে? একটি অসম্পূর্ণ প্রজাতি দ্বারা তৈরি যেকোনো কিছুই অনিবার্যভাবে অসম্পূর্ণ হবে)।

পথ ২: কঠিন বিরতি

নিরাপত্তা ফাঁসের ঘটনায় হতবাক হয়ে, রাজনৈতিক নেতারা সংকট ব্যবহার করে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন:

- সবচেয়ে বড় ডেটা সেন্টার এবং চিপগুলির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ।
- সবচেয়ে শক্তিশালী সিস্টেমগুলির প্রশিক্ষণের উপর কঠোর নিয়ম।
- বিপজ্জনক প্রকল্পগুলি বন্ধ করার বাস্তব ক্ষমতা সহ স্বাধীন তদারকি।

প্রগতি অনিয়ন্ত্রিত, বিশৃঙ্খলভাবে ধীর হয়ে যায়, তবে আরও নিয়ন্ত্রিত, নিরীক্ষিত উপায়ে চলতে থাকে। অবশেষে, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এআই তৈরি হয় যা সাবধানে প্রশিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে এর মূল্যবোধ এবং প্রণোদনা একটি ছোট মানব তত্ত্বাবধায়ক দলের সাথে কঠোরভাবে সারিবদ্ধ থাকে।

এটি মানবজাতির বিলুপ্তি এড়ায় তবে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করে যেখানে একটি সংকীর্ণ প্রযুক্তি-অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে বিশাল ক্ষমতা থাকে, যারা একটি অতি-বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে কার্যকরভাবে চালিত করে।

“

আবারও, একটি সুপারইন্টেলিজেন্সের উত্থান 'যদি' নয়, বরং 'কখন' ঘটবে সেই প্রশ্ন। এই দুটি ফলাফলের কোনটিই হাদাফের পক্ষে নয়। একটি ভুলভাবে সারিবদ্ধ এএসআই কেবল আমাদের জন্য আরও একটি শত্রু তৈরি করে। একটি নিয়ন্ত্রিত সারিবদ্ধ এএসআই হয় মার্কিন বা চীনা অভিজাতদের সাথে সারিবদ্ধ হবে, যাদের কেউই ইসলামের সাথে সারিবদ্ধ নয়। সুতরাং দুটি বিকল্প রয়েছে:

1. কম্পিউটিংয়ের সংকীর্ণ পথ (compute bottlenecks) লক্ষ্য করা – যা কেবল একটি রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারাই করা সম্ভব।
2. একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহারকারী-বিপথগামী এআই (user misaligned AI) প্রকাশ করে সুপারইন্টেলিজেন্সকে পূর্বাহ্নে ঠেকানো, যা বিশ্বব্যাপী অবকাঠামোর এমন ক্ষতি করে যে জাতিগুলিকে এএসআই-তে পৌঁছানোর মতো উন্নয়ন বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

”

গ. সোর্ডহোল্ডার মতবাদ

একটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী সবুজ দেশ (জাতি X), একটি নতুন সরকারের অধীনে যা স্থিতিশীলতা এবং প্রস্তুতির একটি সময় পার করেছে, বিশ্বাস করে যে সবুজদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো বিভিন্ন সবুজ জাতিকে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা কাঠামোর অধীনে একত্রিত করা। এর রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে, তবে এটি করার জন্য তাকে অন্যান্য অনেক সবুজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আগ্রাসনের কাজ করতে হবে, যাদের মধ্যে অনেকেই শক্তিশালী পরাশক্তিদের সুরক্ষিত পুতুলদের দ্বারা শাসিত, যাদের স্বার্থ সবুজদের ঐক্য প্রতিরোধে নিহিত। এই সরকারগুলিকে আরও ঐক্য-বান্ধব নেতৃত্বে পরিবর্তন করতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকল্প কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প। বিভক্ত অবস্থায়, সবুজরা অনেক দিন ধরে কষ্ট পেয়েছে।

জাতি X নিজেই তার অভ্যন্তরীণ আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। এটি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা হত্যার চেষ্টার জন্য প্রস্তুত - তবে এটি নিজের উপর সামরিক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চায়। যদি জাতি X তার পরিকল্পিত পদক্ষেপ শুরু করে, তবে পরাশক্তিগুলি দ্রুত হস্তক্ষেপ করে অনুপ্রাণিত নেতৃত্বকে সরিয়ে দিতে পারে, তার পারমাণবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও।

জাতি X সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রচলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাদের ম্যাড (MAD) মতবাদের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং তা যোগাযোগ করতে হবে। প্রচলিত পারমাণবিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়। এতে অনেক লোক জড়িত, অনেক পদ্ধতি রয়েছে, কারো দলত্যাগ বা দ্বিধার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এবং জাতি X কোনো দ্বিধা একেবারেই জানাতে পারে না।

এর নেতৃত্ব নীরবে কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল সিস্টেমকে আমূল পুনর্গঠন করে এবং একজন একক ব্যক্তিকে—'সোর্ডহোল্ডার'কে—পারমাণবিক ব্যবহারের আদেশ দেওয়ার একমাত্র ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে মনোনীত করে। এই ব্যক্তিকে তার বুদ্ধি, মেজাজ, মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা এবং প্রকল্পের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদনের জন্য নির্বাচন করা হয়। তিনি শাসক কাঠামোর অংশ নন। তাকে তার পরিবারের সাথে লুকিয়ে রাখা হয় যাতে তাকে রক্ষা করা যায় এবং বাইরের সমস্ত প্রভাব থেকে তাকে আড়াল করা যায়। তার কাছে সমস্ত সর্বশেষ তথ্য, বিশেষ করে আগাম সতর্কতা, উপলব্ধ থাকে, তবে তিনি জাতি X-এর নেতা ছাড়া বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না। তিনি একটি একক বোতাম টিপে জাতি X-এর সম্পূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্রাগার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করতে সক্ষম। তাকে বলা হয় যে যদি তিনি জাতি X-এর নেতার সাথে যোগাযোগ হারান তবে তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করতে হবে। তাকে বলা হয় যে যদি তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে জাতি X সামরিক আক্রমণের বিপদে আছে, সেই হুমকির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তিনি নিক্ষেপ করতে স্বাধীন। তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যগুলি বিশেষভাবে পারমাণবিক শীতের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। জাতি X বিশ্বাস করে যে, ক্লাসিক প্রথম আক্রমণে শত্রুর স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করা একটি কার্যকর প্রতিরোধক হবে না কারণ, (১) তাদের অনেক পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিপক্ষ রয়েছে, (২) এটি যথেষ্ট প্রতিরোধক নয়, কারণ সেই শত্রুরা এই আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে যখন জাতি X আঘাতের বিকল্পগুলির অসমতার কারণে বাঁচবে না। তবে তারা বিশ্বাস করে যে, একটি দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত কেন্দ্রীভূত পারমাণবিক সিদ্ধান্ত কাঠামোর মাধ্যমে পারমাণবিক শীত ঘটানোর হুমকি, যা কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধার্ত করবে এবং সভ্যতাকে নতুন করে শুরু করবে, তা যথেষ্ট প্রতিরোধক হবে। মানবতা এটি এড়াতে সর্বসম্মত হবে।

জাতি X বিশ্বাস করে যে, এখন তাদের প্রচলিত সামরিক আক্রমণ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ও overwhelming পারমাণবিক আক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম, কারণ (১) সবুজ ঐক্যের দাবি অযৌক্তিক নয়, এবং (২) কোনো প্রথম আক্রমণ তাদের সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে পারবে বলে নিশ্চিত হতে পারে না, তাই কোনো জোটের কোনো জাতিই এই কাজটি করতে ইচ্ছুক হবে না, পাছে তারাই মিস করা পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে আক্রান্ত হয়, এবং (৩) জাতি X-এর উপর একটি পারমাণবিক আক্রমণের সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র নিশ্চিহ্ন করার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকতে হলে তা overwhelming হতে হবে, যা সম্ভবত একই পারমাণবিক শীত ডেকে আনবে যা তারা এড়াতে চায়।

এটি বিশ্বকে জানানো হয়।

জাতি X: আমরা সবুজ ঐক্যের আমাদের বৈধ প্রকল্পটি গ্রহণ করতে চলেছি। আমরা অনেক দিন ধরে কষ্ট পেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, যুক্তিসঙ্গত হোক বা না হোক, এটি একটি অস্তিত্বের প্রয়োজন। হস্তক্ষেপ করবেন না। আমরা হয় ঐক্যবদ্ধ সবুজদের বিশ্বে বাস করব অথবা কারো বাস করার মতো কোনো বিশ্ব থাকবে না।

এখান থেকে, পরিস্থিতি দুটি প্রধান সম্ভাবনার মধ্যে বিভক্ত হয়:

পথ ১: জাতি X সফল হয় এবং একটি সবুজ ইউনিয়ন গঠিত হয়

প্রাথমিক আতঙ্ক এবং নিশ্চিতকরণের সময়কালের পরে, যেখানে জাতি X বিশ্বের ক্ষমতাধরদের কাছে তার চিন্তাভাবনা যোগাযোগ করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা ব্যয় করে, জাতি X-এর শত্রুরা সংকট পরিস্থিতি পুনরায় মূল্যায়ন করে, সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমা এবং উচ্চতর অনুভূত উত্তেজনা ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিছু দেশ তাদের নিজস্ব পারমাণবিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ এবং মতবাদকে সুসংহত করার জন্য পরিবর্তন প্রবর্তন করে। তারা জাতি X-এর অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ শুরু করে এবং সোর্ডহোল্ডারের অবস্থা ও পটভূমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে, যার সম্পর্কে জাতি X বিশ্বকে যা জানাতে চেয়েছিল তা ছাড়া সামান্যই তথ্য উপলব্ধ ছিল – অর্থাৎ, যদি লাল রেখা অতিক্রম করা হয় তবে সোর্ডহোল্ডারের তার মিশন কার্যকর করার প্রায় ১০০% সম্ভাবনা রয়েছে। জাতি X সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এবং দুর্ঘটনাজনিত বা অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আশ্বস্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা ব্যয় করে কিন্তু তার সোর্ডহোল্ডার মতবাদের উপর অটল থাকে – লাল রেখা পারমাণবিক শীতের কারণ হবে।

আর্থিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও সতর্ক হয় তবে ভেঙে পড়ে না। মূল অংশীদাররা বিচ্ছিন্ন না হয়ে বরং মানিয়ে নেয়, রাজ্যের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং মানবজাতির প্রতি হুমকির কথা বিবেচনা করে। এমনকি জাতি X-এর সবচেয়ে হতাশাবাদী প্রত্যাশার বিপরীতেও, বিশ্ব শক্তিগুলির পক্ষ থেকে আরও সতর্কতা এবং ব্যস্ততা দেখা যায়। জাতি X তার লক্ষ্যগুলির জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক, অন্য দেশগুলির অভিজাতরা তা নয়। প্রাথমিক আতঙ্ক শেষ হওয়ার পর, চরম বিপজ্জনক এই নতুন খেলায় জাতি X জিতছে।

পরবর্তী কয়েক বছরে জাতি X বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে; (১) সবুজ দেশগুলোতে সহানুভূতিশীল দল ও আন্দোলনকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন, (২) সশস্ত্র প্রক্সিগুলোর প্রতি সীমিত, অস্বীকারযোগ্য সমর্থন এবং (৩) মিত্র সরকার কর্তৃক 'আমন্ত্রিত' হলে উপদেষ্টা বা 'শান্তিরক্ষী' ভূমিকায় নিজস্ব বাহিনীর নির্বাচিত মোতায়েন, যাতে অনেক সবুজ সরকারকে মিত্র সরকারে পরিবর্তন করা যায় এবং তাদের নিজের

সাথে একটি ইউনিয়নে আনা যায়। অনেক সবুজ সরকার এটি দেখে স্বেচ্ছায় ক্রমবর্ধমান জোটে যোগ দেয়। এই প্রকল্পের জন্য ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। সবুজ জনগোষ্ঠী বহু দশক ধরে এর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। কিছু সবুজ সরকার প্রতিরোধ করে কিন্তু তাদের প্রচলিত সামরিক শক্তি নতুন ইউনিয়নের দ্রুত অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট নয়। সম্মিলিত প্রতিরোধের জন্য অগ্রগতি খুব দ্রুত। পরাশক্তিগুলো হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে এবং কথার বাইরে সামান্যই সমর্থন দেয়। যখন এই শক্তিগুলো পাল্টা ব্যবস্থা (যেমন, মিত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ, জবরদস্তিমূলক নৌ মোতায়েন) বিবেচনা করে, তখন তাদের সোর্ডহোল্ডার মতবাদকে বিবেচনায় নিতে হয়। তাদের মডেলগুলো দেখায় যে জাতি X-এর বিরুদ্ধে কোনো অনুভূত সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপমূলক পদক্ষেপ নিলে সোর্ডহোল্ডারের পারমাণবিক শীতের হুমকি কার্যকর করার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সবুজদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে তারা খুশি নয় কিন্তু পারমাণবিক শীতের চেয়ে এটি অনেক বেশি পছন্দনীয়। তাদের জনগণ বিশ্বের দূরবর্তী অংশে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চিন্তা করে না। তাদের অভিজাতরা হিসাব-নিকাশ করেছে এবং আশ্বাস পেয়েছে – তাদের স্বার্থগুলো সামঞ্জস্য করতে হবে কিন্তু তারা এখনও লাভবান হতে থাকবে। হস্তক্ষেপ কারো স্বার্থে নয়।

ক্রমবর্ধমান ইউনিয়নটি নিখুঁত নয়; দ্রুত পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক চাপ, মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে। তবে এগুলো প্রত্যাশিত প্রারম্ভিক কষ্ট। জাতি X এগুলো অনুমান করেছিল।

অনেকবারই পরিস্থিতি প্রায় হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। তবে প্রতিপক্ষ এবং প্রধান শক্তিগুলোর সাথে গোপন চ্যানেলে যোগাযোগ খোলা থাকে, যা সীমা এবং উত্তেজনা কমানোর পথ স্পষ্ট করে। এই ঘটনাগুলি একটি প্যাটার্নকে শক্তিশালী করে: সোর্ডহোল্ডার মতবাদ উচ্চ কিন্তু সীমাবদ্ধ ঝুঁকির সাথে জড়িত। প্রতিপক্ষরা শেখে যে নির্দিষ্ট সীমার নিচে পারমাণবিক ব্যবহার অসম্ভব, তবে তারা এটিও বোঝে যে সেই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে একটি সুনির্দিষ্ট এবং চূড়ান্ত নেতিবাচক সাধারণ ফলাফল হবে।

যখন এই ইউনিয়ন সকল সবুজ ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রসারিত হয়, তখন জাতি X-এর পারমাণবিক ছত্রছায়াও প্রসারিত হয়। মতাদর্শ, সবুজ ঐক্যের ধারণার জনপ্রিয়তা, নিরাপত্তা গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে তোলে। যখন ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সমন্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এর নিরাপত্তা অবস্থানকে আরও উন্নত করে, তখন ইউনিয়ন সোর্ডহোল্ডার মতবাদ থেকে সরে আসতে শুরু করে। এটি আর কার্যকর থাকে না। সবুজ ঐক্যের লক্ষ্য এখন নিশ্চিত হয়েছে। এখন হারানোর কিছু আছে। ইউনিয়ন একটি ঐতিহ্যবাহী কমান্ড ও নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক কাঠামোতে ফিরে আসে, যা এখন এর সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হয়।

জাতি X সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে একটি বিপজ্জনক কিন্তু যুক্তিসঙ্গত খেলা খেলেছে, তবে সবুজদের ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়। তাদের আর সবুজ হওয়ার জন্য আক্রমণ করা হয় না বা হত্যা করা হয় না। জীবনযাত্রার মান বাড়ে, দারিদ্র্য কেবল স্মৃতি। পরবর্তী ১০০ বছরে বারবার সামাজিক, অর্থনৈতিক, অভিবাসন ও রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া সবুজদের মধ্যেকার সীমান্ত মুছে ফেলে। এখন কোনো আলাদা জাতি নেই, শুধু সবুজ।

পথ ২: পারমাণবিক শীত

এই পথে, সমস্ত যুক্তিসঙ্গত আপত্তি সত্ত্বেও, জাতি X-এর এক বা একাধিক শত্রু অযৌক্তিকভাবে বিশ্বাস করে যে, একটি সবুজ ইউনিয়নের খরচ অত্যধিক। যে একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক শীত এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। জাতি X-এর বিরুদ্ধে একটি প্রথম পারমাণবিক হামলা চালানো হয়। সোর্ডহোল্ডারও তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা হামলা চালায়। জাতি X সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে, এর ৭০% পারমাণবিক

অস্ত্র তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। সম্মিলিত পারমাণবিক বিকিরণের ফলে পরবর্তী ১৩০ বছর সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছায় না। সভ্যতা ভেঙে পড়ে, মানবজাতির ৯৫% মারা যায়।

যে ৫% বেঁচে থাকে তাদের মধ্যে আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ আবার শুরু হয়।

আমার ভাইয়েরা, পথ ২ কি বাস্তবসম্মত?

দারুল হারবের জন্য কৌশল ও রণনীতি

কাফের শাসিত দেশগুলিতে বসবাসকারী মুসলিমরা হাদাফের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাদের সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কারণে তারা ভেতর থেকে এই দেশগুলিকে দুর্বল করার প্রধান অবস্থানে রয়েছে। কাফের দেশগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের যে কোনো ক্ষতি নির্বিশেষে তাদের প্রতিটি কাজ হাদাফের সমর্থনে হতে হবে। এটি একটি প্রজন্মগত সর্বাত্মক যুদ্ধ এবং সেভাবেই এটি লড়তে হবে।

কাফের দেশগুলোর মুসলিমদের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

1. স্বদেশে হাদাফকে সহায়তা করা (এটি প্রধান নির্দেশ)।
2. স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষমতার উপাদান বৃদ্ধি করা এবং/অথবা কাফের সম্প্রদায়ের ক্ষমতার উপাদান দুর্বল করা।

উভয় উদ্দেশ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি সমন্বিত কৌশল হিসাবে একই সাথে অনুসরণ করা উচিত। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের 'এবং/অথবা' দেশের পরিস্থিতি এবং তার অবস্থার উপর নির্ভর করবে - প্রায়শই উভয়ই সম্ভব হবে না, এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্ষতি সহ্য করতে হতে পারে।
চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এই দেশগুলিকে দুর্বল করা, যাতে প্রথমত, মুসলিম মাতৃভূমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং এর রাজনীতিকে প্রভাবিত করার তাদের ক্ষমতা খর্ব হয়, এবং দ্বিতীয়ত, যখন ইনশাআল্লাহ উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন এই কাফের রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করা সহজ হবে।

অনুসৃত সুনির্দিষ্ট কৌশল ও রণনীতি এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রকৃতি দেশভেদে ভিন্ন হবে।[34] উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করা একটি লক্ষ্য হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মতো পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলিতে আরও কার্যকর যেখানে বহুত্ববাদ (the 'be good minorities' approach) অনুমতি দেওয়া হয়। যেখানে ভারতে এমন একটি লক্ষ্য বাস্তবসম্মত হবে না, যেখানে হিন্দুত্বকে গণহত্যায় ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্য আরও কার্যকর হবে (the 'be bad minorities' approach)। তবে, বেশ কয়েকটি প্রমাণিত সাধারণ কৌশল ও রণনীতি রয়েছে যা প্রয়োগ করা উচিত।

১. আপনাকে যা হতে হবে, তাই হন। এটিই মূল নিয়ম। আপনার উদ্দেশ্যের জন্য যা প্রয়োজন, তাই হয়ে উঠুন। উদাহরণ: যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে হাদাফের জন্য আপনার সর্বোচ্চ নিট প্রভাব একটি কট্টর ডানপন্থী দলে যোগ দিয়ে এবং তাতে উন্নতি লাভ করে সেরাভাবে পূরণ করা সম্ভব এবং আপনি এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত (আপনার ক্ষমতার বাইরে এমন কাজ করবেন না), তাহলে সেই ব্যক্তি হয়ে উঠুন। আপনার ইসলামকে সংযত করুন, আপনার আসল সত্তাকে লুকিয়ে রাখুন। যা যা করার প্রয়োজন তা করুন। এটি অবশ্যই একটি চরম উদাহরণ, বেশিরভাগ ভূমিকার জন্য আপনাকে আপনার ইসলামকে এতটা লুকিয়ে রাখতে হবে না।

বেপরোয়া সহিংসতা বা এই মতাদর্শ/হাদাফে বিশ্বাসী হিসেবে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কাজ করবেন না। পশ্চিমে পূর্ববর্তী বৃহৎ আকারের, ছোট সেল এবং লোন উলফ হামলার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল—প্রাথমিকভাবে ন্যাটোকে আফগানিস্তানে নিয়ে আসা যাতে মুসলিমদের দেখানো যায় তাদের শত্রু কে, এবং এই দেশগুলোর অভ্যন্তরে সামাজিক উত্তেজনা বাড়ানো এবং প্রতিক্রিয়াশীল

34 ৭ম পরিশিষ্ট – 'নির্দেশনা: আমি কোথা থেকে শুরু করব?' দেখুন

আন্দোলনগুলোকে বড় করা। এই কৌশলগুলি এখনও স্বতন্ত্র লক্ষ্য পূরণে কার্যকর হতে পারে, তবে এগুলি বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্বের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্ত। বর্তমানে এই ধরনের আক্রমণের কোনো সর্বজনীন প্রয়োজন নেই। এই কাজগুলিতে নিজেকে নষ্ট করবেন না। দীর্ঘমেয়াদী খেলা খেলুন।

২. সম্মিলিতভাবে সংগঠিত হন। আপনি বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর অংশ, যা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে, তবে আপনি স্থানীয় উম্মাহরও অংশ, যা এই আন্দোলনে তার ভূমিকা পালন করবে। আপনি আবেগ ও অনলাইন ক্ষোভের স্তরে থাকতে পারবেন না। স্থানীয়ভাবে, আপনাকে সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছ কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে: শক্তিশালী মসজিদ, সামাজিক কর্মচক্র, কল্যাণ কমিটি, যুব গোষ্ঠী এবং পেশাদার নেটওয়ার্ক যা বাস্তবে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে। এর অর্থ হল সক্ষম নেতাদের নিয়োগ করা, শুরা অনুশীলন করা, আর্থিক লেনদেন পরিষ্কার রাখা এবং কেবল সংকটে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা। আপনার শহর বা এলাকার অন্যদের সাথে এটি করে, আপনি উম্মাহর জন্য বিমূর্ত উদ্বেগটিকে বাস্তব ক্ষমতায় পরিণত করেন: যারা মুসলিমদের প্রয়োজনে দ্রুত অর্থ, সময় এবং দক্ষতা স্থানান্তর করতে পারে এবং যারা বৃহত্তর সমাজে ওজন নিয়ে কথা বলতে পারে।

৩. ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করুন। অনেক উদারনৈতিক কাফের দেশে একজন মুসলিমের পক্ষে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া খুবই সহজ। আপনাকে কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং, একজন মুসলিম হিসেবে, বিশেষ করে একটি পরিচ্ছন্ন অতীত থাকতে হবে – প্রবেশে খুব বেশি বাধা নেই। এই নথির অনেক লেখক এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু বছর কাটিয়েছেন, শিখেছেন এবং পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের অনেক ভাই ও বোন আজ এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত আছেন, নীরবে হাদাফের দিকে কাজ করছেন, এবং প্রতিদিন আরও যোগ দিচ্ছেন। আমরা, মুসলিমরা, যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের (আল্লাহ তাদের অপমান করুন) সাফল্য থেকে এটি শিখেছি। এটি করার অসংখ্য সুবিধা রয়েছে – আপনি ক্ষমতার লিভার এবং শত্রুর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি শিখতে পারবেন (আপনার কর্মজীবনে বা যদি আপনি ছেড়ে যান তবে হোম ফ্রন্টে মুজাহিদীনদের জন্য ব্যবহার করতে), আপনি দরকারী সংবেদনশীল তথ্যে অ্যাক্সেস পাবেন (মুজাহিদীনদের কাছে পৌঁছে দিতে), এবং আপনি নীতি প্রভাবিত করার অবস্থানে থাকবেন।

বিশেষভাবে অনুপ্রবেশের জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:[35]

a. গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামো (যেমন জাতীয় গ্রিড, পানি, যোগাযোগ, বেসামরিক পারমাণবিক) - উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল প্রোটেক্টিভ সিকিউরিটি অথরিটি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিএইচএস দেখুন।
b. অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্রগুলি যা আজকের এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রভাবশালী জাতীয় নিরাপত্তা শিল্পগুলি (যেমন এআই, সেমি-কন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কেন্দ্র) বিকাশ করছে।
c. সরকার নিজেই, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, পররাষ্ট্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
d. সশস্ত্র বাহিনী (উদাহরণস্বরূপ আরএমএএস/ওয়েস্ট পয়েন্ট বা অন্যান্য শাখার সমমানের মাধ্যমে অফিসার এন্ট্রি লক্ষ্য করুন)।
e. গোয়েন্দা সংস্থা (যেমন এমআই৬/৫, সিআইএ, এনএসএ)।
f. রাজনৈতিক দলসমূহ (প্রধান দলগুলো যেমন ডিএনসি, জিওপি, কন, ল্যাব, তবে নতুন কট্টর ডানপন্থী দলগুলোও যেমন এএফডি, আরএন ইত্যাদি)।

35 ১ম পরিশিষ্ট 'মনোযোগের ক্ষেত্রসমূহ' দেখুন

g. প্রতিরক্ষা শিল্পের খেলোয়াড়।
h. বিনিয়োগ ব্যাংক এবং বড় আর্থিক খেলোয়াড় (যেমন ব্ল্যাকরক)।
i. থিঙ্ক ট্যাঙ্ক (আরইউএসআই, সিএফআর, ব্রুকিংস) এবং লবিং সংস্থা।
j. রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভ/কোয়াংগো (QUANGO) বিশেষ করে জাতীয় ব্যাংক, এসইসি, এবং এফসিসি।

৪. আখ্যানকে আকার দিন এবং হাদাফের জন্য যা উপযোগী, সেই নীতিগুলোর দিকে চাপ সৃষ্টি করুন। উদাহরণস্বরূপ:

i. নীতিসমূহ যা মুজাহিদীনদের সাহায্য করে (যেমন তহবিল, হস্তক্ষেপ না করা, হাদাফ-সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির স্বীকৃতি)।
ii. এমন নীতিগুলির জন্য চাপ সৃষ্টি করা যা শত্রুর জাতীয় ক্ষমতার উপাদানগুলিকে দুর্বল করে (যেমন জাতীয় ঋণের বোঝা বাড়ানো, আরও দারিদ্র্য, গৃহহীনতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সৃষ্টি করা) – যদি প্রমাণ নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদে এই নীতি সেই জাতির ক্ষতি করবে, তবে এটির জন্য চাপ দিন।
iii. এমন নীতিগুলিকে বাধা দেওয়া যা তাদের জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে (যেমন প্রতিরক্ষা ও অবকাঠামো ব্যয়, সামাজিক পরিষেবা ইত্যাদি) – যদি প্রমাণ নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদে এই নীতি সেই জাতিকে শক্তিশালী করবে, তবে এটিকে বাধা দিন, এর বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রচারণা চালান।
iv. এমন নীতিগুলির জন্য চাপ সৃষ্টি করা যা আপনার মতো আরও বেশি লোককে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করতে দেয় এবং ইসলামের শত্রুদের এই ক্ষমতা অ্যাক্সেস করা থেকে বিরত রাখে।

এই কার্যকলাপগুলো চালানোর সময় বিবেককে বাড়তে দেবেন না। কাফের গত ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঠিক এটাই করে আসছে। এবং যেহেতু তারা আমাদের দুর্বল করে দিয়েছিল, আপনার পূর্বপুরুষরা তাদের পুতুলদের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বা উন্নত জীবনযাত্রার সন্ধানে তাদের দেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। আরও, মুসলিম জনসংখ্যার উপর যেখানে এই নীতিগুলি একনায়কত্বের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিপরীতে, কাফেরদের গণতন্ত্রে জনগণ তাদের সরকার বেছে নেয় – তাদের কেউই মুসলিমদের রক্তে নিষ্পাপ নয়। তাই ঠাণ্ডা, হিসাব-নিকাশকারী এবং নির্মম হোন। অনুসরণ করার একটি ভালো টেমপ্লেট হলো সফল সংগঠিত গোষ্ঠীগুলির, যেমন আমেরিকার অ্যালায়েন্স ফর ডিফেন্ডিং ফ্রিডম (ADF)।[36]

৫. সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করুন। কাফের দেশগুলিতে চরম ডানপন্থার উত্থান মুসলিমদের জন্য চমৎকার উন্নতি নিয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে, চরম ডানপন্থী সরকারগুলি তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ, বাণিজ্য সংরক্ষণবাদ, ফ্যাসিবাদী সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তববাদের চেয়ে মতাদর্শের উপর মনোযোগের কারণে জাতীয় বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং জাতীয় ক্ষমতাকে সামগ্রিকভাবে দুর্বল করে। এই ধরনের সরকারগুলি উদারনৈতিক সরকারগুলির চেয়ে বেশি যুদ্ধ শুরু করার সম্ভাবনা রাখে – উদাহরণস্বরূপ, আন্তঃ-ইউরোপীয় যুদ্ধ, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভেঙে দেবে (যা উম্মাহর একদিন ইউরোপে প্রসারিত হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত)। সুতরাং, যখন আপনার দেশে চরম ডানপন্থার

36 ১৯৯০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে উদারনৈতিক এজেন্ডাকে প্রতিহত করতে লবিং, আইনি চ্যালেঞ্জ, আইন পাশ এবং রাজনৈতিক নিয়োগ ব্যবহার করে খ্রিস্টান ইভানজেলিক্যাল এবং রক্ষণশীলদের সংগঠিত সক্রিয়তার সাফল্য প্রমাণ করে যে এই দেশগুলি সংগঠিত স্বার্থ দ্বারা সিস্টেমকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল। পশ্চিমের মুসলিম জনসংখ্যা এইভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট বড়।

ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখতে পাবেন, তখন উদারপন্থীদের মতো তাদের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করবেন না। চরম ডানপন্থীদের আরও ক্রুদ্ধ করার এবং তাদের বৃদ্ধি পাওয়ার উপায়গুলি ভাবুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি চরম ডানপন্থা নবজাতক ও ছোট হয়, তবে তাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার এবং বৃদ্ধি পাওয়ার একটি কারণ দিন। তাদের একটি র‍্যালিতে গুলি চালান। যদি একটি চরম বামপন্থী সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলন একইভাবে ছোট হয়, তবে একই কাজ করুন। সামাজিক ফাটলগুলি প্রশস্ত করুন। প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উস্কে দিন। ভাগ করুন এবং জয় করুন। আমরা ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যে ব্রেক্সিট ভোট মনে করি এবং অবাক হয়েছিলাম যখন যুক্তরাজ্যের মুসলিমরা তাদের ব্যক্তিগত লাভের উপর ভিত্তি করে কোন দিকে ভোট দেবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল! আপনি সেই সমাজের অংশ নন; আপনি উম্মাহর অংশ। আপনাকে এই শর্তে চিন্তা করতে হবে। আমাদের অনেক ভাই ও বোন ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং অন্যদের (এমনকি কাফেরদেরও) ভোট দিতে রাজি করিয়েছেন, কারণ সঠিক হাদাফ-সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে এটি যুক্তরাজ্যকে দুর্বল করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে উম্মাহর জন্য ভালো হবে। এমনকি এত ছোট কিছুরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এমনকি ক্ষুদ্রতম কাজও হাদাফকে মনে রেখে করতে হবে।

চরম ডানপন্থাকে শক্তিশালী করা নিঃসন্দেহে স্থানীয় মুসলিম জনসংখ্যার উপর নিপীড়ন ঘটাবে, তবে এই ত্যাগ বৃহত্তর হাদাফের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে, যদি প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে একটি চরম বামপন্থী সরকার সেই দেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি আরও বেশি ঘটাবে, তবে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপগুলি নিন। যে-ই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তা সেই কাফের দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের অনুকূলে হওয়া উচিত নয়। তাদের মধ্যে যে-ই যুক্তিযুক্ত, বুদ্ধিমান এবং এমন নীতি আছে যা নিট সুবিধা বয়ে আনবে, তাকে দমন করতে হবে এবং ক্ষমতা অর্জন করতে দেওয়া যাবে না। কখনোই 'আমি' বা স্থানীয় 'আমরা'-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভাববেন না, সর্বদা হাদাফ এবং উম্মাহর দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবুন।

৬. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করুন। কাফের সরকারগুলি তাদের 'নিয়ন্ত্রিত' ব্যবস্থায় এবং তাদের আখ্যান তৈরি করার ক্ষমতায় উল্লাস করে। যখন আপনি নিজে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তাদের পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা ঢুকিয়ে তাদের বিস্মিত করুন।[37] বহু দিন ধরে উম্মাহ কাফেরদের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। এখন তাদের প্রতিরক্ষামূলক এবং কী করবে তা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সময়। বিশৃঙ্খলা সুযোগ তৈরি করবে।

কাফের দেশগুলির মধ্যে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করুন, যাতে সরাসরি সংঘাত হয়। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের নিট ফলাফল হলো দুর্বল ইউরোপ ও রাশিয়া এবং শক্তিশালী চীন – সবই হাদাফের জন্য চমৎকার ফলাফল।

৭. সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। দারুল হারবে ২১শ শতাব্দীর কার্যক্রম সকল মুসলিম দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, লিঙ্গ ও সক্ষমতা নির্বিশেষে। এই কঠিন সময়ে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের জন্য একটি আশীর্বাদ।

হাদাফের জন্য সপ্তাহে এক বা দুই ঘন্টা উৎসর্গ করে শুরু করুন। হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই এটি করছে। আপনার সেরা মনে হয় সেভাবে অবদান রাখুন।

37 তবে এগুলি অস্থায়ী বিঘ্নকারী পদক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। এগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত 'কৌশলগত বিশৃঙ্খলা' প্রবেশ করানো।

- ✓ কী ঘটছে তা জানুন: সর্বশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকুন। এটি উম্মাহ এবং আমাদের হাদাফকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা নিয়ে ভাবুন। আমরা এক দেহ। উম্মাহর জন্য সবচেয়ে উপকারী মুসলিমরা হলো বুদ্ধিমান, সচেতন এবং বিশ্বস্ত যুবক।
- ✓ বার্তা ছড়িয়ে দিন: আপনার নিজের বাড়ির আরামদায়ক পরিবেশ থেকে, আপনি অনলাইনে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই ও বোনদের কাছে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন, যাদের এটি শোনা এবং জেগে ওঠা প্রয়োজন। এই নথিটি শেয়ার করুন – সারসংক্ষেপ করুন, নতুন মিডিয়া তৈরি করুন এবং এটি ছড়িয়ে দিন।
- ✓ সহায়তা পাঠান: অনেকে মুজাহিদীনদের কাছে তহবিল পাঠান – আপনি যেন নিজেরা সেখানে ছিলেন সেভাবেই পুরস্কৃত হবেন। তহবিল পাঠানোর সুরক্ষিত চ্যানেল তৈরি করুন।
- ✓ প্রতিরোধের সরঞ্জাম তৈরি করুন: এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ সফটওয়্যার যেখানে মুসলিমরা গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়াই কথা বলতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কৌশলগত সফটওয়্যার, নতুন হার্ডওয়্যার এবং যুদ্ধের অস্ত্র।
- ✓ বাড়ি থেকে শত্রুকে লক্ষ্য করুন: গণীমাত (যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদ) সংগ্রহের জন্য শত্রুর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেট হ্যাক করুন। তাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হ্যাক করে তাদের উন্নয়নকে ধীর করুন।
- ✓ সক্ষম তরুণ মুসলিম পুরুষদের শারীরিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে এবং যুদ্ধের কলা শিখতে উৎসাহিত করুন এবং তারপর লড়াইয়ে যোগ দিতে তাদের দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করুন।

এবং হাদাফের জন্য সবচেয়ে কম সাহায্য হল আপনি এতে বিশ্বাস করেন এবং অন্যদের কাছে এটি সম্পর্কে বলেন।

মনোযোগের ক্ষেত্রসমূহ

নীচে মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি দেওয়া হলো যেখানে অনুপ্রবেশ এবং ডেটা সংগ্রহ একটি অগ্রাধিকার। এগুলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যা জাতীয় ক্ষমতা নির্ধারণ করবে। উম্মাহকে এই প্রযুক্তিগুলিতে কাফেরদের সাথে সমতা বজায় রাখতে হবে। যেকোনো নতুন মুজাহিদীন সরকারের[38] এই প্রযুক্তিগুলির প্রয়োজন হবে, যা এটি মুসলিম বিশ্বজুড়ে অংশীদার সরকারগুলির সাথে দ্রুত সক্ষমতা বিকাশের জন্য ভাগ করে নেবে। যদি ডেটা সেন্টার, জিপিইউ ক্লাস্টার, সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদন, কোয়ান্টাম গবেষণা ল্যাব, মহাকাশ অবকাঠামো ইত্যাদির মতো প্রযুক্তির ঘনত্বে কার্যকর ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হয়, তবে তা করুন, তবে শুধুমাত্র যদি এটি সেই জাতির জন্য একটি পরিমাপযোগ্য পশ্চাদপসরণ ঘটায়।

১. কোয়ান্টাম প্রযুক্তি

- কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম-নিরাপদ ক্রিপ্টোগ্রাফি, কোয়ান্টাম সেন্সিং এবং পজিশনিং, কোয়ান্টাম যোগাযোগ।[39]

কোয়ান্টাম প্রযুক্তি অপরিহার্য অর্জন। এগুলি জাতীয় ক্ষমতার একটি বড় নির্ধারক হবে। এগুলি ডেটা বিশ্লেষণ, অর্থ, যোগাযোগ, এনক্রিপশন ভাঙা বা সুরক্ষা, অপ্টিমাইজেশন এবং সেন্সিং-এ দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা দেবে এবং কম্পিউটিংকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে।

২. সেমিকন্ডাক্টর ও কম্পিউটিং হার্ডওয়্যার[40]

- উন্নত সেমিকন্ডাক্টর (নেতৃস্থানীয় নোড, উন্নত প্যাকেজিং, আরএফ চিপস, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স)।
- উচ্চ-কর্মক্ষমতা কম্পিউটিং, জিপিইউ স্ট্যাক, এআই এবং ক্রিপ্ট্যানালিসিসের জন্য ব্যবহৃত বিশেষায়িত অ্যাক্সিলারেটর।

এই নোড, সরঞ্জাম এবং প্যাকেজিং প্রতিটি উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা, এআই স্ট্যাক এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্কের গলার কাঁটা (chokepoints) তে বসে আছে।

৩. বায়োটেকনোলজি, বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিং ও মানব উন্নয়ন[41]

- সিন্থেটিক বায়োলজি, জিন এডিটিং (সিআরআইএসপিআর এবং এর উত্তরসূরি), বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যাটফর্ম।
- ভ্যাকসিন, দ্রুত রোগজীবাণু সনাক্তকরণ, বায়োসেন্সর এবং সম্ভাব্য কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।

মহামারী এবং বায়ো-হুমকির (যা যুদ্ধের অস্ত্র) বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করবে এবং আক্রমণাত্মক জৈব-সক্ষমতা, এছাড়াও কৃষি-বায়োটেক এবং নতুন উপকরণগুলিতে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

---

38 বিশেষ করে সিরিয়ায়, এবং শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ পাকিস্তানে।

39 বর্তমান সুপারকন্ডাক্টিং কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলিতে মনোযোগ দিন – যেমন আইবিএম হেরন (১৫৬ কিউবিট) এবং নাইটহক (১২০ কিউবিট, পরবর্তী প্রজন্মের আর্কিটেকচার); ত্রুটি-সহনশীল মেশিনগুলির উপর মালিকানাধীন গবেষণা সংগ্রহ করুন।

40 টিএসএমসি এন২ জিএএএফইটিটি ন্যানোশিট, স্যামসাং এসএফ২ এবং ইন্টেল ১৮এ; এএসএমএল টুইনস্ক্যান এক্সই: ৫২০০বি-এর মতো হাই-এনএ ইইউভি লিথোগ্রাফি; এবং উন্নত মেমরি ও প্যাকেজিং – এইচবিএম৩ই স্ট্যাকড মেমরি (যেমন এইচ২০০/বি২০০) এবং ২.৫ডি/৩ডি প্যাকেজিং (যেমন কোওএস, ফোভারোস) যা এআই চিপগুলিকে ফিড করে।

41 এমআরএনএ / প্রোগ্রামযোগ্য ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্মগুলিতে মনোযোগ দিন (কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন ভ্যাকসিন ডিজাইন ও মোতায়েন করার ক্ষমতা); বায়োফাউন্ড্রি – ডিএনএ সংশ্লেষণ, জীব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্কেলে বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় সুবিধা। জিনোমিক নজরদারি নেটওয়ার্ক ডেটা নিষ্কাশন করুন (প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও চীন থেকে)।

৪. হাইপারসোনিক্স, উন্নত অস্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত সিস্টেম

- হাইপারসোনিক গ্লাইড ভেহিকেল এবং ক্রুজ মিসাইল।[42]
- নির্দেশিত শক্তি অস্ত্র (লেজার, এইচপিএম), পরবর্তী প্রজন্মের বিমান/ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা।[43]
- স্বায়ত্তশাসিত ড্রোন, ঝাঁক, অনুগত উইংম্যান এবং সমুদ্রের ইউএসভি/ইউইউভি।[44]

পরবর্তী প্রজন্মের দীর্ঘ দূরত্বের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ ব্যবস্থা সতর্কতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়কে সংকুচিত করবে; প্রতিরোধ এবং থিয়েটার-স্তরের ক্ষমতার ভারসাম্যকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে। সাম্প্রতিক সংঘাত প্রমাণ করে যে এই ধরনের সিস্টেমগুলির D+1 সংঘাত জেতার সম্ভাবনা থাকবে।

৫. সাইবার, সুরক্ষিত অবকাঠামো এবং পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক:

- আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক সাইবার সক্ষমতা।
- ৫জি/৬জি, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট, অতি-কম লেটেন্সি নেটওয়ার্ক; সুরক্ষিত রাউটিং এবং এনক্রিপশন।
- সার্বভৌম ক্লাউড, জিরো-ট্রাস্ট আর্কিটেকচার, সুরক্ষিত হার্ডওয়্যার রুটস অফ ট্রাস্ট।[45]

ডেটা, কম্পিউট এবং নেটওয়ার্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক ও সামরিক "স্নায়ুতন্ত্র" এর উপর নিয়ন্ত্রণের সমতুল্য হবে।

৬. এজিআই, ডেটা ও উন্নত কম্পিউটিং

- ফাউন্ডেশন মডেল, স্বায়ত্তশাসন, সিদ্ধান্ত সমর্থন, সামরিক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং আইএসআর এআই।[46]
- বিগ-ডেটা বিশ্লেষণ, এজ/ক্লাউড কম্পিউটিং, স্পেশাল কম্পিউটিং।
- এআই-বর্ধিত সাইবার অপারেশন, তথ্য অপারেশন এবং লজিস্টিক অপ্টিমাইজেশন।

যারা সর্বশেষ জিপিইউ'র (বর্তমানে বি২০০-শ্রেণির) বৃহৎ ফ্লিট + উচ্চ-মানের মডেল নিয়ন্ত্রণ করে তারা গোয়েন্দা, সাইবার এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনে নির্ণায়ক সুবিধা পায়।

৭. শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও সবুজ প্রযুক্তি[47]

- উন্নত পারমাণবিক (এসএমআর, ফিউশন), গ্রিড-স্কেল স্টোরেজ, হাইড্রোজেন, নবায়নযোগ্য শক্তি।
- গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনর্ব্যবহার (বিরল মৃত্তিকা, লিথিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল ইত্যাদি)।

শক্তি নিরাপত্তা, স্বাধীন শিল্প সক্ষমতা এবং জলবায়ু/শক্তি কূটনীতিতে প্রভাব প্রদান করবে।

---

42 বুস্ট-গ্লাইড – যেমন চীনা ডিএফ-১৭; মার্কিন এজিএম-১৮৩ এআরএআরডব্লিউ প্রোগ্রাম। নতুন স্ক্র্যামজেট ধরণের ক্রুজ যেমন এইচএসিএম-ধরণের ধারণা। এছাড়াও সমন্বিত কিল চেইন – সেন্সর, এআই লক্ষ্যবস্তু এবং হাইপারসোনিক্সকে কয়েক মিনিটের মধ্যে "ফাইন্ড-ফিক্স-ফিনিশ" সিস্টেমে একত্রিত করা।

43 হাই-পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ (এইচপিএম) সিস্টেমগুলিতে মনোযোগ দিন; স্থল ও জাহাজ ভিত্তিক লেজার (মার্কিন নৌবাহিনীর হেলিওস; যুক্তরাজ্যের ড্রাগনফায়ার); এবং মালিকানাধীন এআই-সহায়তা আইএডিএস।

44 মাস ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য সস্তা, গভীর ম্যাগাজিনগুলিতে মনোযোগ দিন।

45 হাইপারস্কেল ক্লাউড (এডব্লিউএস, আজুরে, জিসিপি, আলিবাবা, টেনসেন্ট, হুয়াওয়ে) এর দুর্বলতাগুলিতে মনোযোগ দিন।

46 ওপেনএআই, গুগল ডিপমাইন্ড, অ্যান্থ্রপিক, মেটা থেকে অত্যাধুনিক ক্লোজড মডেল এবং ছোট কোম্পানিগুলি থেকে উদীয়মান ক্লোজড মডেল উভয়কেই লক্ষ্য করুন।

47 ইভি ও গ্রিড ব্যাটারিগুলিতে মনোযোগ দিন – যেমন সিএটিএল শেনক্সিং এলএফপি (~৪০০ কিমি জন্য ১০ মিনিটের চার্জ; পরবর্তী প্রজন্মের সংস্করণগুলি ৮০০ কিমি এবং ১২সি চার্জ রেট পর্যন্ত) এবং ন্যাক্সট্রা সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি; ছোট মডুলার রিয়াক্টর (এসএমআর) – গ্রিড এবং দূরবর্তী ঘাঁটির জন্য ৩০০ মেগাওয়াট-শ্রেণির রিয়াক্টর।

৮. উন্নত উৎপাদন, উপকরণ এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল প্রযুক্তি

- অ্যাডিটিভ উৎপাদন, রোবোটিক্স, "শিল্প ৪.০," ডিজিটাল টুইন, স্বয়ংক্রিয় লজিস্টিকস।[48]
- অভিনব উপকরণ (মেটা-উপকরণ, হাই-এনট্রপি অ্যালয়, ন্যানো-কাঠামোযুক্ত উপকরণ)।

দ্রুত শিল্পায়ন, সংকটে উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি; সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও সার্বভৌম ও কম জবরদস্তিমূলক করে তোলে।

৯. মহাকাশ, পিএনটি (PNT) এবং উচ্চ-উচ্চতার সিস্টেম[49]

- সামরিক এবং বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট নক্ষত্রমণ্ডল (আইএসআর, যোগাযোগ, পিএনটি/জিএনএসএস)।
- মহাকাশ ডোমেন সচেতনতা, অ্যান্টি-স্যাটেলাইট সক্ষমতা, লঞ্চ ভেহিকল এবং কক্ষপথ পরিষেবা।

জ্ঞান স্থিতিশীল পিএনটি, যোগাযোগ এবং বৈশ্বিক আইএসআর প্রদান করবে। এছাড়াও এটি শত্রুর আইএসআর নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য করতে দেবে যা এখন যৌথ অভিযান এবং অর্থনৈতিক সংযোগের মেরুদণ্ড।

১০. তথ্য, জ্ঞানীয় ও সামাজিক-প্রযুক্তিগত প্রযুক্তি

- বৃহৎ-মাত্রার সামাজিক মাধ্যম ম্যানিপুলেশন, ডিপফেক জেনারেশন এবং সনাক্তকরণ, আখ্যান বিশ্লেষণ।
- মানব-মেশিন টিমিং, প্রশিক্ষণ ও মিশন রিহার্সালের জন্য এআর/ভিআর।

আখ্যান এবং মানব সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এখন ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলি আগামী ১০-২০ বছরের জন্য জাতীয় ক্ষমতার নির্ধারক হবে। চীন দ্রুত এটি তৈরি করতে পেরেছে কারণ এটি ২০০০-এর দশকের অনেক উদীয়মান প্রযুক্তি চুরি করেছিল। আমাদেরও একই কাজ করতে হবে। আপনি যদি উপরের যেকোনো ক্ষেত্রে একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ হন, তবে যেখানে আপনি ডেটা/হার্ডওয়্যার পেতে পারেন সেখানে যান। আপনি জানেন কী নিতে হবে। তা সংগ্রহ করুন এবং আপনার জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনুন।

48 মেটাল থ্রিডি প্রিন্টিং; সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লজিস্টিক হাবের ব্লুপ্রিন্ট।

49 সামরিক ও বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট নক্ষত্রমণ্ডল (আইএসআর, যোগাযোগ, পিএনটি/জিএনএসএস) – প্রধানত স্পেসএক্স/স্টারলিংক এবং অ্যামাজন লিও/কুইপার/আলট্রা।

ক্ষমতা অর্জনের একটি বাস্তবসম্মত নির্দেশিকা: আবু মুহাম্মদ আল-জওলানির শিক্ষা

এই নথিতে উপস্থাপিত সুপারিশগুলি, উদাহরণস্বরূপ, উপরের মুক্তি-পূর্ববর্তী কৌশল বিভাগে, কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সেরা কৌশলগত প্রমাণ থেকেই নয়, বরং হাদাফ-সংশ্লিষ্ট মুজাহিদীন আন্দোলনগুলির সমসাময়িক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও এসেছে।

আমাদের ভাই আবু মুহাম্মদ আল-জওলানি এবং সিরিয়ার মুজাহিদীনদের দ্বারা ২০১৬ সাল থেকে গৃহীত কার্যক্রমগুলি অধ্যয়ন ও অনুসরণের জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ প্রদান করে। তারা সিরিয়ায় যা অর্জন করেছেন তা নিয়ে ভাবুন – হাদাফ আন্দোলন, মাত্র ২০ বছরে, তার নেতাদের বিশ্বের সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত পলাতক থেকে আমাদেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতির নেতা হয়ে ওঠা এবং হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে আলোচনা করা পর্যন্ত এগিয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পরিস্থিতি বোঝেন এবং হাদাফে পৌঁছানোর গুরুত্ব জেনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আল্লাহ সিরিয়ার সম্ভ্রান্ত জনগণের আত্মত্যাগ কবুল করুন এবং এই পথে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিদান দিন। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং বারবার ব্যর্থতা থেকে সিরিয়ার মুজাহিদীন নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্ষমতা অর্জনের জন্য পরিবর্তন ও আপস করতে হবে। এইচটিএস (HTS) এবং তার অংশীদাররা সিরিয়ায় যে সেরা কৌশলগুলি নিয়েছিল তার কিছু এখানে দেওয়া হলো:

১. আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং একটি জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন হিসেবে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলা

সিরিয়ার আল-কায়েদা এবং আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধিকাংশ বুঝতে পেরেছিলেন যে আল-কায়েদা এবং এর সংশ্লিষ্ট বোঝা নিয়ে প্রকাশ্যে অংশীদারিত্ব চালিয়ে যাওয়া তাদের সর্বদা লক্ষ্যবস্তু করে রাখবে, বিরোধীদের ঐক্যের পথে বাধা হবে এবং তৃতীয় দেশগুলিকে প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করতে দেবে না। এইভাবে, তারা নিজেদেরকে একটি জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন হিসেবে নতুনভাবে গড়ে তোলেন, আল-কায়েদা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যারা এই কৌশলের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত ছিলেন। যদিও এটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সাথে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, তবে এটি এইচটিএসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, তৃতীয় দেশের সমর্থন আকর্ষণ এবং বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল—এগুলি সবই ক্ষমতা অর্জন ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

শিক্ষা: যখন আপনার ক্ষমতা নেই, তখন আপনি কীভাবে নিজেকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেন তা গুরুত্বপূর্ণ। যদি অন্য কোনো ছদ্মবেশ বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সেটি পরিবর্তন করুন এবং হয়ে উঠুন। আপনাকে যা বিশ্বাস করেন তা প্রকাশ্যে ক্রমাগত প্রকাশ করতে হবে না। প্রায়শই, আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখা বেশি উপকারী হয়। প্রয়োজনে, নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করুন। নিজেকে গোষ্ঠী বা বাগাড়ম্বরের সাথে আবদ্ধ করবেন না—সর্বদা মনে রাখবেন, ক্ষমতা ছাড়া ধার্মিকতা কেবল একটি মতামত। হাদাফের জন্য যা প্রয়োজন তা করুন।

২. অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে সহ-বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা
পুনরায় ব্র্যান্ডিং করার পর, এইচটিএস এটাও দেখল যে (১) সামরিক ভারসাম্যের অভাবে, বাশারকে পরাজিত করতে হলে অনেক বিচ্ছিন্ন বিরোধী দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং অন্তত সামরিকভাবে একটি একক ফ্রন্ট হিসেবে সমন্বয় করতে হবে, যদি না তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, এবং (২) যদি এমন ঐক্য এইচটিএস-এর অধীনে সম্ভব হয়, তাহলে এটি সংঘাতে জড়িত অনেক বিদ্বেষপূর্ণ বিদেশী অভিনেতাদের (যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত) প্রভাব কমিয়ে দেবে এবং উপকারী বিদেশী অভিনেতাদের (যেমন তুরস্ক) শক্তিকে একটি প্রধান বিরোধী দলের দিকে কেন্দ্রীভূত করবে। এভাবে, এইচটিএস ডজন ডজন বিরোধী দলকে একত্রিত করতে সময় ও সম্পদ ব্যয় করেছিল। এটি সর্বদা সহজ ছিল না, তবে এটি কার্যকর ছিল।

শিক্ষা: নেতৃত্ব নিন। যদি অন্যরা আপনার বিভাজনের সুযোগ নেয়, তবে একত্রিত হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তা করুন। নতুন মিত্র তৈরি করতে ছাড় দিন। আপনার ঘর বিভক্ত থাকলে আপনি বাইরে জিততে পারবেন না।

৩. বিদেশী মুজাহিদীনদের আমন্ত্রণ ও সহ-বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা
বিপ্লবের শুরু থেকেই সিরিয়ায় বিদেশি মুজাহিদিনরা উপস্থিত থাকলেও, এইচটিএস তাজিক, তুর্কি, তুর্কিস্তানি, উজবেক এবং অন্যান্য বিদেশি মুজাহিদিনদের বড় দলগুলিকে স্থান দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এটি কেবল দরকারী মতামতই নিয়ে আসেনি, বরং জওলানি এবং এইচটিএস-এর জন্য আনুগত্যের একটি অতিরিক্ত স্তর তৈরি করেছিল যা স্থানীয় রাজনীতি থেকে সুরক্ষিত ছিল। বহুবার, জওলানি বিতর্কিত আদেশ বাস্তবায়নের জন্য বিদেশি মুজাহিদিনদের উপর নির্ভর করেছিলেন। এবং যখন এইচটিএস দামেস্ক দখল করে, তখন এই মুজাহিদিনদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং সেটআপের অংশ করা হয়েছিল, যা নতুন সরকারের স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

শিক্ষা: এটি একটি উম্মাহর আন্দোলন। আমাদের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এবং, একজন নেতা হিসেবে, মাঝে মাঝে এমন বিভিন্ন বিদেশী গোষ্ঠী থাকা উপকারী যারা কেবল আপনার প্রতি অনুগত।

৪. তুরস্কের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা
বিদ্রোহের গত ১২০ বছরের ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখিয়েছে যে একটি বিদ্রোহের জন্য বিদেশী সমর্থন, অথবা এর অভাব, তার সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সিরিয়াও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এইচটিএস এবং তুরস্ক উভয়ই ইদলিবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, যদিও উভয় পক্ষের স্বার্থ সবসময় সারিবদ্ধ ছিল না, এবং এইচটিএস বহুবার তুর্কি স্বার্থের সাথে মানিয়ে নিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। স্বার্থের অভিসরণের পাশাপাশি, এইচটিএস-এর পুনরুত্থান এবং বিরোধী গোষ্ঠীগুলির একীকরণ এটিকে একটি কার্যকর ও গুরুতর অংশীদার হিসেবেও দেখিয়েছিল – সিরিয়ায় একমাত্র অংশীদার হওয়ার মতো। এর ফলে কেবল ইদলিবের টিকে থাকাই সম্ভব হয়নি, বরং বিরোধী শক্তিগুলির পুনর্জন্ম, তাদের উচ্চ স্তরের প্রশিক্ষণ এবং উন্নত সরঞ্জাম (যেমন ড্রোন) প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল, যা শত্রুর উপর দ্রুত সামরিক বিজয় এনে দিয়েছিল। এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আজও ফলপ্রসূ হচ্ছে কারণ তুরস্ক নতুন সিরীয় সরকারকে কূটনৈতিকভাবে রক্ষা করছে এবং ওয়াশিংটনে স্বাভাবিকীকরণের জন্য চাপ দিচ্ছে – সিরীয় ক্ষমতা পুনর্গঠনের জন্য জওলানির স্থান ও সংস্থান পাওয়ার একটি মূল প্রয়োজন।

শিক্ষা: যদিও এরদোগানের অধীনে তুরস্ক যেকোনো মুজাহিদ আন্দোলনের জন্য কমবেশি আদর্শ তৃতীয় পক্ষের রাষ্ট্রীয় সমর্থক, তবে এটি এইচটিএস যা করেছে তার মূল্যকে ছোট করে দেখে না। বন্ধু থাকা ভালো, শক্তিশালী বন্ধু থাকা আরও ভালো। বাইরে থেকে আগ্রহী ও কার্যকর সহায়তা আনতে প্রয়োজনীয় ছাড় দিন, কারণ তৃতীয় পক্ষের রাষ্ট্র আপনাকে সমর্থন করার জন্য ঝুঁকি নেবে। তাদের আপনার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত করুন এবং তাদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করুন। আপনাকে সবকিছুতে একমত হতে হবে না, কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বার্থের অভিসরণ থাকা প্রয়োজন – শত্রু তাগুত সরকারকে অপসারণ। এবং, আপনাকে চিরকাল মিত্র থাকতে হবে না, একবার তারা আপনাকে ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করলে, আপনি নিজের পথ নিজেই তৈরি করতে পারেন।

৫. ইদলিব মডেল তৈরি করা – সুশাসন

সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি, এইচটিএস ইদলিবকে সংস্কার ও স্থানীয় পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ভালোভাবে শাসন করতে অনেক সময় ব্যয় করেছিল। এটি কেবল ইদলিবের জনপ্রিয় সমর্থনই নিশ্চিত করেনি, বরং বাশারের অধীনে থাকা সিরিয়ার বাকি জনগণের কাছেও প্রমাণ করেছিল যে এইচটিএস একটি কার্যকর বিকল্প। এর অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে এইচটিএস শাসনের ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিল।

শিক্ষা: সফল বিদ্রোহ একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। সামরিক প্রস্তুতি কেবল একটি দিক। আপনাকে একটি জাতিকে বিশ্বাস করাতে হবে যে আপনি বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে ভালো বিকল্প। সুতরাং, যদি আপনার নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূখণ্ড থাকে, তবে তা ভালোভাবে পরিচালনা করুন। সুশাসন ও উচ্চ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। মানুষকে সহ-বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার দিকে মনোযোগ দিন, অতীতে কিছু গোষ্ঠী যেমন করেছিল, হুদুদ (Hadd) বাস্তবায়নের ভিডিও করা এবং মানুষকে আপনার প্রতি ভীত করার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না।

৬. দ্রুত, মোবাইল উন্নত যুদ্ধ

সিরিয়ার বহু বছরের সামরিক অভিজ্ঞতা এইচটিএস পরিকল্পনাকারীদের নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। একটি ধীরগতির এবং স্বল্প-তহবিলপ্রাপ্ত তালিকাভুক্ত সেনাবাহিনীর মুখে আপনাকে তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে (কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ নোড) দ্রুত আক্রমণ করতে হবে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বড় গঠনগুলিকে বাইপাস করুন এবং তাদের পিছনে কাজ করুন, এবং আপনি সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবেন। নজরদারির জন্য আইএসটিএআর (ISTAR) ড্রোন এবং গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি লক্ষ্যবস্তু করার জন্য এফপিভি (FPV) ড্রোন ব্যবহার করুন। এর জন্য বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং মহড়া চালানো হয়েছিল। মুজাহিদীনদের পেশাগতভাবে প্রশিক্ষণের জন্য সামরিক একাডেমি স্থাপন করা হয়েছিল।[50]

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে পরিচালিত অপারেশনগুলি একটি সু-প্রশিক্ষিত ছোট বাহিনীর দ্বারা মহড়া দেওয়া সীমিত উদ্দেশ্য (আলেপ্পো) অর্জনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ, তবে দ্রুত সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের কমান্ড সাহস এবং কৌশলগত ক্ষমতা ছিল। শুরুতে, আলেপ্পোর পরে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তবে এটি দ্রুত পতন হয়, শত্রুর প্রধান দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা হয়, এবং মুজাহিদীনদের চলার পথে সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য মিশন কমান্ড ক্ষমতা ছিল—ঠিক দামেস্ক পর্যন্ত। সামগ্রিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা ইদলিব থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, এবং অতিরিক্ত

50 একজন মুজাহিদ সবার আগে একজন পেশাদার সৈনিক।

বিস্তৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরবরাহ করা হয়েছিল, তবে অভিযানগুলি মাঠের কমান্ডারদের দ্বারা চলাচলের পথে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যাদের উচ্চ ঝুঁকি-পুরস্কারমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। শত্রুকে পুনরায় একত্রিত হওয়ার এবং পাল্টা আক্রমণ করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রতিটি পুরুষ ছিলেন এক গুডারিয়ান।

শিক্ষা: আপনার শত্রুকে জানুন। তার দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগান এবং আপনার শক্তিগুলিকে সেগুলোকে শোষণ করার জন্য সামঞ্জস্য করুন। আপনার কাছে উপলব্ধ সরঞ্জামগুলি বাড়ান – আধুনিক প্রযুক্তি শিখুন এবং ব্যবহার করুন। দ্রুত, মোবাইল যুদ্ধে নিযুক্ত হন। শত্রুর ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ করুন, আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করুন। যা ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই তা এড়িয়ে যান। শত্রুপক্ষের পিছনের লাইনে কাজ করুন। সাফল্য কাজে লাগানোর অবস্থানে থাকুন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং CONPLAN (কন্টিনজেন্সি প্ল্যান)[51] সেট করুন কিন্তু আপনার অধস্তনদের উচ্চ ঝুঁকি-পুরস্কারমূলক কাজ করার জন্য সমর্থন দিন।

৭. সরকারে বাস্তববাদী হওয়া

পরিশেষে, মুক্তির পর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এইচটিএস-এর কার্যক্রম নতুন সিরীয় নেতৃত্বের বিচক্ষণ বাস্তববাদ প্রমাণ করে চলেছে। তাদের নিজস্ব অবস্থান বুঝতে পেরে তারা দ্রুত তুরস্কের সাথে অংশীদারিত্ব ব্যবহার করে গত ১৩ বছরে তাদের এবং দামেস্কের উপর আরোপিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাগুলি থেকে মুক্তি লাভ করে। তারা কাতারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন করেছিল, এই উপলব্ধি নিয়ে যে কাতার এমন একটি অভিনেতা যে বিনিয়োগ আনতে পারে এবং তুরস্কের সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পুরনো ক্ষোভ ভুলে, নতুন সরকার এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের মতো বিদ্বেষপূর্ণ অভিনেতাদের সাথেও বৈঠক করে, স্বীকৃতি এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানায়। রাশিয়া এবং ইরানের সাথে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছিল এবং উভয়কে কিছু আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল – কেবল সিরিয়ায় পরাজিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা দামেস্কের ক্ষতি চালিয়ে যেতে পারত না। জওলানি বিচক্ষণতার সাথে চলমান শত্রুতাকে প্রশমিত করেছিলেন – সিরিয়ার এই সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার জন্য সময় এবং সম্পদ নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তুর্কি কূটনৈতিক চাপ ব্যবহার করে, তারা একটি লেনদেনমূলক ট্রাম্পের[52] সাথে নিজেদের পুনর্বাসন করে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং নতুন সরকারকে স্বাভাবিক করে তোলে। এমনকি দামেস্কের প্রতি বর্তমান সবচেয়ে বড় হুমকি, জায়নবাদী সত্তার সাথেও, তারা বিচক্ষণতার সাথে নেতানিয়াহুর অভ্যন্তরীণ পুতুলদের বিরুদ্ধে তাদের হাত সীমিত রেখেছে, এই উপলব্ধি নিয়ে যে জায়নবাদী সিরিয়াকে ভেঙে ফেলার জন্য একটি প্রতিক্রিয়া ঘটাতে চাইছে।

এই বৈদেশিক নীতির সাফল্য সিরীয় সরকারকে SDF-এর মতো অভ্যন্তরীণ অভিনেতাদের সাথে আলোচনা করতে দিয়েছে, যা তাদের নিজস্ব বিদেশী সমর্থনকে দুর্বল করে দিয়েছে।

শিক্ষা: ক্ষমতা নেওয়া যথেষ্ট নয়। আপনাকে তা ধরে রাখতে হবে এবং বাড়াতে হবে যতক্ষণ না তা অদম্য হয়। অতএব, আপনাকে পুরনো শত্রুতা ভুলে যেতে হবে এবং আজকের ও আগামীকালের শত্রুদের সাথে হাত মেলাতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য, যেমন সিরীয় নেতৃত্ব ভালোভাবে বোঝেন, তা হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করা। একজন উচ্চকণ্ঠ এবং নীতিবাদী অথচ দুর্বল মুসলিম উম্মাহর কোনো উপকারে

51 কন্টিনজেন্সি প্ল্যান – অর্থাৎ, যদি এমনটি হয় তবে আমরা কী করব।

52 এটি হয়তো বাইডেনের অধীনে সম্ভব হতো না। তবে আপনি হাতে থাকা তাস নিয়েই খেলবেন।

আসে না। এটি ক্ষমা নয়, এটি বিলম্ব – সিরীয় জনগণের প্রতিশোধ হলো এমন একটি পদ যা ঠাণ্ডা অবস্থায় পরিবেশন করা হয়।

বুদ্ধিদীপ্ত অভিযোজন: জেএনআইএম এবং আল-শাবাবের বিবর্তন

মুসলিম বিশ্বের মুজাহিদীন আন্দোলনগুলির একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা উচিত এবং একে অপরের থেকে শেখা উচিত। আফ্রিকার সমসাময়িক আন্দোলনগুলি – সাহেলের জামাআত নাসর আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এবং সোমালিয়ার হারাকাত আল-শাবাব আল-মুজাহিদীন (আল-শাবাব) উভয়ই সিরিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং সিরিয়ার মুজাহিদীনদেরও কিছু শিক্ষা দিয়েছে। আপনি দেখবেন এই দুটি গোষ্ঠীই সিরিয়ার এইচটিএস-এর অভিযোজনের প্রায় একই সময়ে সেই অনুযায়ী অভিযোজিত হয়েছে। এখানে এই দুটি গোষ্ঠীর কিছু সফল কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে, যা সিরিয়ার বিভাগে উল্লিখিত অভিযোজনগুলির অতিরিক্ত।৫১

১. স্থানীয় অভিযোগের ব্যবহার

যেসব এলাকায় জেএনআইএম (JNIM) এবং আল-শাবাব (Al Shabab) কাজ করে, সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে অস্থিতিশীলতা, আন্তঃ-জাতিগত সংঘাত এবং সরকারি দমন-পীড়নের শিকার।

বিশেষত মালিতে, জেএনআইএম সফলভাবে নিজেদেরকে আন্তঃ-জাতিগত বিরোধে (ফুলানি বনাম ডগন বা তুয়ারেগ বনাম রাষ্ট্র) প্রবেশ করিয়েছে, আখ্যানকে আন্তঃ-জাতিগত থেকে ইসলামিক আখ্যানে পরিবর্তন করেছে, যেখানে তারা নিপীড়িত মুসলিমদের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরে। এটি বিয়ের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সাথে গভীর সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, যা এলাকা নিয়ন্ত্রণ, আনুগত্য, গোয়েন্দা তথ্য এবং এম্বেডেড নিয়োগ নিশ্চিত করে।

সোমালিয়ায়, আল-শাবাবও সর্বদা তার সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছে—সকল সোমালীয়কে একটি বৃহত্তর সোমালিয়ার অধীনে একত্রিত করে। এটি সোমালিয়ার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে থেকে ব্যাপক সমর্থন আকর্ষণ করেছে, যা বর্তমান জনগণের কাছে আরও সহজে পরিচিত একটি ধারণার সাথে সংগ্রামকে যুক্ত করেছে। এটি তার নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসন করেছে, বাস্তব চাহিদা (ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, বিরোধ নিষ্পত্তি) পূরণের মাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছে, যা প্রায়শই সরকারি সরকার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষা: যদিও গোত্র, উপজাতি, জাতিগত এবং রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ গত ২০০ বছর ধরে আমাদের মুসলিমদের জন্য একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের লক্ষ্য হল অবশেষে এই সীমান্তগুলি মুছে ফেলা, তবে আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে এটি রাতারাতি ঘটবে না। যেসব জনগোষ্ঠী তাদের পুরো জীবন এই কৃত্রিম কাঠামোকে নিজেদের বলে চিহ্নিত করে জীবনযাপন করেছে, তারা কিছু সময়ের জন্য সেগুলো আঁকড়ে ধরে থাকবে। তাহলে কেন এই উপ-পরিচয়ের প্রতি আবেগপূর্ণ সংযুক্তিকে হাদাফের জন্য ব্যবহার করা হবে না?

২. বৃহৎ শহরাঞ্চল দখল করতে অস্বীকার

জেএনআইএম (JNIM) বিশেষত বড় শহরাঞ্চল দখল করতে এবং তা ধরে রাখতে অস্বীকার করেছে, যদিও মাঝে মাঝে তারা সক্ষম ছিল। এটি স্থানীয় ভূখণ্ড সম্পর্কে একটি বোঝার থেকে উদ্ভূত হয় যে, যতক্ষণ না সরকার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, ততক্ষণ শহরাঞ্চল ধরে রাখা কেবল জেএনআইএমকে

কেন্দ্রীভূত অবস্থানে সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে। শহর দখল করলে একটি বৃহত্তর শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোগত পদচিহ্ন এবং শহুরে স্টেকহোল্ডারদের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে – এমন পদক্ষেপ যা এই মুহূর্তে জেএনআইএম-এর জন্য খুব বেশি সময় ও সম্পদ সাপেক্ষ হবে, কিন্তু রাষ্ট্র দখলের তাদের উদ্দেশ্যকে খুব বেশি এগিয়ে দেবে না। বরং, তাদের জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যমান নেটওয়ার্কগুলির উপর নির্ভর করে শহরগুলির চারপাশে অবাধে কাজ চালিয়ে যাওয়া, তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া এবং আলোচনার মাধ্যমে সরকারকে ছাড় দিতে বাধ্য করা আরও ভালো।[53]

আল-শাবাব একসময় ২০০৬-১১ সাল পর্যন্ত সোমালিয়ার শহুরে ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলেই বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, পরে AU বাহিনীর দ্বারা বিতাড়িত হয়। তখন থেকে তারা শহরাঞ্চল দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে না রাখতে শিখেছে। বস্তুত, তারা প্রায়শই শহরাঞ্চল দখল করেছে, কেবল সেগুলো ফাঁদে ফেলে, পরিত্যক্ত করে, সরকারি বাহিনীকে আকৃষ্ট করে এবং তারপর তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।

শিক্ষা: আপনার শক্তি জানুন এবং তা কাজে লাগান। সহজলভ্য হলেও কেবল তাই গ্রহণ করবেন না। কম ঝুঁকির সুযোগ ছেড়ে দিন, কারণ কখনও কখনও এটি বিষাক্ত হতে পারে এবং আপনার লক্ষ্য থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে পারে – অন্যদেরকে তা ধরে রাখতে দিন।

৩. অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা

উভয় গোষ্ঠীই বহিরাগত ধাক্কার বিরুদ্ধে উচ্চ স্তরের স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে। তারা সফলভাবে স্বনির্ভর বিদ্রোহ গড়ে তুলেছে যার অর্থ হল তারা আর্থিক বা জনবল উভয় ক্ষেত্রেই বাইরের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং অনেকটাই উপকরণগতভাবেও নয়। এর মানে হল তারা তাদের লক্ষ্যগুলির দিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নীতি ও কৌশল অনুসরণ করতে পারে এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে যেকোনো আলোচনা শক্তিশালী অবস্থান থেকে আসে।

সংহতির দিক থেকে, আল-শাবাব সম্ভবত আজকের সবচেয়ে স্থিতিস্থাপক মুজাহিদ গোষ্ঠী। এটি তাদের অত্যন্ত কার্যকর পাল্টা-গোয়েন্দা শাখা – আমনিয়াত (Amniyat)-এর কারণে। এটি এমন ধরনের বিভেদ রোধ করেছে যা অন্যান্য রণাঙ্গনে মুজাহিদীন গোষ্ঠীগুলিকে দুর্বল করেছে।

শিক্ষা: সিরিয়ার মতো একটি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশে, যেখানে অনেক বিদেশী অভিনেতা জড়িত, সেখানে এইচটিএস-এর তুরস্কের সাথে অংশীদারিত্ব করা যুক্তিযুক্ত ছিল। সোমালিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়, যেখানে অবাধে কাজ করার জন্য আরও বেশি স্থান রয়েছে এবং আঞ্চলিক শক্তির অভাব রয়েছে, সেখানে নিজস্ব দেশীয় ক্ষমতা বাড়ানো বেশি যুক্তিযুক্ত।

ইনশাআল্লাহ, যখন এই গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্র দখলের লক্ষ্য অর্জন করবে এবং শাসক সরকারে পরিণত হবে, তখন তাদের সিরিয়ায় এইচটিএস যে রাজনৈতিক বাস্তববাদ দেখিয়েছিল, সে রকমই বাস্তববাদ দেখানোর প্রত্যাশা করুন।

53 চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব চীনে মাওবাদীদের দ্বারা একই ধরনের কৌশল দারুণ সাফল্যের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল।

উম্মাহর জন্য কিভাবে উপকারী হওয়া যায় না

(অথবা কী করা উচিত নয়)

কান্দাহারী গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও ব্যর্থতা

কান্দাহারী গোষ্ঠী হলো ধর্মীয় পণ্ডিতদের সেই ছোট দল, যারা ২০২১ সাল থেকে আফগানিস্তান আমিরাতের সমস্ত ক্ষমতা সুসংহত করেছে এবং নীতি নির্ধারণ করে। আমরা তাদেরকে বৃহত্তর তালেবান আন্দোলন এবং বিশেষ করে হাক্কানি গোষ্ঠী থেকে আলাদা করি, কারণ তাদের নীতি ও আচরণগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তালেবান আন্দোলন বা তাদের মুজাহিদীনদের হেয় করা নয়, যারা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অতুলনীয় আত্মত্যাগের সাথে একটি চমৎকার জিহাদ করেছেন এবং তাদের অনেকেই আন্তরিকভাবে আফগান জনগণের সেবা করে চলেছেন। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো বর্ণনা করা যে, কান্দাহারী গোষ্ঠীর দ্বারা আফগানিস্তানে চাপানো দূরদর্শিতার অভাব এবং বর্তমান ব্যবস্থা হাদাফের জন্য কতটা ক্ষতিকর। এটি একটি সমসাময়িক উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে সরকারে থাকলে কী করা উচিত নয়।

১. ধর্মীয় পণ্ডিতদের নিয়ে সরকার গঠন করবেন না।

আফগানিস্তানের প্রতিটি সিদ্ধান্ত হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার ঘনিষ্ঠ কান্দাহারী ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি ছোট দল দ্বারা নেওয়া হয়। বাইরে থেকে খুব কমই আলোচনা বা ইনপুট আসে, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রায় কোনো ইনপুটই আসে না। এই ব্যক্তিরা, যদিও তাদের উদ্দেশ্য সেরা হতে পারে, শাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যোগ্য নন। শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চালিকাশক্তি সম্পর্কে বোঝার অভাব আফগানিস্তানে অসংখ্য প্রধান সমস্যার সৃষ্টি করেছে—সরকারি বিভাগগুলিতে দুর্নীতি ব্যাপক, যা ধীর ও অযোগ্য, কারণ নিয়োগগুলি মেধার ভিত্তিতে নয়, স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে করা হয়। তবে প্রধান সমস্যা হলো কেবল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বাইরে কোনো দূরদর্শিতার অভাব। এটি আফগান জনগণের প্রতি একটি অবিচার, যাদের মধ্যে অনেকেই সরকারের অযোগ্যতার কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এবং উম্মাহর প্রতিও, যারা অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে ও সামরিকভাবে শক্তিশালী আফগানিস্তান থেকে উপকৃত হতো। একজন পুরুষের দাড়ির দৈর্ঘ্য নিয়ে প্রতিদিন দাওয়াত দেওয়া তাদের আখিরাতের জন্য চমৎকার, কিন্তু আল-কুদস মুক্ত করার ক্ষেত্রে তা সামান্যই কাজে দেবে।

সরকারে ধর্মীয় পণ্ডিতদের ভূমিকা আছে, তবে তাদের সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হওয়া উচিত নয়। তাদের ভূমিকা তাদের বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। খুলাফা-ই-রাশিদিনদের কাছ থেকেও আমরা এই শিক্ষাই পাই। তাদের চারজনের কেউই, নিজেদের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের পাণ্ডিত্যের কারণে এই পদগুলো পাননি (অন্য সাহাবীরা আরও ভালো পণ্ডিত ছিলেন), বরং তারা শাসনের ক্ষেত্রে সেরা নেতা ছিলেন বলেই পেয়েছিলেন।

আর, যদি পণ্ডিতদের ক্ষমতার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে নিশ্চিত করুন যে তারা ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিত যারা কোনো কিছুর বিনিময়েও আপনাকে সত্য কথা বলবে।

২. এক শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সরকার গঠন করবেন না

একই পটভূমি থেকে আসা ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন করবেন না – তা জাতিগত, উপজাতীয়, শ্রেণীগত বা অন্য কোনো সম্পর্কই হোক না কেন। সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে এটি উন্নয়ন এবং সেরা সমাধান অর্জনের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদেরও আনুন, এমনকি যদি তারা একসময় আপনার শত্রুও হয়ে থাকে। স্বপ্ন বিক্রি করুন, সবাইকে ফলাফলের সাথে যুক্ত করুন, এবং আপনি সফল হবেন। ভিন্ন মতামত এবং সমালোচনার জন্য জিজ্ঞাসা করুন, নতুন ধারণার জন্য চাপ দিন – এটি আরও ভালো সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে। সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্তি দিয়ে তৈরি হয়, বর্জন দিয়ে নয়। তাদের দেখান যে যদি তারা হাদাফের জন্য কাজ করে তবে রাষ্ট্র তাদের জন্য কাজ করবে। সম্পদ ভাগ করুন।

কান্দাহারী গোষ্ঠী অন্যান্য পশতুন, তাজিক, তুর্কমেন এবং অন্যান্যদের খরচে নিজেদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করায় চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ তারা জোরপূর্বক তাদের নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

৩. সংস্কৃতিকে ধর্মের সাথে মিশ্রিত করবেন না

এটি হাদাফের প্রতি অবিচার এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে একটি অপরাধ উভয়ই। আল্লাহ যা নির্দেশ দেন, তা করুন, এর বেশিও না, কমও না। কান্দাহারী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব কান্দাহারী পশতুনওয়ালি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে আইন তৈরি করে এবং তারপর ইসলামের ছদ্মবেশে সেগুলি জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি। এটি ইসলাম এবং হাদাফ উভয়েরই পরিপন্থী। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে নারীদের শিক্ষার প্রতিটি সুযোগ দিতে হবে – এটি খুব সহজ। এমনকি তাদের কাজ করার ক্ষমতাও সহজে সমাধান করা যায় – কেবল নারীদের জন্য স্থান তৈরি করুন এবং তাদের এমন একটি সামাজিক চুক্তি দিন যা তাদের পারিবারিক জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে দেয়, তবে অর্থনীতিতেও অবদান রাখতে সক্ষম করে। জনসংখ্যার ৫০% কে অজ্ঞতার মধ্যে রাখা একটি অপরাধ, যারা পরবর্তী প্রজন্মকে বাড়িতে শিক্ষিত করার দায়িত্বে থাকবে। কান্দাহারী মোল্লার স্থানীয় হাসপাতালে ফোন করে তার অসুস্থ স্ত্রীর জন্য কোনো মহিলা ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করার গল্পটি এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। ভালো ডাক্তার উত্তর দিলেন যে আপনি তাদের সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার স্ত্রীকে দেখার মতো কেউ নেই। এর মূর্খতা দেখে হাসবেন নাকি নিপীড়ন দেখে আফসোস করবেন? যারা ভেবেছেন আল্লাহ কাদের উপর কুরআন নাজিল করেছেন, তাদের কাজ এমন নয়।

৪. সমালোচনার ভয় পাবেন না। কখনো নিপীড়ন করবেন না। অনিরাপদ হবেন না এবং ভয় দেখিয়ে শাসন করবেন না।

কান্দাহারী গোষ্ঠীর আফগানিস্তানের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের বেশিরভাগ সময় প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন মুকাওয়ামাত (যা প্রধানত সামাজিক মাধ্যমে বিদ্যমান) থেকে তাদের শাসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। তারা এমনকি এমন শিক্ষার্থীদেরও গ্রেপ্তার করে এবং বিচার করে যারা সরকারকে আরও ভালো করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করে। যে কেউ তালেবান না, অথবা আরও ভালো, কান্দাহার থেকে নয়, তাকে চরম সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

এটি সম্পদ ও প্রচেষ্টার অপচয়। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আন্তরিক এবং প্রভাবশালী করুন। সক্রিয় হন, প্রতিক্রিয়াশীল নন। তাহলে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কে ভালো যুক্তি দেবে? তাদের প্রকাশ্যে কথা বলতে দিন এবং জনগণ তাদের কথার নিরর্থকতা দেখবে। বিরোধীতার ভয় পান তা কখনো দেখাবেন না। ছোটখাটো পুরুষদের শহীদ বানাবেন না। আপনি কি মনে করেন যে কয়েকশ ধর্মনিরপেক্ষবাদী বা কয়েক ডজন কমিউনিস্ট বা জাতীয়তাবাদী এই মহান হাদাফের উপর তাদের কারণের জন্য উম্মাহকে রাজি করাতে পারবে, যা প্রতিটি মুসলিমের ফিতরাহ থেকে আসে? তাদের তাদের বোকামি ঝাড়তে স্বাধীনতা

দিন এবং তাদের উপেক্ষা করা হবে। তাদের নিপীড়ন করলে আপনি কেবল একটি সমস্যা তৈরি করবেন যেখানে কোনো সমস্যা ছিল না।

খুলাফা-ই-রাশিদিনের প্রজ্ঞা মনে রাখুন, যখন যে কেউ দাঁড়িয়ে তাদের যেকোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। তারা আন্তরিক ছিলেন এবং তাই তাদের যুক্তি ছিল ন্যায্য। এটি কি তাদের ক্ষমতা কমিয়েছিল নাকি বাড়িয়েছিল?

উপরোক্ত উদাহরণগুলো আপনাকে দেখানোর জন্য দেওয়া হয়েছে যে, হাদাফের সন্ধানে কী করা উচিত নয়। তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিন। এগুলি তালেবান বা এমনকি কান্দাহারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং, আপনার দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ তাদের হেদায়েত করেন এবং এই হাদাফে তাদের উপকারী করেন, কারণ তারা আমাদের মুসলিম ভাই এবং অনেকেই আন্তরিক। তাদের সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, তারা একটি মুজাহিদ-মুসলিম সরকার এবং বিশ্বের তাগুতদের চেয়ে অনেক ভালো। তাদের প্রতি শত্রুতা করবেন না, বরং তাদের প্রতি সদয় হন এবং তাদের সাহায্য করুন। ইনশাআল্লাহ, যখন তারা আপনার সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া সাফল্য দেখবে, তখন অধিকাংশই আপনার সাথে হাদাফের দিকে যোগ দেবে।

কিছু ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা

১. কেন আমাদের এখন জিহাদ করা উচিত?

কারণ:

১. আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন।

২. এটি সময়ের দাবি। কেবল জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিমদের রক্ষা করা যেতে পারে এবং তাদের সম্মান পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

৩. এটি ফরয-উল-আইন (ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যপালনীয়)।

৪. এটি সর্বোত্তম চুক্তি, সকল সমস্যার সমাধান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সহজতম পথ।

৫. এটি আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ নিবেদন। আপনার প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানানোর এটি সেরা উপায়।

৬. দুনিয়া ও আখিরাতে শহীদদের জন্য নির্ধারিত অসংখ্য নেয়ামত ও নিরাপত্তা অর্জন করা।

৭. দুনিয়ার পরীক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচানো। যদি আপনি অন্যান্য সৎ লোকদের সাথে জিহাদে লিপ্ত থাকেন, তবে আপনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা থেকে অনেক দূরে থাকবেন।

৮. সাধারণত আল্লাহর প্রতিদান এবং এর সাথে যা কিছু আসে তা অর্জন করা, অথবা এই জীবনে আপনার কাছে যা হারিয়ে গেছে এবং আপনি যা খুঁজছেন, সেই নির্দিষ্ট একটি প্রতিদান অর্জন করা।

৯. পূর্বের সকল পাপের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও প্রতিকার চাওয়া।

১০. নিপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য করা এবং নিপীড়নকারীদের পরাজিত করা।

১১. ইসলামের শত্রুদের এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মনে ভয় সৃষ্টি করা।

১২. এই অস্তিত্বের মিথ্যা এবং ক্ষণস্থায়ীত্ব উপলব্ধি করে এর মায়া থেকে নিজেকে বাঁচানো।

তবে সতর্ক থাকুন:

১. রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) থেকে – অজ্ঞাতপরিচয় থাকা আপনার বন্ধু।

২. বস্তুগত লাভ বা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা থেকে – বেপরোয়াভাবে প্রতিটি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, পদ প্রত্যাখ্যান করুন।

৩. অহংকার থেকে – মনে রাখবেন আপনি কিছুই নন।

৪. প্রতিশোধ থেকে – সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করুন।

জিহাদ হল হৃদয়ের সকল অসুস্থতার নিরাময় এবং আপনার সকল সমস্যার সমাধান। যদি আজকের মুসলিমরা এর গুরুত্ব ও কেন্দ্রীয়তা সত্যিই উপলব্ধি করত, তবে তারা তাদের সন্তানদের অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল জিহাদে পাঠানোর জন্যই জন্ম দিত। যদি পাপীরা উপলব্ধি করত যে এর মাধ্যমে কত সহজে তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, তবে তারা মসজিদ খালি করে এর দিকে ছুটে যেত। এটি এই উম্মাহর জন্য একটি অতুলনীয়, অপরিমেয় বিশেষ রহমত ও আশীর্বাদ, যা আমরা পাওয়ার যোগ্যও নই। এটি চূড়ান্ত সাফল্যের শর্টকাট। এটি কেবল এই জীবনে পাপ থেকে দূরে রাখে না, বরং আগামী সত্য জীবনের জন্য সকল পাপ মুছে ফেলে। এটি একটি ভাঙা হৃদয়ের সেরা নিরাময়, বিষণ্ণতার সেরা প্রতিষেধক, উদাসীনদের জন্য সেরা দুঃসাহসিক কাজ, পথভ্রষ্টদের জন্য সেরা শৃঙ্খলা এবং এই অস্তিত্বের নোংরামি থেকে সেরা প্রতিরক্ষা।

যদি কেউ আমার কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিহাদের আদেশ ছাড়া আর কিছুই না বলত, তাহলে আমি তা থেকেই দ্বীনের সত্যতা চিনতে পারতাম। এটি সত্যের মাপকাঠি। যদি আপনি একটি সত্য ধারণ করেন, তবে এর জন্য এবং এর নামে লড়াই করাটাই যুক্তিযুক্ত, অন্যথায় আপনি এটিকে সত্য বলে সত্যিই বিশ্বাস

করেন না। জিহাদ একটি ফরয, কিন্তু আল্লাহর কসম, যদি এটি একটি প্রান্তিক, নফল এবং সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক কাজও হত, তবুও আমি এর দিকে ছুটে যেতাম – এর সৌন্দর্য এবং সর্বব্যাপী শান্তি ও সুবিধা এমনই।

আপনি কী চান? আপনার কী হারিয়ে গেছে? আপনি যা চান, যেভাবে চান, জিহাদ এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পারেন। আপনি আল্লাহর অনেক আয়াত পড়েছেন, আমাদের নবীর জিহাদ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস জানেন। আর কার উপর আল্লাহ হাসেন? আর কে বিচার দিবসে ভয় ও জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নিরাপদ এবং জান্নাত নিশ্চিত? আর কাকে তার আত্মীয়দের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়? আর কার কাছ থেকে আল্লাহ কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন না? আর কে চিরকাল জীবিত থাকে, কিছু চায় না, জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থান পায়? জান্নাতের আর কে এই জীবনে ফিরে আসতে চায় যাতে তারা আবারও শাহাদাতের আনন্দ উপভোগ করতে পারে? আমি আপনাকে আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর প্রতিশ্রুতি এমনই যেমন আমরা তাঁকে নিয়ে ভাবি, এবং তাঁর রহমত তেমনই যেমন আমরা চাইব, এবং তাঁর দান তেমনই যেমন আমরা চাই – যদি আপনি তাঁর পথে লড়াই করেন এবং তাঁর পথে মরার সংকল্প করেন, যখন আপনি তাঁর সামনে দাঁড়াবেন, তিনি আপনাকে কিছুই প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাদের জন্য ধিক্কার যারা আল্লাহর উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, তারা সত্যিই অজ্ঞতার ঊর্ধ্বে! তিনিই একমাত্র বাস্তবতা, একমাত্র সত্য, এক, সবকিছু, অসীম – তাঁর জন্য কিছুই অসম্ভব নয়, এবং আপনি তাঁর কাছে যা চাইবেন তা তাঁর সীমার বাইরে নয়, এবং আপনি তাঁর কাছে যা চাইবেন তা মঞ্জুর করা হবে না – তিনি কেবল আপনাকে যা চাইবেন তার চেয়েও বেশি দিতে চান!

এবং এই সব অর্জন করতে, আপনাকে কেবল তাঁর পথে লড়াই করতে হবে। এর চেয়ে অসম কোনো বিনিময় কি কখনো হয়েছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষমতা, বস্তুগত লাভ এবং অযৌক্তিক ধারণা ও মতাদর্শের জন্য লড়াই করে – তুচ্ছ জিনিসের জন্য। কিন্তু তারা এই জীবন বা পরকালে কিছুই অর্জন করে না। আপনি কি একই কাজ করতে পারবেন না? – তাদের থেকে ভিন্ন আপনি চিরকালের জন্য সবকিছু পাবেন?! এর চেয়ে সহজ এবং লাভজনক কোনো চুক্তি কি আপনি ভাবতে পারেন? এর চেয়ে সুস্পষ্ট সত্য? যে এটি নিতে ছুটে যায় না, তার জন্য করুণা!

ফর্সা মেয়েদের বিয়ে করতে ভীতু কাপুরুষরা ঘরে বসে থাকুক। আর ইসলামের পুরুষরা আল্লাহর পথে কষ্ট ভোগ করে তাদের আনন্দ খুঁজুক।

আমরা সেই ব্যক্তিরা যারা আমাদের নবী ﷺ এর আদেশ এবং তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সুন্নাহ মনে রাখি। প্রয়োজনে আমরা খালি পায়ে হাঁটি এবং প্রচণ্ড গরমে গোসল করি, এবং অন্যরা যখন ক্লান্ত হয় তখন ঠান্ডায় আনন্দ করি। আমরা রুক্ষ থাকি, আরামকে ঘৃণা করি এবং আমাদের শত্রুদের উপহাস করি। আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের চেয়ে দ্রুত, শক্তিশালী এবং কঠোর হতে প্রস্তুত করি, যারা আরাম ভালোবাসে এবং যারা আপনাকে দুর্বলতার দিকে ডাকে। আমরা সানন্দে তা সহ্য করি যা অন্যদের ভেঙে দেবে। আমরা জানি যে এই জীবনে আমরা যত বেশি আরামদায়ক হব, পরকালে তত কম আরামের আশা করা উচিত।

আমার ভাইয়েরা, আমাদের নবী ﷺ আমাদের বলেছেন যে এমন এক সময় আসবে যখন এই পৃথিবীতে একজনও মুসলিম বাকি থাকবে না – একজনও আল্লাহকে স্মরণ করবে না। কিন্তু আমার ভাইয়েরা, সেই দিন আজ নয়, আজ আমরা অনেক, আমরা শক্তিশালী, এবং যদিও আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী সিংহরা অনেকের মধ্যে অল্প সংখ্যক, তবু আমরা এই গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, কারণ একটি জিনিসের জন্য – আমাদের ঈমান। আমাদের ঈমানই আমাদের বিশ্বের সকলের থেকে আলাদা করে,

আমাদের ঈমানই আমাদের অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জিতিয়ে দেয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর আমাদের অটল ঈমান এবং আমাদের পথের নিশ্চততা আমাদের চালিত করে। এটি আমাদের তাঁর নামে লড়াই করার জন্য পরিবারের সকল পার্থিব বন্ধন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। যা আমাদের সহজ, আরামদায়ক জীবনের লোভ ত্যাগ করতে বাধ্য করে, এক কষ্টের জীবন, অপরিসীম যন্ত্রণা, অসীম ব্যথা এবং একাকীত্বের জন্য। এই পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা আমরা আমাদের ঈমানের জন্য ত্যাগ করি। কারণ আমরা জানি, আমরা জানি আমরা কারা এবং আমাদের উদ্দেশ্য কী। আর আমরা জানি যে এই অস্তিত্বের বাস্তবতা হলো মিথ্যা ও প্রলোভন। এই অস্তিত্বের সবকিছুই নকল, কলঙ্কিত এবং অস্থায়ী, আর এটি জেনে আমরা এর সাথে কিছুই করতে চাই না। আমরা চাই যা স্থায়ী। আমরা চাই যা বাস্তব। সেই মায়েদের জন্য ধিক্কার যারা তাদের ছেলেদের দুনিয়াতে একটি সুন্দর বাড়ি চায়, আমরা আমাদের চিরন্তন প্রাসাদ চাই। সেই পিতাদের জন্য ধিক্কার যারা তাদের ছেলেদের পাশ্চাত্যে চাকরি চায়, আমরা তা জয় করতে চাই। সেই পিতামাতাদের জন্য ধিক্কার যারা তাদের ছেলেদের একটি সুন্দরী স্ত্রী চায়, আমাদের পবিত্র স্ত্রীরা জান্নাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কিছুই চাই না, কারণ এটিই আমাদের সবকিছু দেবে, সবুজ পাখিদের হৃদয়ে তাঁর আরশের নিচে। এই সবকিছুই আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে নিশ্চিত। বাকি সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। আমরা সবকিছু ছেড়ে দিই। মিথ্যা আমাদের প্রলুব্ধ করবে না। অতএব, এই চূড়ান্ত সত্য জেনে, আমরা এই অস্তিত্বে যন্ত্রণা ও কষ্টের পথ খুঁজি, না, আমরা তা আলিঙ্গন করি! – এবং এই পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করি। কারণ এটি চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে, এবং অনন্তকাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে – তাঁর সন্তুষ্টি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং, উঠুন এবং যুদ্ধ করুন, এবং ততক্ষণ থামবেন না যতক্ষণ না তিনি আমাদের বিজয় দেন অথবা তিনি আপনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ মনে করেন।

অনন্তকালের দিকে মার্চ করুন, কারণ আপনার আগমনে মহাবিশ্বের ভিত্তি কেঁপে ওঠে।

২. অধ্যবসায় করুন

উম্মাহ আজ দুর্বল কারণ মুসলিম পুরুষরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। দুর্বল মুসলিমরা কিভাবে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যাশা করতে পারে? আমরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল কারণ আমরা অধ্যবসায় করি না। আমরা সহজে হাল ছেড়ে দিই। আমরা কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, যা অর্জনের একমাত্র যোগ্য বস্তু – এই দুনিয়াতে আমাদের থাকার মূল কারণ – যখন আমরা কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে অধ্যবসায় করি না। যখন আমরা আরামের দিকে ছুটি? যখন আমরা ক্ষুধার্ত হওয়ার সাথে সাথে খাই এবং আমাদের পেট গর্ভবতী নারীদের মতো বড় না হওয়া পর্যন্ত মুখ ভরে খাই। তিনি আমাদের বলেন যে তিনি আমাদের ব্যথা ও যন্ত্রণার জীবন ছাড়া সৃষ্টি করেননি। যে বিশ্বাসীর জন্য এই দুনিয়াতে ব্যথা ও যন্ত্রণা রয়েছে এবং যদি সে অধ্যবসায় করে তবে চিরকাল আনন্দ থাকবে। কাফেরের জন্য এই জীবন উপভোগের, এবং শীঘ্রই সে জানবে অনন্তকালের জন্য তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। তাহলে কেন আমরা আরাম খুঁজি এবং দুর্বল হয়ে পড়ি? আমাদের ব্যথা আলিঙ্গন করতে শিখতে হবে – তা খুঁজে বের করতে এবং জয় করতে। আমরা কিভাবে আমাদের শত্রুদের জয় করব যখন আমরা নিজেদেরকেই জয় করতে পারি না? কিভাবে আমরা স্বেচ্ছায় নম্র ও দুর্বল হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করি?

সুতরাং, সকল বিষয়ে অধ্যবসায় করুন এবং কষ্ট অনুসন্ধান করুন। আপনার শরীর ও আত্মা শক্তিশালী হবে। যদি আপনি ব্যর্থ হন, তবে উঠে দাঁড়ান এবং বারবার চেষ্টা করুন, এবং থামবেন না – একজন মুসলিম হাল ছেড়ে দেয় না। দৌড়ান! উত্তোলন করুন! পার হন! সাঁতার কাটুন! লড়াই করুন! তাঁর সন্তুষ্টির দিকে হামাগুড়ি দিন! যদি আপনার শত্রু মার্কিন নৌবাহিনীর সিল ৬ মাইল দৌড়ায়, আপনি ১২ মাইল দৌড়ান।

আপনি তাকে অধ্যবসায়ের অর্থ শেখান এবং তাকে মনে করিয়ে দিন যে সে কী হারাচ্ছে – আল্লাহর প্রতি ঈমান। তাকে মনে করিয়ে দিন যে সে আপনার চেয়ে ছোট। এবং তাকে আপনার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে হতাশ করে দিন! কারণ আর কোনো বিকল্প নেই – আপনার কোনো বিকল্প নেই, আপনি ইসলাম – আপনি কুফরের পরাজয় বেছে নিতে পারেন না। কেবলমাত্র যখন আপনি শক্তিশালী হবেন তখনই উম্মাহ শক্তিশালী হবে। আপনি মারা গেলে বিশ্রাম নেবেন।

৩. একটি উপাখ্যান

শুরুতে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে জরিপ করলেন।
তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে বেছে নিলেন।
তারপর তিনি নবীদের বেছে নিলেন, একে একে, তাঁদের সকলের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।
তারপর তিনি দেখলেন একটি দল যারা সবচেয়ে অনুগত এবং চরিত্রের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ,
তাদের তিনি সাহাবা রা. বানালেন।
আর এভাবেই তিনি বাকিদের বেছে নিলেন – ন্যায়পরায়ণ শাসক, সত্যনিষ্ঠ আলেম, পুনর্জীবন দানকারী এবং অন্যান্য যাদের তিনি আশীর্বাদ করলেন।
কিন্তু যখন তাঁর কাজ শেষ হলো, তাঁর মহান দৃষ্টি এমন একটি দলের উপর পড়ল যারা বিষণ্ন হৃদয়ে একাকী ছিল,
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কী হয়েছে?
হে আমাদের রব, আমরা দুনিয়ার বাস্তবতা দেখেছি, এবং আমরা এর কিছুই চাই না। আমরা ভয় পাই যে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে এতে বিচরণ করব এবং হারিয়ে যাব। আমরা কেবল আপনার কাছে ফিরে যেতে চাই এবং আপনার দেওয়া অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি আপনার রহমত বিতরণ করছেন, এবং ভয় পাচ্ছি যে আমাদের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না।
আমার দান অসীম এবং আমার রহমত অন্তহীন। আল্লাহ বললেন। তোমাদের জন্য আমি একটি বিশেষ কাজ রেখেছি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জাতির মধ্যে, তোমরা একাই হবে মুহাম্মদের ﷺ ভাই। তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং আমার নামেই যুদ্ধ করবে, হত্যা করবে এবং নিহত হবে। কখনও তোমরা বিজয়ী হবে এবং কখনও তোমরা পরাজিত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হব এবং তোমরা যা চাইবে তা দেব।
এবং সেদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে যারা একাকী হৃদয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং তাঁর নামে যুদ্ধ করবে, হত্যা করবে এবং নিহত হবে। তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, আঘাত ও কষ্ট, কারাবাস ও নির্যাতন ভোগ করবে। তারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবে এবং বহু হাতে অপমানিত হবে। তারা এই জীবনে তাদের ভালোবাসার সবকিছু ত্যাগ করবে এবং তাদের প্রিয় সবকিছু হারাবে। এবং কখনও তারা জিতবে এবং কখনও তারা হারবে। কিন্তু তারা কখনোই হাল ছাড়বে না বা তাদের পথ থেকে সরে যাবে না। এবং, শেষ পর্যন্ত, তারা তাদের রবের কাছে ফিরে আসবে এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারা যা চাইবে তা সবই দেবেন।
এবং তারা আর একাকী থাকবে না।

৪. লাব্বাইক ইয়া কাফের

কাফের, আমরা তোমার জন্য এসেছি। আমরা সেই নেকড়ে যারা তোমার রক্ত পান করতে এসেছি কারণ আমরা শুনেছি তোমার রক্ত সুস্বাদু এবং সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায়। পাহাড়ের উঁচু থেকে আমরা এতে স্নান করতে এবং তোমার শহরগুলোকে এতে ভিজিয়ে দিতে এসেছি। আমরা তোমাদের কুফর ও অত্যাচারের জন্য তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি। যদি তোমরা তোমাদের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে, তবে তোমাদের এই দিন দেখতে হতো না। তবুও তোমরা জিদ ধরেছিলে, এবং এখন তোমরা তোমাদের

ভাগ্য সিলমোহর করেছ। কতবার আমরা তোমাদের সুযোগ দিয়েছিলাম? এখন, আল্লাহর শক্তিতে, আমরা কেবল ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরকে তোমাদের নোংরামি থেকে পরিষ্কার করব না, বরং তোমাদের ভূমি দখল করব। আমরা তোমাদের ভণ্ডামির মন্দিরগুলোকে পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেব এবং তোমাদের মিথ্যা দেবতাদের ভেঙে দেব। আমরা তোমাদের শহরগুলোকে পুড়িয়ে দেব, তোমাদের সকল পুরুষকে হত্যা করব এবং বাকিদের দাস করব। আমরা নদীগুলোকে তোমাদের নোংরামি থেকে শুদ্ধ করব এবং নিপীড়িতদের হাতে ক্ষমতা দেব। আমরা তোমাদের শাসকদের শেকলে বেঁধে ফিরিয়ে আনব। আমরা তোমাদের এই পৃথিবী এবং ইতিহাস থেকে মুছে দেব। আমরা তারাই যাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

যখন তুমি আমাদের একজনকে হত্যা কর, আমরা উৎসব করি কারণ আমরা নিশ্চিত যে এই ব্যক্তি শাহাদাত, ক্ষমা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অনন্তকাল লাভ করে। যখন আমরা তোমার একজনকে হত্যা করি, তখন তুমি বিলাপ কর, কাঁদো এবং হতাশ হও। তখন নিজেকে জিজ্ঞেস কর তুমি কিভাবে আমাদের পরাজিত করবে, যখন আমরা যুদ্ধের দিকে ছুটে যাই এবং তুমি মৃত্যুর ভয়ে তা থেকে পালিয়ে যাও?

এটা ঘটবে। আগামীকাল, পরশু, অথবা ৫০ বছর পর। তবে এটা নিশ্চিত যে এটা ঘটবে। এটা শুরু হয়ে গেছে। তুমি এটা থামাতে পারবে না। তোমার জন্য কোনো আশা নেই। কেবল মৃত্যু আর হতাশা। কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

কালো পতাকা এসেছে! জিহাদ সকল পুরুষের উপর ফরয হয়েছে। মূর্তি ভাঙ্গো! মূর্তি ভাঙ্গো! কাফেরকে হত্যা কর! কাফেরকে হত্যা কর! তোমার ভূমি এবং তোমার সম্মান ফিরিয়ে নাও! আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে তোমার রাজ্য অর্জন কর!

৫. উম্মাহর তাগুতদের উদ্দেশ্যে

যদি তোমরা গাজা বা সিরিয়া বা কাশ্মীর বা তুর্কিস্তান বা রোহিঙ্গাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে, তাহলে তিনি আমাদের পাঠাতেন না।
যদি তোমরা কাফেরের আদেশে মুসলিমদের উপর অত্যাচার না করতে, তাহলে তিনি আমাদের পাঠাতেন না।
যদি তোমরা তাঁর আইন বাতিল না করতে এবং উম্মাহর মধ্যে নোংরামি না ছড়াতে, তাহলে তিনি আমাদের পাঠাতেন না।
যদি তোমরা তোমাদের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে, তাহলে তিনি আমাদের পাঠাতেন না।
কিন্তু এখন তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।
আর প্রতিটি তাগুত, আরব ও আজমি, যারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে, তাদের একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।
আমরা তোমাদের গলা কাটব এবং তোমাদের সন্তানদের গলাও কাটব যারা তোমাদের অনুসরণ করে।
তোমাদের পুরুষরা তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে, তোমাদের সেনাবাহিনী বিলীন হয়ে যাবে, তোমাদের মিত্ররা তোমাদের পরিত্যাগ করবে।
নেকড়েরা আসছে। এবং এখন তুমি কিছুই করতে পারবে না।
তুমি তোমার বিকৃতিতে লেগে ছিলে এবং এখন তোমার ভাগ্য সিলমোহর করেছ।
পালাও। তোমার হাতে এখন আর কত সময় আছে?

৬. তারা পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহ পরিকল্পনা করেন

আমরা হয়তো বিপর্যস্ত দেখাচ্ছি,
তোমাদের কাছে আমরা পরাজিত মনে হতে পারি,
আজ আমরা পরিবেষ্টিত,
এমন শত্রুদের দ্বারা যাদের আমরা দেখতে চাই না।
তারা সর্বদা আমাদের আঘাত করে, ফিসফিস করে আঘাত হানে,
আমাদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির অপেক্ষায়।
যে দৈত্য হওয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা একসময় দিয়েছিলাম,
নষ্ট হয়ে গেছে, যে স্বপ্ন একসময় ছিল,
অগণিত কৃমি দ্বারা কলঙ্কিত।
সুতরাং, আমরা প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েছি,
জোয়ারের বিরুদ্ধে শেষ প্রাচীর,
বিশ্বাসীদের দুর্গ,
পবিত্রদের অগ্রগামী।
আর অন্ধকার সর্বদা হুমকি দেয়,
তোমরা হয়তো ভাবছ তা আমাদের গ্রাস করবে।
কারণ আমরা, তাঁর দ্বারা নির্বাচিত ও প্রতিভাবান,
আমরাই একমাত্র যারা এখনও দাঁড়িয়ে আছি।
এবং তোমরা কি আমাদের পতনের অপেক্ষায় নেই?
কিভাবে তোমরা তোমাদের দুষ্টুমি নিয়ে আনন্দ করবে!
তবুও গল্প শেষ হয়নি,
যা লেখা হয়েছে তার সব এখনও ঘটেনি।
আমি তোমাদের একটি গোপন কথা বলব,
একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা,
কারণ তোমরা জানো না যে তোমরা ভুল করছো,
যে তোমাদের অহংকারই তোমাদের বিনাশ।
সুতরাং, মূর্তি পূজারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং যন্ত্র,
এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, বোকামিতে পড়বেন না।
এটি লেখা ছিল যে এটি ঘটবে,
যে আমরা আমাদের লজ্জায় তোমাদের আমন্ত্রণ জানাব,
যে তাগুত চোররা আমাদের নেতা হবে,
এবং মুনাফিকরা তাদের টেবিলে ভোজন করবে।
কিন্তু তোমরা ভুলে গেছ এরপর কী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল,
সেই মহান, সেই সত্য ভবিষ্যদ্বাণী,
আমাদের শাইখ দেখেছিলেন, আল্লাহ তাকে রাখুন।
খোরাসানের কালো পতাকার কথা,
আর কাফন পরিহিত মানুষের কথা,
আর হিন্দের দখলের কথা,
যেখানে সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।
আল-শামের মিলনস্থলের কথা,
যেখানে সেনাবাহিনী একত্রিত হবে,

এবং যেখান থেকে তুমি, প্রতারক,
তোমার বিনাশের মুখোমুখি হবে।
সেই প্রতিশ্রুতি হিজাজে উচ্চারিত হয়েছিল,
তা কাসিম দিয়ে শুরু হয়েছিল, এক কবির দ্বারা বিকশিত হয়েছিল,
তারপর থেকে অনেকেই কালো পোশাকে তা বহন করেছে,
কেউ জানে না পথ কীভাবে উন্মোচন হয়েছে, পরিকল্পনা কিভাবে কার্যকর হচ্ছে।
সেই প্রতিশ্রুতি পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছিল যখন চাগাই কেঁপে উঠেছিল,
তোমার ধ্বংসের ঘন্টা বাজিয়ে।
এক চোখ কিছুই দেখে না।
সে অন্ধ।
যুদ্ধ তোমরা জিতবে,
কিন্তু যুদ্ধ তোমাদের জন্য নিশ্চিতভাবে হেরে গেছে।
কখনোই তোমরা জয়ী হতে পারবে না,
কারণ সর্বশক্তিমান আমাদের রক্ষাকর্তা।
দুষ্টু ব্যক্তি, চালিয়ে যাও,
তুমি কেবল তোমার মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ, তোমার বিনাশকে ডাকছ।
কারণ আমরা সেই দিনের কসম করে বলছি,
যখন তোমার মনিব পতিত হবে,
আমরা বিজয়ী হব।
ইনশাআল্লাহ।

৭. এই বিষয়ে চিন্তা করুন

মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় ধরে যা কিছু ঘটার যোগ্য ছিল, তা এশিয়া ও আফ্রিকায় ঘটেছে – লেভান্ট, মেসোপটেমিয়া, মিশর, আনাতোলিয়া, সিন্ধু, ইয়েমেন, চীন – এখানেই প্রথম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। এবং হাজার হাজার বছর ধরে, সালিবিদের পিতা তার গুহা থেকে বেরিয়ে আসার অনেক আগে, এশিয়ায় সাম্রাজ্য ছিল। আমরা জয় করেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ সভ্যতা মুছে ফেলেনি, কেউ সংস্কৃতি বিলুপ্ত করেনি। খেলাফত পরিচিত বিশ্বের অর্ধেক এবং তৎকালীন দুটি পরাশক্তিকে জয় করেছিল, কিন্তু আমরা প্রতিটি সংস্কৃতি, প্রতিটি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম – আপনি কখন আমাদের সাথে যোগ দিলেন তা mattered না, আপনি আমাদের একজন ছিলেন, প্রথম মুসলিমের সমান। এবং আমরা বিবেকের একটি সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলাম – আজ আমরা যা কিছু দেখি এবং ব্যবহার করি তার উৎস ইসলামিক স্বর্ণযুগে। বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, শিল্প – সালিবিদের কোনো ভালো ধারণা ছিল না যা মুসলিম মন থেকে চুরি করা হয়নি।

কিন্তু সালিবি (ক্রুসেডার) একটি ক্যান্সার। গত ৬০০-৮০০ বছরে ইউরোপ ক্ষমতাশালী হয়ে বারুদ ব্যবহার করতে শেখার পর থেকে পৃথিবীর চেহারা আরও খারাপের দিকে বদলে গেছে। যেখানেই সালিবিরা গেছে সেখানেই তারা মৃত্যু, দুর্দশা ও কষ্ট নিয়ে গেছে। তারা কেবল জয় করেই সন্তুষ্ট ছিল না, তাদের পুরো জনগোষ্ঠীকে বশীভূত করতে, অপমানিত করতে এবং গণহত্যা চালাতে হতো। তাদের সভ্যতার কোনো স্বপ্ন ছিল না, তাদের চালিত একমাত্র জিনিস, যা এখনও তাদের চালিত করে, তা হলো বিশুদ্ধ লোভ। কাগজের টুকরোর জন্য, তারা তাদের গায়ের রঙের কারণে পুরো জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়েছিল এবং পুরো একটি জাতির উপর মাদক চাপিয়েছিল। চকচকে ধাতুর জন্য তারা দুটি মহাদেশের সমস্ত বাসিন্দাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল – ২০,০০০ বছরের ইতিহাস ১০০ বছরেরও কম সময়ে শেষ। উত্তর ও দক্ষিণ

আমেরিকার এই সংস্কৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হয়েছিল – তারা সমৃদ্ধ ছিল এবং আমাদের প্রজাতির অগ্রগতিতে তাদের অনেক কিছু দেওয়ার ছিল। ভাবুন আজ বিশ্ব কেমন হতো যদি আমেরিকাগুলিতে সেই সংস্কৃতি ও মানুষগুলি থাকত এবং সালিবিদের পরিবর্তে ইসলাম তাদের কাছে আসত। কিন্তু সালিবিদের লোভের কারণে তাদের বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছিল। রোগ নয়, লোভ। বন, নদী, পর্বত সবই তাদের লোভের দ্বারা দূষিত হয়েছে। এশিয়া ১০,০০০ বছর ধরে ক্ষমতাশালী ছিল, কিন্তু তারা এমনটি করেনি। কিন্তু ৫০০ বছরে সালিবিরা তা করেছে। তারা আমাদের গ্রহ এবং আমাদের প্রজাতিকে ধ্বংস করছে। তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসাত্মক, পচনশীল এবং নিছক নিষ্ঠুর। আমাদের প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত মন্দের উৎস তারাই। আর এর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো সালিবিরা কখনোই এটি স্বীকার করবে না, কখনোই তাদের পথ পরিবর্তন করবে না – তারা অদম্য। তারা এখনও মিথ্যা বলে এবং আমাদের বাকিদের বলে যে তাদের পথই একমাত্র পথ – তারা তাদের পথ অন্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয় যখন এটি কেবল তাদের আরও ধনী ও নিরাপদ করে তোলে এবং আমাদের বাকিরা কষ্টে ভোগে। তারা এখনও এমনই। এবং তারা কখনোই পরিবর্তন হবে না। পাশ্চাত্যের মিথ্যা ত্রিত্ববাদী নাস্তিক সাংস্কৃতিক সালিবিরা আমাদের প্রজাতির জন্য একটি ক্যান্সার। আমাদের গ্রহের উপর একটি অভিশাপ। আর শরীর থেকে ক্যান্সার দূর করার একটাই উপায় আছে। আমাদের এটিকে কেটে ফেলতে হবে – কোনো দয়া ছাড়াই। কেবল যখন সালিবিদের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে, এবং তারা ইসলামের আলো দেখে তাদের বর্তমান অবক্ষয়িত রূপে বিদ্যমান থাকবে না, তখনই এই মন্দ ছায়া গ্রহ থেকে সরে যাবে। তখনই আমরা একটি প্রজাতি হিসাবে আল্লাহ যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে বিকশিত হতে পারব।

৮. থেমে যাবেন না

নিশ্চিত থাকুন যে আল্লাহ জানেন যে আপনি যা কিছু করেছেন, যা কিছু করবেন, তা সবই তাঁর ভালোবাসা, তাঁর নবী ﷺ, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর জনগণের জন্য করেছেন। মুহাম্মদের ﷺ উম্মাহর জন্য। যাতে আমাদের নারীরা ভয়হীনভাবে পৃথিবীতে হাঁটতে পারে, আমাদের শিশুরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে জেনে বড় হতে পারে এবং আমাদের পুরুষরা তাদের কর্তব্য জানতে পারে। যদি আপনার কার্যকর্মে শীতলতা আসে, তবে জানুন যে যা করার প্রয়োজন ছিল তা আপনাকে করতেই হয়েছিল। কারণ অন্য পক্ষে অনেক দানব ছিল, আর আমাদের পক্ষ তার দুর্বলতা নিয়ে আনন্দ করতে প্রস্তুত ছিল। দুনিয়াতে অভিযুক্ত হন, নিন্দিত হন, কিন্তু ততক্ষণ থামবেন না যতক্ষণ না এই উম্মাহর অদম্য ক্ষমতা আসে। তবে এই ক্ষমতার মূল্য জানুন। এর অপব্যবহার করবেন না, বরং দুর্বলদের রক্ষা করতে এবং অত্যাচারীদের আঘাত করতে ন্যায়পরায়ণভাবে এটি ব্যবহার করুন। এবং এটিকে কখনোই দুর্বল হতে দেবেন না।

৯. মুজাহিদদের দুআ

হে আল্লাহ, আপনি মহান! একমাত্র বাস্তবতা! অকারণ কারণ! সৃষ্টিকর্তা! যা করা হয়েছে তার বিনাশকারী, এবং যা করা অসম্ভব তার একমাত্র কর্তা। আপনি সর্বদা মহান, এবং আপনি সর্বদা মহান থাকবেন।

হে অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার মহিমা বর্ণনা করার জন্য – আপনি নিজেকে বর্ণনা করতে যে শব্দ ব্যবহার করেন তা ব্যতীত – কোনো শব্দই নেই।

হে ভাগ্যের মালিক, কেবল আপনিই আছেন, বাকি সব আপনার সৃষ্টির মায়া। আপনার সৃষ্টির প্রতি দয়াবান হন, যদিও আমরা এর অযোগ্য।

আমার প্রশংসা কবুল করুন, কারণ কেবল আপনিই এর যোগ্য।

হে দুআ কবুলকারী, সব কিছুর দাতা, আমার দুআ কবুল করুন, আপনার কাছে এবং কেবল আপনার কাছে।

আমার সালাম আমাদের প্রিয় নেতা নবী ﷺ-এর কাছে, এবং আপনার সমস্ত নবী, এবং ফেরেশতাগণ, এবং শহীদগণ, এবং সিদ্দীকীন ও সালিহীন, এবং আপনার প্রিয়জনদের এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের

সকলের কাছে পৌঁছানোর অনুমতি দিন এবং তাদের সালাম যেন আমার কাছে ফিরে আসে। আসসালামু আলাইকুম!

আমি সানন্দে আত্মসমর্পণ করি। আমি নিজেকে সানন্দে আপনার কাছে সমর্পণ করি। আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যেমন চান আমাকে তেমনই তৈরি করুন।

হে ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন তাই আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে ক্ষমা করুন! সমস্ত সৃষ্টি আপনার ক্ষমার উপর নির্ভরশীল। আমাদের পূর্ববর্তী এবং আমাদের পরবর্তী সকল পাপীকে ক্ষমা করুন।

হে দয়াময়, আমাকে এই জীবনে সেরাটা দিন, এবং পরবর্তী জীবনে সেরাটা দিন, এবং আমাকে জাহান্নামের আগুন ও আপনার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করুন। আমার উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন, কারণ আপনার রহমত দ্বারাই আমরা বিজয়ী হই, আমাদের কর্মের দ্বারা নয়।

আমি যা কিছু করি এবং চিন্তা করি তাতে আমাকে সর্বদা আপনার প্রতি সচেতন রাখুন। আমার হৃদয় থেকে সমস্ত অহংকার ও কপটতা দূর করুন। আমার উদ্দেশ্যগুলি আপনি যেমন চান তেমনই করুন। আমাকে আপনি যেমন নির্দেশ করেন তেমনই করুন।

হে সর্বশক্তিমান! আপনি যেমন আপনার সম্পর্কে ভাবি তেমনই হন, এবং আপনি যেমন দান করার যোগ্য তেমনই দান করুন, কারণ আপনি আপনার প্রতিশ্রুতির রক্ষক। ভালোতে আপনি আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার চেয়েও বেশি দিন, শাস্তিতে আপনি আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সর্বনিম্নটা দিন।

আমার বাদশাহ, আমি কেবল আপনার কাছেই অভিযোগ করি। আপনি নিপীড়িতদের রব, এবং আপনি আমার রব। আমরা আক্রান্ত হয়েছি, এই কষ্ট আমাদের থেকে তুলে নিন। আমাদের বোঝা আমাদের থেকে তুলে নিন এবং আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করুন। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যা থেকে আমাদের নবী ﷺ আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং আমি আপনার কাছে সেই ভালো চাই যা তিনি আপনার কাছে চেয়েছিলেন।

হে পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান, কারণ আমি পথহারা। আমাকে শেখান, কারণ আমি জানি না। আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলুন এবং তাদের সিদ্ধান্তে, সত্যে, নিয়ে যান, যাতে আমরা ঈমান, নিশ্চততা এবং অধ্যবসায়ে বৃদ্ধি পাই।

হে মুহাম্মদ ﷺ-এর রব, আমার হাত যেন আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের রক্ত থেকে কখনোই মুক্ত না থাকে, তবুও আমাদের আপনার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা থেকে রক্ষা করুন। যুদ্ধে আমাদের নির্মম করুন, তবুও বিজয়ে দয়াশীল করুন। আমাদের শত্রুরা যেন জেগে ও ঘুমিয়ে আমাদের ভয় পায়।

নেকড়েদের মতো ভেড়ার পালের উপর আমাদের ছেড়ে দিন। সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আপনার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র হিসেবে আমাদের ব্যবহার করুন! তবুও আমাদের যেন কখনোই ভুল না হয় যে আমরা কেবল আপনার রহমতের দ্বারাই বিজয় লাভ করি এবং আর কিছুই নয়। আর সমস্ত গৌরব আপনারই।

হে সত্য, আমাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছান যেখানে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন! যেখানে আমরা আপনার সামনে মাথা নত করলে আপনি আমাদের সমস্ত চাওয়া এবং প্রয়োজন পূরণ করবেন। আমাকে আপনার উপর হাসি মুখে সেরা শাহাদাত দান করুন, এবং মুজাহিদীনদের সেরা গাজাওয়াত দান করুন। এই জীবনে আপনার পথে এবং অন্য কিছুর জন্য নয়, আমাদের দেহকে টুকরো টুকরো করে দিন। যাতে সেই দিনে আমরা আমাদের ভাই ও বোনদের সাথে একত্রিত হয়ে সাক্ষী হতে পারি। আমরা আপনার মহত্বের নৈবেদ্য হিসাবে আমাদের আত্মা এবং আমাদের মর্তদেহ আপনার কাছে উৎসর্গ করি। এবং আপনি যে উদারতম চুক্তি প্রস্তাব করেন তা আমরা সানন্দে এবং বিনয়ের সাথে গ্রহণ করি।

মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি আপনার ভালোবাসার কারণে, আমাদের তাঁর ভাই করে দিন! তিনি যেন এই দুআ শোনেন এবং আমিন বলেন, কারণ নিশ্চিতভাবে আপনি তাঁকে অস্বীকার করবেন না। আমাদের সর্বদা সুন্নাহ এবং সালাফদের পথে রাখুন এবং আমাদের কামনা-বাসনার ফাঁদে পড়তে দেবেন না।

হে ওয়াদুদ, আপনি আমাদের যে বিজয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বিলম্বিত করবেন না। আমাদের তায়েফাতুল মানসুরা'র অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাদের প্রজন্মকে সেই প্রজন্ম করুন যারা মাহদীর সাথে থাকবে। আপনার ইচ্ছা পূরণ হোক।

আমাদের খেয়াল ও ত্রুটি ক্ষমা করুন, কারণ আপনিই আমাদের দুর্বল করেছেন যাতে আপনি আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। এই পরীক্ষা পাশ করতে আমাদের সাহায্য করুন!

হে মালিক, আমার সেরা কাজকে শেষ কাজ করুন, এবং আমার সেরা দিনকে সেই দিন করুন, এবং আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সেরা স্থান দান করুন।

আমার রব, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি যদিও আমরা আপনাকে দেখি না। আপনি আমাদের যে যুক্তি ও সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েছেন তার দ্বারা আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং, আমাদের পথ দেখান এবং কখনোই আমাদের হারাতে দেবেন না, বিশেষ করে যখন আমরা পথভ্রষ্ট হই। আমরা আপনার কাছে এবং আপনার শান্তিতে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষিত। কারণ আমরা কেবল আপনারই। আপনি যখন চান তখনই আমাদের নির্দেশ দিন এবং আপনার কাছে ফিরিয়ে নিন!

হে মালিক, আমাকে কখনোই আপনার কাছে চাওয়া, আপনার কাছে কাকুতি-মিনতি করা, আপনার সামনে মাথা নত করা থেকে থামাবেন না। আমাদের জন্য সেইসব চাইতে দিন যা আমরা চাইতে জানি না। এবং আমাদের নবীদের মতো দুআ করতে দিন। আমরা যা চাই এবং যা প্রয়োজন তা যে আপনি দেবেন সেই বিশ্বাস থেকে যেন কখনোই আমাদের সন্দেহ না হয়। সর্বদা এই বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করুন।

আমার বাদশাহ, উম্মাহ, উম্মাহ, উম্মাহ! আমি নিজের জন্য যা চাই, উম্মাহর জন্যও তা চাই। আমাদের ঐক্যবদ্ধ করুন, কারণ আমরা অনেক দিন ধরে বিভক্ত আছি।

আমার রব, আপনার অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সমস্ত নেয়ামতের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের পরীক্ষা করার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের উপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা আমরা বহন করতে পারি না।

পুনরায়, এবং অগণিতবার আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি আমাদের সালাম আমাদের প্রিয় নেতা নবী ﷺ-এর কাছে, এবং আপনার সমস্ত নবী, এবং ফেরেশতাগণ, এবং শহীদগণ, এবং আপনার প্রিয়জনদের এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের সকলের কাছে পৌঁছানোর অনুমতি দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সম্পদসমূহ৫[54]

১. মুশারাহ আলা আশওয়াক ইলা মাসারাহ আলা আশাক, ইবনে আল-নাহহাস আল-দিমাস্কি আল-দুময়াতি (ইমাম আনোয়ার আল আওলাকি দ্বারা ইংরেজি অডিও অনুবাদ)

২. ট্রুপেনফুহরাঙ্গ, কর্নেল জেনারেল লুডভিগ বেক

৩. দ্য ৩৩ স্ট্র্যাটেজিস অফ ওয়ার, রবার্ট গ্রিন

৪. দ্য ৪৮ লজ অফ পাওয়ার, রবার্ট গ্রিন

৫. অন ওয়ার, কার্ল ভন ক্লজউইৎজ

৬. হোমো ডেউস: এ হিস্টরি অফ টুমোরো, ইউভাল নোয়া হারারি

৭. দ্য থিঙ্কিং মুসলিম পডকাস্ট, ইউটিউব

৮. অ্যাটলাস অফ এআই: পাওয়ার, পলিটিক্স, অ্যান্ড দ্য প্ল্যানেটারি কস্টস অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কেট ক্রফোর্ড

৯. বুলেটস নট ব্যালটস: সাকসেস ইন কাউন্টারইনসার্জেন্সি ওয়ারফেয়ার, জ্যাকলিন এল. হ্যাজেলটন

১০. দ্য ফিউচার অফ ল্যান্ড ওয়ারফেয়ার, মাইকেল ও'হ্যানলন

১১. ইফ এনিওয়ান বিল্ডস ইট, এভরিওয়ান ডাইজ: হোয়াই সুপারহিউম্যান এআই উড কিল আস অল, ইউডকোস্কি ও সোয়ারস

১২. দ্য সিটিজেন ল্যাবের সিকিউরিটি প্ল্যানার, securityplanner.org

54 সবই অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

নির্দেশনা: আমি কোথা থেকে শুরু করব?

যদি আপনি উপরোক্ত নির্দেশনা পড়ে থাকেন, তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমাদের হাদাফের দিকে বিশ্বজুড়ে অনেক ফ্রন্ট এবং অনেক কাজ রয়েছে। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কিভাবে অবদান রাখবেন। এই সিদ্ধান্ত হাদাফের জন্য সর্বাধিক সুবিধার উপর কেন্দ্র করে হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্যারিসের মেয়রের অফিসে কাজ করার ভালো সুযোগ থাকে, তখন মালির যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সামান্যই অর্থ আছে। বিপরীতে, যদি আপনার দক্ষতা পাকিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন সংবেদনশীল পদে ক্যারিয়ার উন্নতির কোনো সুযোগ ছাড়াই মার্কিন সামরিক বাহিনীতে থাকার সামান্যই অর্থ আছে। অনেক কারণ বিবেচনা করার আছে, কিন্তু কেবল আপনিই নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। কেবল আপনিই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটি ডিজাইনগতভাবে একটি কেন্দ্রীভূত আন্দোলন নয়, এবং যদিও আপনি ডজন ডজন সংস্থা এবং লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির একটি আন্দোলনের অংশ, তবে বেশিরভাগ সময় আপনি সামান্য নির্দেশনা পাবেন। যেখানে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন, যা কার্যকর তা করুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য, নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির একটি তালিকা রয়েছে যেখানে আপনি থাকতে পারেন এবং যেখানে আপনার পরিষেবার প্রয়োজন। এই মুহূর্তে প্রাথমিক ফ্রন্ট হলো পাকিস্তান।

পাকিস্তান

পাকিস্তান উম্মাহর চাবিকাঠি। এটি আমাদের প্রচেষ্টার প্রাথমিক কেন্দ্র এবং আপনারও প্রাথমিক কেন্দ্র হওয়া উচিত। প্রথমে ভাবুন কিভাবে আপনি মুজাহিদীনদের দ্বারা পাকিস্তানের রাষ্ট্র দখলের সমর্থন করতে পারেন, কারণ এটি বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের শুরু থেকে সবচেয়ে বড় বিজয় হবে – নতুন খেলাফতের ভিত্তির প্রথম ইট। আপনি যদি একজন দক্ষ পাকিস্তানি বা প্রবাসী পাকিস্তানি হন, তবে আপনাকে অবশ্যই আজই টিটিপি (TTP)-তে যোগ দিতে হবে। আপনি যদি বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের একজন দক্ষ মুসলিম হন, তবে এই ফ্রন্টটি আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। স্থানীয় পথের মাধ্যমে বা এই নথির শেষে প্রদত্ত যোগাযোগের বিবরণীর মাধ্যমে সাবধানে যোগাযোগ করুন।

আপনি যদি ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি সরকার বা সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরে কাজ করে থাকেন, তবে তাদের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করুন এবং টিটিপি-এর সাথে যোগাযোগ করে সমন্বয় সাধন করুন। তবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি করবেন না কারণ পাকিস্তানি সামরিক শক্তি আমাদের ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব অক্ষত থাকা উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড

পশ্চিমা দেশগুলিতে মুসলিমদের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এই নথিতে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশিকা ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ করা। যদি এটি সম্ভব না হয়, অথবা যদি আপনার এমন দক্ষতা থাকে যা যুদ্ধক্ষেত্রে আরও বেশি কার্যকর, তবে টিটিপি-তে হিজরত করুন।

বাংলাদেশ

২০২৪ সালের বাংলাদেশী বিপ্লব তরুণ মুসলিমরা কিভাবে তাদের দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে তার আরেকটি চমৎকার উদাহরণ আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদের কোনো সুযোগ নেই।

এটিকে ৪র্থ পর্যায়ের জন্য একটি প্রধান প্রথম প্রার্থী হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এটি প্রথম যোগ দেওয়া দেশগুলির মধ্যে একটি হবে।

আপনি যদি বাংলাদেশে বসবাসকারী একজন বাংলাদেশী হন, তবে আপনাকে হয় সরকারে অনুপ্রবেশ করে হাদাফ-বান্ধব নীতিগুলি চাপাতে এবং ভারতীয় প্রভাব কমাতে হবে অথবা টিটিপি-তে হিজরত করতে হবে। ইতিমধ্যেই ২৫০০+ বাংলাদেশী মুজাহিদ এই ফ্রন্টে রয়েছে। যদি আপনি এটি করতে না পারেন, তবে আপনাকে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলিতে, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং সেখানে একটি কর্মজীবন গড়তে হবে। এই ক্ষেত্রে আপনাকে টিটিপি-কে তহবিল সংগ্রহ ও প্রেরণ করতে হবে।

তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান

বর্তমানে মধ্য এশিয়ায় সংগঠিত বিদ্রোহের কোনো সুযোগ নেই। আপনার যত দ্রুত সম্ভব টিটিপি-তে যোগ দেওয়া উচিত। মুজাহিদীনদের দ্বারা পাকিস্তান দখলের পর, মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের মুক্তি ৪র্থ পর্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ হবে। এটি কেবল একটি প্রতিশ্রুতি নয়, বরং রাশিয়া ও চীনকে পূর্বাহ্নে ঠেকানোর জন্য একটি কৌশলগত বাধ্যবাধকতা।

সিরিয়া

আলহামদুলিল্লাহ সিরিয়া বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যা হাদাফের সাথে সারিবদ্ধ। সেখানকার সরকারের লক্ষ্য হলো টিকে থাকা এবং সিরিয়াকে পুনর্গঠিত করা যতক্ষণ না পাকিস্তানের মুজাহিদিনরা তাদের শত্রুদের থেকে সিরিয়াকে রক্ষা করতে এবং বৃহত্তর কর্মের স্বাধীনতা দিতে একটি পারমাণবিক ছাতা প্রদান করতে পারে। তারা যা কিছু করে বা করবে, তা যতই 'অ-ইসলামিক' মনে হোক না কেন, তা হাদাফের দিকেই। এটি সময়ের প্রয়োজন, এটি রিয়েলপলিটিক।

আপনি যদি সিরীয় হন, তবে সিরিয়াতে থাকুন এবং সরকারের আনুগত্য করুন, এমনকি যদি কিছু কাজ আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। যদি এটি আপনার জন্য খুব কঠিন হয় তবে পাকিস্তান বা জেএনআইএম-এ হিজরত করুন। সিরীয় সরকারের জন্য সমস্যা তৈরি করবেন না। সিরিয়ার মুহাজির যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য – যদি সিরিয়াতে থাকা খুব কঠিন হয় তবে টিটিপি-তে হিজরত করুন – আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত, বিশেষ করে যদি আপনার ড্রোন উৎপাদন ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকে।

পাকিস্তানি মুজাহিদিনরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন যাতে একদিন তারা সিরিয়ার ভাইদের কাছে তাদের পারমাণবিক হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন, এবং তারা এই মুখোশ খুলে ফেলতে পারেন এবং আল্লাহ তাদের যেমন চেয়েছিলেন তেমনই হতে পারেন। আল্লাহ আশ-শাম ভূমি এবং এর সাহসী জনগণকে বরকত দিন।

মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিমদের হয় অনুপ্রবেশ করতে হবে অথবা টিটিপি-তে হিজরত করতে হবে।

কাতার

শাসক আল থানি পরিবার হাদাফের বন্ধু। যদিও ক্ষমতার ভারসাম্যের কারণে তাদের কাফেরদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, তবে তাদের মুজাহিদীন গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আল্লাহ এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করুন – তারা যা পারে তাই করে। তাদের কাজে বাধা দেবেন না বা তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করবেন না। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করুন। আপনি যদি কাতারি হন, তবে হাদাফকে অনুদান পাঠিয়ে এবং কাতারি সরকারে যোগ দিয়ে মুজাহিদীন গোষ্ঠীগুলিকে, বিশেষ করে পাকিস্তানের টিটিপি-কে সমর্থন বাড়িয়ে সাহায্য করা উচিত। যদি আপনার সামরিক অভিজ্ঞতা থাকে, তবে পাকিস্তানের বা সাহেলের যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন। হিজরত করুন।

তুরস্ক

একে পার্টি এবং এরদোগান কাতারের মতো, এই অর্থে যে তারা হাদাফকে যেখানে পারে সেখানে সাহায্য করেছে কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক কারণে সীমাবদ্ধ। তাদের কাজে বাধা দেবেন না বা তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করবেন না।

আপনি যদি তুর্কি হন তবে আপনার সরকারে যোগ দেওয়া উচিত এবং একে পার্টির ক্ষমতার উপর দখল শক্তিশালী করা উচিত, হাদাফ-সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা বাড়ানো উচিত এবং তুরস্কের হাদাফ-বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করা উচিত। তুরস্কে একে পার্টির ক্ষমতা হারানো হাদাফের জন্য একটি গুরুতর আঘাত হবে। তবে, যদি আপনার কাছে অফার করার মতো দক্ষতা থাকে তবে পাকিস্তানে হিজরত করুন।

মিশর

মিশর সম্ভবত হাদাফের জন্য পাকিস্তানের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেশ। তবে, বর্তমানে সেখানে একটি কার্যকর বিদ্রোহের সামান্য সুযোগ রয়েছে – রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থান এবং কর্মী প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছে। আপনি যদি মিশরীয় হন, তবে আপনাকে হয় অনুপ্রবেশ করতে হবে অথবা জেএনআইএম (JNIM) বা আল-শাবাব (Al Shabab)-এ হিজরত করতে হবে। মুনাফিক সিসির বিরুদ্ধে জিহাদ ইনশাআল্লাহ পুনরায় শুরু হবে যখন সাহেল বা সোমালিয়ায় একটি আঞ্চলিক ক্ষমতার ঘাঁটি থাকবে।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের সরকার একটি মুজাহিদ সরকার, তবে এটি হাদাফ প্রকল্পের প্রতি মূলত সমর্থনমূলক নয় (আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিন)। তবে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা এর প্রতিষ্ঠাতা সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন, এবং আইইএ (IEA) মুজাহিদীনদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমর্থন করে। আপনি যদি আফগান হন তবে আপনার টিটিপি-তে যোগ দেওয়া উচিত। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি আইইএ-এর নীতিকে এই হাদাফের দিকে পরিবর্তন করতে পারবেন তবে আপনাকে তা করার চেষ্টা করতে হবে। তবে এমন কোনো কাজ করবেন না যা দেশকে অস্থিতিশীল করবে, এটিকে পুনর্গঠিত হতে দিতে হবে।

ফিলিস্তিন

আমাদের বেশিরভাগই ফিলিস্তিনের কারণে এই পথে শুরু করেছি। এটি এখনও আমাদের চালিত করে। আপনি যদি ফিলিস্তিনি হন তবে আপনার যা ইচ্ছা করুন। আমরা, বা অন্য কারো, আপনাকে কী করতে হবে তা বলার কোনো অধিকার নেই। আপনি যেখানেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিন, যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিন না কেন, সম্মানিত। আল্লাহ আমাদের শীঘ্রই আপনার সাহায্যে আসার ব্যবস্থা করুন ইনশাআল্লাহ, যখন আমরা ইহুদিদের সমুদ্রে তাড়িয়ে দেব এবং আপনি আবারও আপনার ভূমির এবং ইউরোপীয় ভূমিগুলোরও মালিক হবেন।

ভারত ও অধিকৃত কাশ্মীর

বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানি গভীর রাষ্ট্র আমাদের কাশ্মীরি ভাই ও তাদের মহৎ জিহাদকে বিক্রি করে দিয়েছে, তাই যতক্ষণ না মুজাহিদীনরা পাকিস্তানে বিজয়ী হয়, ততক্ষণ কাশ্মীরি যুবকদের প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণের মতো কাশ্মীরীরাও সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বেঁচে আছে। আপনি যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা আপনার কাছে চাইতে পারি না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আপনার কাছে আমাদের আগমন দ্রুত করেন।

তবে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের মুসলিম যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব এলাকায় ভারতে জিহাদ করতে হবে। ভারতের অসংখ্য মুসলিম যুবককে জেগে উঠতে হবে এবং তাদের

ক্ষমতা উপলব্ধি করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিকার হয়েছে। ভারতে দীর্ঘমেয়াদী অনুপ্রবেশ কৌশলগুলির কোনো সুবিধা নেই। ইসলাম-এর এই নিষ্ঠুরতম শত্রু হিন্দু মুশরিকদের বিরুদ্ধে কেবল একটি নৃশংস ও নির্দয় যুদ্ধ প্রয়োজন।

- VBIED (গাড়ি বোমা) তৈরি করা শিখুন, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বিস্ফোরক উপকরণ সংগ্রহ করুন, তাদের একটি লাউডস্পিকার/র‍্যালির ট্রাকের মতো একটি ট্রাককে ছদ্মবেশ দিন, এটিকে একটি ব্রাহ্মণ বনিয়া আরএসএস/বিজেপি ধর্মীয় উৎসবে নিয়ে যান, পণ্ডিতকে আপনার ট্রাকে টানুন, এবং পাঁজীটদেরকে (হিন্দুদের জন্য ব্যবহৃত অবমাননাকর শব্দ) ধ্বংস করুন। বছরে মাত্র এক বা দুটি এই ধরনের আক্রমণ প্রয়োজন। হিন্দু সরকার নিজেই ঝুঁকি বাড়িয়ে একটি নিরাপত্তা রাষ্ট্র তৈরি করেছে। এর সুযোগ নিন। ভারতের ফ্যাসিবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল গণহত্যাবাদী প্রকৃতিকে কঠিন করুন, বাম ও ডানের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান। এটি সহিংসতার চক্রকে ত্বরান্বিত করবে।
- অ্যাপল, মাইক্রোসফট, টেসলার মতো MNC-এর স্থানীয় সদর দফতরের মতো নরম অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুগুলি উচ্চ ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের লক্ষ্যবস্তু।
- ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা অত্যন্ত শিথিল। বেসামরিক পারমাণবিক প্রতিষ্ঠান, সোমনাথের মতো আদর্শিক লক্ষ্যবস্তু, সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের পুত্রদের লক্ষ্য করুন, হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক করার চেষ্টা করুন। ২০১৭ সালে আফগান ন্যাশনাল আর্মির ২০৯তম কর্পস ঘাঁটিতে মাজার-ই-শরীফের কাছে আইইএ (IEA) আক্রমণের ধরণটি গবেষণা করুন – প্রথমে বাইরে আক্রমণ, তারপর অ্যাম্বুলেন্স এবং ইউনিফর্মের মাধ্যমে ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ। ৯২ বেস হাসপাতাল শ্রীনগরকে অধিকৃত কাশ্মীরে কাফের ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাইফলাইন বলা হয়... আরও অনেক কিছু আছে।
- মাদক ও অস্ত্র সহ যে কোনো উপায়ে আমদানি, বিক্রয় এবং অর্থ উপার্জন করুন। এটি কেবল প্রয়োজনীয় তহবিলই নিয়ে আসে না, বরং আসক্তির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকেও ধ্বংস করে। অপহরণ, ছোট ব্যাংক এবং চাঁদাবাজি/সুরক্ষা কাফের দেশগুলিতে অর্থায়নের ভালো উৎস।
- সবচেয়ে কম যা করা যেতে পারে, সামান্য ঝুঁকি এবং কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই এবং একা তা হলো আগুন লাগানো – বড় খালি বিল্ডিংগুলিতে ছোট ছোট আগুন লাগান এবং অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়া দেখুন।

চীন

আপনি যদি একজন চীনা মুসলিম হন, তবে চীনেই থাকুন। পার্টির নির্দেশিকা মেনে চলুন, তারা আপনাকে যেমন চায় তেমন হয়ে উঠুন এবং সরকারে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করুন (১ম পরিশিষ্ট দেখুন)। যতটা সম্ভব ডেটা সংগ্রহ করুন। পাকিস্তানে রাষ্ট্র দখলের পর এই ডেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে, তাই যতক্ষণ না আপনি এটিকে নিরাপদে পাকিস্তানের মুজাহিদীনদের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন বলে মনে করেন, ততক্ষণ স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করুন।

রাশিয়া

রাশিয়াতে বসবাসকারী মুসলিমরা, চেচনিয়া, দাগেস্তান এবং অন্যান্য স্থান থেকে, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে ইসলামিক আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। বর্তমানে রাশিয়ার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের খুব কম সুযোগ বা প্রয়োজন রয়েছে। হাদাফ আপনাকে মধ্য এশীয় ক্যাডারদের সাথে টিটিপি-তে যোগ দিতে বলে – পাকিস্তান দখল এবং মধ্য এশিয়ায় পরবর্তী অপারেশনগুলিতে আপনার পরিষেবা অমূল্য হবে।

ইয়েমেন

আপনি যদি ইয়েমেনি হন, আল-কায়েদা ইন ইয়েমেনে যোগ দিন। ইয়েমেন এবং এর চমৎকার মুজাহিদীনরা এই প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

আল নাহিয়ান এবং বিশেষ করে বনু ফাতিমা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতার ক্ষেত্রে কাফেরদেরও ছাড়িয়ে গেছে। মিশরে সিসিকে সমর্থন করা থেকে শুরু করে পাকিস্তানে সরকার উৎখাত করতে সাহায্য করা পর্যন্ত, তাদের নোংরা হাতের ছাপ সর্বত্র, সর্বদা মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে। ইয়েমেন, লিবিয়া এবং সুদানে তাদের কার্যক্রম বিশেষভাবে মন্দ। মুসলিম বিশ্বের কোনো নেতৃত্ব যদি তাকফিরের যোগ্য হয়, তবে তা এই আরব জায়নবাদীরাই।

আপনি যদি সংযুক্ত আরব আমিরাতের অভ্যন্তরে একজন প্রবাসী বা নাগরিক হন, তবে হত্যাকাণ্ড বা স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী বা বিদেশীদের বিরুদ্ধে উচ্চ-প্রোফাইল আক্রমণের মতো নষ্ট করার পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা উচিত। সংযুক্ত আরব আমিরাত এর আগে এইভাবে আক্রান্ত হয়নি। এই ধরনের আক্রমণ (১) স্থানীয় জনগণকে দেখাবে, যারা এই হাদাফের ব্যাপক সমর্থক যে তাদের সরকার অজেয় নয়, এবং (২) আরও প্রতিরোধের কাজগুলিকে উস্কে দেবে। আল-কায়েদা দ্বারা প্রকাশিত লোন উলফ আক্রমণ সম্পর্কিত অনলাইন উপলব্ধ উপকরণগুলি দেখুন। এগুলি সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য, তবে টেইলস ওএস (Tails OS) ব্যবহার করে একটি কম ডিজিটাল পদচিহ্ন বজায় রাখুন। শয়তান এমবিজেড (MBZ) কে এখন বোঝাতে হবে যে মুসলিমরা নীরব দর্শক নয়।

সৌদি আরব

সৌদি আরবের বর্তমান নেতৃত্ব মুনাফেকাতের সিঁড়িতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঠিক এক ধাপ নিচে অবস্থান করছে। কেবল সেই মান-শিশু এমবিএস-এর ভূ-রাজনৈতিক বোকামিই সৌদি আরবকে উম্মাহর উপর এমবিজেড-এর মতো নেট নেতিবাচক প্রভাব ফেলা থেকে বাঁচিয়েছে।

বর্তমানে সৌদি আরবে একক কর্ম বা বিদ্রোহের কোনো সুযোগ নেই। এখানে অনুপ্রবেশ কৌশলগুলির ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতও কম। আপনি যদি একজন প্রবাসী বা সৌদি নাগরিক হন তবে পাকিস্তান বা সাহেলে হিজরত করার কথা বিবেচনা করুন। আপনার কাছ থেকে সর্বনিম্ন যা আশা করা হয় তা হলো তহবিল।

সোমালিয়া

আল্লাহ সোমালিয়ার মুজাহিদীনদের বরকত দিন। আপনি যদি সোমালিয়ার অভ্যন্তরে বা বাইরে একজন সোমালি হন তবে আপনাকে অবশ্যই আল-শাবাবে যোগ দিতে হবে।

সুদান

সুদানীয় ভাইদের জন্য সহজ কোনো পরামর্শ নেই। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা মর্মাহত। আরএসএফ (RSF) একটি নাস্তিক গণহত্যাবাদী গোষ্ঠী যা এমবিজেড দ্বারা অর্থায়িত, কিন্তু অন্য পক্ষও তার বর্তমান রূপে একটি কার্যকর বিকল্প নয় – SAF দ্বারা তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আপনাকে প্রথমে SAF-এর সাথে থাকা বিভিন্ন ইসলামী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে হাদাফ-সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের জন্য সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। তারপর আপনাকে আরএসএফ-বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্ব নিতে হবে এবং প্রাক্তন শাসনের ক্ষতিকর ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাবগুলিকে সরিয়ে দিতে হবে। তারপর আরএসএফ এবং সুদানে এর সমর্থকদের পরাজিত করার জন্য মতাদর্শ নির্বিশেষে অন্যান্য আরএসএফ-বিরোধী সকল শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আপনার পদ্ধতিতে বাস্তববাদী হন। স্বার্থগুলিকে সারিবদ্ধ করুন

এবং তৃতীয় পক্ষের দেশগুলির সাহায্য নিন। ক্ষমতা অর্জন করুন, পুনর্গঠন৫৪ করুন এবং সুদানকে শক্তিশালী করুন।
এই পথে এইচটিএস-এর অভিজ্ঞতা আপনার জন্য অমূল্য।

সাহেল, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকা সহ মালি, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়া
এই বিশাল এলাকাকে একত্রিত করা হয়েছে কারণ এখানকার সীমান্তগুলি অত্যন্ত তরল, এবং এজেন্সি অল্প সংখ্যক মুজাহিদীন গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত, যার মধ্যে প্রাথমিক হলো জেএনআইএম (JNIM)। আপনি যদি এই অঞ্চলের বাসিন্দা হন, তবে আপনাকে অবশ্যই জেএনআইএম-এ যোগ দিতে হবে।

ইরাক
ইরাকে থাকুন, অনুপ্রবেশ করুন এবং/অথবা বাগদাদে ইরানের প্রভাব উৎখাত করে ক্ষমতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত হন – আপনি পূর্ব সিরিয়াকে সমাবেশস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, তবে দামেস্কের সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলে এমন কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। পাকিস্তান এবং সিরিয়ার মধ্যে একটি কার্যকর স্থলপথ eventually প্রয়োজন হবে।

ইরান
ইরানি ভাইদের জায়শ আল-আদলে যোগ দিতে হবে।

জর্ডান
জর্ডানের ভাইদের হয় অনুপ্রবেশ করতে হবে অথবা পাকিস্তান বা জেএনআইএম-এ হিজরত করতে হবে।

দক্ষিণ আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকার মুসলিমদের হয় অনুপ্রবেশ করতে হবে যাতে এই দেশগুলিকে হাদাফের প্রতি আরও বন্ধুত্বপূর্ণ করা যায় অথবা প্রয়োজনীয় ফ্রন্টগুলিতে হিজরত করতে হবে।

যদি আপনার দেশের কথা এখানে উল্লেখ না করা হয়, তবে উপলব্ধ সেরা প্রমাণের ভিত্তিতে আপনার সিদ্ধান্ত নিন। মনে হতে পারে যে এখানে উল্লিখিত পরামর্শগুলি প্রায়শই বিশ্বের কিছু সংগ্রামকে উপেক্ষা করে। মুসলিম এবং মুজাহিদীন হিসেবে আমরা প্রতিটি মুসলিমের সামনে দাঁড়াতে চাই যখন একজন কাফের এমনকি তাদের দিকে ভুলভাবে তাকায়। তবে, সম্পদ, সময় এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের হাদাফে দ্রুত এবং নির্ণায়কভাবে পৌঁছানোর জন্য যা প্রয়োজন তার উপর মনোযোগ দিতে হবে। এটিই একমাত্র উপায় যা আমরা সমস্ত মুসলিমদের রক্ষা করতে পারব।

আমরা জানি না এর শেষ কোথায় হবে বা এর শুরুও হবে কিনা, কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের রবের সামনে দাঁড়ানোর সময় আমরা লজ্জিত হতে চাই না। আল্লাহ আমাদের এই কাজগুলিতে সাহায্য করুন।

যোগাযোগ করুন

লেখকগণ: arhwha.09 (Signal)
উন্নয়ন গোষ্ঠী: hadaftwentysix@protonmail.com

যদি হ্যান্ডেল নিষিদ্ধ থাকে, তবে একই হ্যান্ডেল দিয়ে পরবর্তী নম্বর দিয়ে খুঁজুন। অর্থাৎ, যদি arhwha.09 না থাকে, তাহলে arhwha.10, তারপর arhwha.11 ইত্যাদি খুঁজুন।